Peace

কিতাবুত তাওহীদ

মূল

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব

পিস পাবলিকেশন-ঢাকা
Peace Publication-Dhaka

কিতাবুত তাওহীদ

কিতাবুত তাওহীদ

মূল

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব

সংকলনে

মো: নূরুল ইসলাম মণি

মো: রফিকুল ইসলাম

পরিমার্জনায়

মুফতি মুহাম্মদ আবুল কাসেম গাজী
এম.এম, প্রথম শ্রেণী প্রথম
এম.এফ, এম.এ
মুফাসসির
তামীরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা
ঢাকা।

হাফেজ মাও. আরিফ হোসাইন
বি.এ (অনার্স) এম.এ, এম.এম
পিএইচ ডি গবেষক, ঢাবি
আরবি প্রভাষক
নওগাঁও রাশেদিয়া ফাযিল মাদরাসা
মতলব, চাঁদপুর।
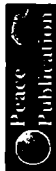
পিস পাবলিকেশন–ঢাকা
৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

কিতাবুত তাওহীদ

মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব

প্রকাশিকা

মোরশেদা বেগম

নারী প্রকাশনী

৩৮/৩, কম্পিউটার মার্কেট,

বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশকাল : ডিসেম্বর – ২০১১ ইং

কম্পিউটার কম্পোজ : পিস হ্যাভেন

বাঁধাই : তানিয়া বুক বাইন্ডার্স, সূত্রাপুর

মুদ্রণে : ক্রিয়েটিভ প্রিন্টার্স

ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com

ইমেইল : peacerafiq@yahoo.com

মূল্য : ১৫০.০০ টাকা।

প্রকাশকের কথা

দুনিয়ায় আগত মহান নবী-রাসূল আলাইহিমুস সালামগণের দাওয়াহ ও প্রচারণার মূলমন্ত্র ছিল তাওহীদ : লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু- আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই / উপাস্য নেই। এই কালিমায়ে তৈয়্যেবায় মনে-প্রাণে বিশ্বাসী মুমিন ব্যক্তির জীবন-মরণ সব কিছুই এই কালেমার রঙে রঙিন হবে। কিন্তু কালে কালে ঈমানদারদের ঈমানের সাথে শিরক বিদ'আত মিশে যায়, যা সাধারণ মানুষদের পক্ষে জানা বুঝা অনুধাবন করা সম্ভব হয় না।

তাই মহান আল্লাহ যুগে যুগে এমন সব তালিম, উলামা, মুজাদ্দিদ প্রেরণ করেন যারা শিরক বিদ'আত থেকে আম-জনতা মুমিনদের মুক্ত করার প্রয়াস পান। তেমনি এক সংস্কারক আল্লামা মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওহাব নজদী।

তাঁর লিখিত 'তাওহীদ' বই খানিতে তিনি প্রকৃত তাওহীদ আল্লাহর একত্ববাদ সুদৃঢ়ভাবে প্রমাণিত করার সফল চেষ্টা করেছেন। কুরআন-সুন্নাহর অকাট্য দলিল-প্রমাণের চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তিনি নির্ভেজাল ঈমানের স্বরূপ সুস্পষ্ট করার চেষ্টা করেছেন। তাওহীদ তথা ঈমান থাকার সাথে সাথে একজন মুমিন জ্ঞাত-অজ্ঞাত অবস্থায় শিরকযুক্ত কথা ও কাজে জড়িয়ে যেতে পারে। তার প্রমাণ রয়েছে সূরা ইউসুফের ১০৬ নং আয়াতে।

সুতরাং সর্বপ্রকার শিরক বিদ'আত থেকে মুক্ত থাকার জন্য বইটি অত্যন্ত সহায়ক হবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। মহান আল্লাহ আমাদের খাঁটি ঈমানদার হওয়ার তাওফীক দিন। আমিন! ছুম্মা আমীন।

তারিখ : ২০-১২-২০১১ ইং
ঢাকা।

লেখক পরিচিতি

সমস্ত প্রশংসা মহান আল্লাহর জন্য এবং অসংখ্য দরূদ ও সালাম মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম, সত্যের পথের সংস্কারক ও মুজাহিদ এবং সমস্ত মুসলমানের ওপর। যুগে যুগে আল্লাহ পৃথিবীতে সংস্কারক প্রেরণ করেছেন। তাঁরা সমাজে ইসলাম সম্পর্কিত বিভ্রান্তিগুলো দূর করেন এবং দ্বীনকে সত্যের ওপর পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আব্দুল ওহাব ছিলেন অনুরূপ এক মহান সংস্কারক। তিনি নজ্‌দ নগরীর এক সুশিক্ষিত ও ধার্মিক পরিবারে ১৭০৩ সাল মোতাবেক ১১১৪ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা আব্দুল ওহাব উয়াইনা শহরের কাজী ছিলেন। যৌবনে পদার্পণের সাথে সাথে তিনি ভালো আলেম হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন এবং দলে দলে লোক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে শুরু করে।

তিনি প্রথমে তাঁর পিতার নিকট থেকে এবং পরে নিজে নিজে অধ্যয়ন করেন এবং সব শেষে অন্যান্য জায়গা থেকেও জ্ঞান আহরণ করেন। আঠারশত শতাব্দীতে (হিজরী ১২শ শতাব্দী) ইসলাম থেকে বিচ্যুতি ও এর বিকৃতি এবং এক মারাত্মক অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ফলে প্রথম যুগের মুসলমানদের সাথে তদানীন্তন সময়কার মুসলমানদের ব্যবধান অমুসলমানদের পর্যন্ত আশ্চর্যান্বিত করেছিল। তখন সমাজে কবর পূজাসহ অগণিত বিদ'আত ও কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, যা দেখে তিনি মর্মাহত হন। তিনি বিদ'আত বিরোধী কার্যকলাপের প্রতিবাদ শুরু করায় তাঁর পিতাসহ স্থানীয় লোকের ক্রমান্বয়ে তাঁর বিরোধিতা শুরু করে।

শায়েখ এর অন্তরে জ্ঞান ও দ্বীনের প্রতি অগাধ ভালোবাসা ছিল। প্রথমে তিনি হজ্জে যান ও পরে মদীনায় গিয়ে শেখ আব্দুল্লাহ ইবনে ইবরাহীম ইবনে সাইফ নামক প্রখ্যাত মুহাদ্দিস মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধীর নিকট থেকে জ্ঞান লাভ করেন। অতপর তিনি বসরায় আসেন এবং শায়খ মুহাম্মদ মাজমুয়ীর নিকট তাওহীদ ও অন্যান্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

সেখানেই তিনি প্রকাশ্যে বিদ'আত বিরোধী বক্তব্য উপস্থাপন শুরু করেন। ফলে বসরার বিক্ষুব্ধ বিদ'আতী লোকেরা তাঁকে বস্‌রা থেকে বের করে দেয়। অতঃপর তিনি তাঁর পিতার নিকট দুচিমলায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং কিছুদিন পর পিতা মৃত্যুবরণ করায় তিনি স্বাধীনভাবে বিদ'আত বিরোধী অধিকতর কার্যকলাপ শুরু করেন। ইতিমধ্যে রাত্রে তাঁকে হত্যার এক ষড়যন্ত্র ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

অতঃপর তিনি উমাইনায় হিজরত করে চলে আসেন। সেখানকার আমীর উসমান ইবনে আহমদ ইবনে মু'আম্মার তাঁকে সম্মানের সাথে গ্রহণ করেন ও কিছুদিন পর তিনি তাঁর কন্যা জাওহারার সাথে বিবাহ দেন। তিনি সংস্কারমূলক কার্যক্রম পুরোদমে শুরু করেন। প্রথমে তিনি আমীর উসমানকে তাওহীদ বিরোধী কার্যকলাপ বুঝান এবং পরে স্থানীয় গণ্য–মান্য লোকও তাঁর কথা শুনে আকৃষ্ট হন।

অন্যান্য জায়গার মতো খোদ নজদ শহরেও বিদ'আত, পীর পূজা, অন্ধ অনুসরণ, কবর ও গাছ পূজা চলত। মানুষ পথে ঘাটে সর্বত্র তৈরি অগণিত মাজারে নজর-নেয়াজ ও হাদিয়া-তোহফা পেশ করত এবং মাজারের মুতাওল্লী ও প্রতিবেশী হিসেবে এক দল লোক গড়ে উঠত। মাজারে ফুল দান করা, গোলাপ কাপড়ও পরিধান এবং বড় বড় ডেগে রান্না-বান্না করে খাওয়ার বিরাট আয়োজন করা হতো। কতিপয় মাজারের গাছে তথাকথিত মাকসুদ পুরা করার মানসে রশি বেঁধে রাখা হতো। তিনি কতিপয় লোককে আকৃষ্ট করে তাদের দ্বারা উক্ত গাছগুলো কেটে ফেলেন। ক্রমান্বয়ে বিদ'আত উচ্ছেদকারী লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

জুমাইয়া নামক স্থানে যায়েদ ইবনে খাতাব নামের একটা মিনায় অনেক দিন আগ থেকেই বিদ্যমান ছিল। এ যায়েদ ওমরের ভাই এবং মিথ্যা নবীর দবিদার মুসাইলামার বিরুদ্ধে জিহাদে শাহাদাত বরণ করেন। কে বা কারা কবে যেন এ শহীদ মিনারটি তৈরি করে রেখেছিল, যা ক্রমে ক্রমে এক মন্দিরে রূপান্তরিত হয়। এতে বিভিন্ন ধরনের মান্নত মানা হতো, তাওয়াফ ও সিজদা পর্যন্ত চালু করা হয়। যেমনটি বড় বড় মাজারগুলোতে হয়ে থাকে। তিনি উসমানকে এ মিনারটি ধ্বংস করার জন্য রাজী করান।

অবশেষে জুবাইলা সম্প্রদায় মিনারটি রক্ষার জন্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নেয়। শেষ পর্যন্ত লড়াই হয়নি। ছয় সদস্য বিশিষ্ট মুজাহিদের এ দলটি সাফল্যের সাথে মিনারটি ভেঙ্গে ফেলেন এবং শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব নিজ হাতে কোদাল দিয়ে কেটে কেটে তা নিচে ফেলে দেন। এক মহিলা একদিন তাঁর নিকট এসে স্বেচ্ছায় ও স্বজ্ঞানে যেনা করার অপরাধ স্বীকার করে বিচার প্রার্থনা করে। তিনি লোকদের জিজ্ঞেস করলেন মহিলাটি কি অস্বাভাবিক? তখন জানা গেল যে, সে স্বাভাবিক তখন তিনি মহিলাটিকে বললেন, সম্ভবত: তোমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জবরদস্তী এ অপকর্ম করা হয়েছে, এ জন্য তোমার বিচার প্রার্থনার প্রয়োজন নেই।

অবশেষে মহিলাটি জোর দিয়ে বার বার বলায় তিনি তাকে পাথর মারার হুকুম দেন। ইহসান গভর্ণর সোলাইমান ইবনে মুহাম্মাদ মিনার ভাঙ্গার খবরে ক্ষুব্ধ হয়ে উসমানকে লিখে পাঠান যে, হয় মুহাম্মাদ ইবনে ওহাবকে হত্যা করুন নচেৎ আমরা ট্যাক্স বন্ধ করে দেব, বিদ্রোহ করব ও আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। উসমানের পরামর্শক্রমে তিনি অন্যত্র চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। উসমান এক অশ্বারোহীকে ডেকে বললেন, আরো পৌছিয়ে দাও এবং অমুক জায়গায় পৌছায়ে তাঁকে হত্যা করে ফিরে আস। তিনি 'দিরইয়া' নামক স্থানে যেতে চাইলেন। দুপুরে জ্বলন্ত রোদে তিনি নগ্ন পায়ে মরুবালুকার উপর দিয়ে রওয়ানা হলেন। পথে তিনি শুধু নিম্নোক্ত বাক্যগুলো ছাড়া আর কিছুই উচ্চারণ করেননি।

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ ـ

অর্থাৎ : "আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি, তাঁরই প্রশংসা আদায় করছি, তিনি ছাড়া আর কোন সত্য মা'বূদ নেই এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ"।

وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ـ

"যে আল্লাহকে ভয় করে, আল্লাহ তার জন্য রাস্তা তৈরি করে দেন এবং এমন উপায়ে তাকে রিযিক দেন যে, সে কল্পনাও করতে পারে না"।

(সূরা তালাক : আয়াত-২-৩)

নির্দিষ্ট জায়গায় হত্যা করার জন্য অশ্বারোহী উদ্যত হলে তার হাত অচল হয়ে যায় এবং তার অন্তরাত্মা ভয়ে কেঁপে উঠে। অবশেষে তাঁকে হত্যা না করেই তারা চলে যায়। শেষ পর্যন্ত তিনি দিরইয়ার মুহাম্মাদ ইবনে সুয়াইলাম উরাই-নীর গৃহে আশ্রয় নেন। তাঁকে দেখে উরাইনী রাজা ইবনে সউদের সম্ভাব্য প্রতিরোধের ভয়ে প্রথম দিকে অস্থির হয়ে উঠেন এবং পরে শায়খ মুহাম্মদের সাথে আলোচনা পর ধৈর্য ধারণ করেন।

দিরইয়ার কতিপয় লোক তাঁর দাওয়াতে সাড়া দেন। তাঁরা প্রথমে বাদশাহ মুহাম্মাদ ইবনে সউদকে না জানিয়ে তাঁর বিচক্ষণ স্ত্রীর সাথে এ ইমামের সঠিক দাওয়াত নিয়ে আলোচনা করেন। স্ত্রী খুবই সন্তুষ্ট হন এবং নিজ স্বামীকে বুঝাতে সক্ষম হন। মুহাম্মাদ ইবনে সউদ নিজে ইবনে সুয়াইলামের

ঘরে গিয়ে ইমামকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করেন, প্রয়োজনীয় সম্মান ও সহযোগিতার আশ্বাস দেন এবং নিজে শায়খ এর হাতে বাই'আত করেন। অবশেষে উমাইনা থেকে ইমামের অনুসারীরা দলে দলে দিরইয়ায় হিজরত করে আসতে থাকে।

এতে ভবিষ্যতে নিজ দেশে আক্রমণের আশংকায় উসমান দিরাইয়ার কতিপয় বুজুর্গ ব্যক্তিদের সমভিব্যাহারে ইমামের সাথে দেখা করেন এবং পুনরায় তাঁকে উমাইনা যেতে অনুরোধ করায় মুহাম্মাদ ইবনে সউদ তা নাকচ করে দেন এবং তিনি দিরইয়ায় স্থায়ীভাবে দাওয়াতী কাজের ভিত্তি স্থাপন করেন। তিনি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে কাজী, আলেম ও অন্যান্য গণ্যমান্য লোকদের প্রতি সঠিক ইসলাম গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি ৯২ বছর বয়সে ১২০৬ হিজরীর জিলক্বদ মাসে ইন্তেকাল করেন।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাব অসংখ্য রচনা করেন। তিনি নিজে কোন মাজহাব সৃষ্টি করেননি। তাই ওহাবী বলে কাউকে সম্বোধন করা অর্থহীন। কেননা তাঁর নাম মুহাম্মাদ। তাঁর পিতা আব্দুল ওহাব কোন সংস্কার কাজ করেননি। তাই ওহাবী দ্বারা নুতন একটা দল বুঝানোর কোন মানে হয় না। তিনি নিজে হাম্বলী মাজহাবের অনুসারী ছিলেন। তবে অন্ধভাবে কোন কিছু অনুসরণ করেননি।

শায়খ মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওহাবের বিরুদ্ধে নিম্নোক্ত অভিযোগ উপস্থাপন করা হয় ঃ

১. শায়খ সমস্ত মুসলমানদের কাফের ও মুশরিক মনে করেন।

২. কবর পূজা, মিনার পূজা ও পাথর পূজা বন্ধ করে দিয়েছিলেন।

৩. গায়রুল্লাহর নামে জবাইকৃত পশু ও নজর-নিয়াজ হারাম করেছেন।

৪. আল্লাহ ছাড়া আল্লাহর নিকট পৌছার অন্যান্য মাধ্যম এবং আউলিয়ার নিকট সাহায্য চাওয়া ও প্রার্থনা করাকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

৫. শায়খ নিজের বিরোধী লোকদের সাথে যুদ্ধ করেছেন।

যাই হোক, তার বিরুদ্ধে অগণিত অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। অথচ তিনি ইসলামের নামে যে সব কুসংস্কার চলছিল, তার বিরুদ্ধেই প্রধানত রুখে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার এ সংস্কার আন্দোলনের ফলে নজ্দ থেকে বিদ্'আত উচ্ছেদ হয় এবং বর্তমান সৌদি আরব অগণিত বিদ'আত থেকে মুক্তি লাভ করে।

সূচিপত্র

কিতাবুত তাওহীদ

প্রথম অধ্যায়

তাওহীদ

১. আল্লাহ্ তা'আলা এরশাদ করেছেন–

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ .

"আমি জ্বীন এবং মানব জাতিকে একমাত্র আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।" (সূরা যারিয়াত : আয়াত–৫৬)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো এরশাদ করেছেন–

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِىْ كُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلاً اَنِ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ .

"আর আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। [তাঁর মাধ্যমে এ নির্দেশ দিয়েছি] তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করো; আর তাগুতকে বর্জন করো।" (সূরা নাহ্ল : আয়াত-৩৬)

৩. আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلآَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا .

"তোমার প্রতিপালক এ নির্দেশ দিয়েছেন যে তাঁকে ছাড়া তোমরা আর কারো ইবাদত করো না। আর মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করো"।

(সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরা) :আয়াত নং ২৩)

৪. সূরা নিসাতে আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেছেন,

وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ۔

"তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো। আর তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার সাব্যস্ত করো না।" (সূরা নিসা : আয়াত-৩৬)

৫. সূরা আন'আমে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন–

قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا۔

"হে মুহাম্মদ! বলো, (হে আহলে কিতাব!) তোমরা এসো তোমাদের রব তোমাদের জন্য যা হারাম করে দিয়েছেন তা পড়ে শুনাই। আর তা হচ্ছে এই, "তোমরা তাঁর সাথে কোনো কিছুকেই শরীক করবে না।"

(সূরা আন'আম: আয়াত– '১৫১)

৬. ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন–

مَنْ اَرَادَ اَنْ يَنْظُرَ اِلٰى وَصِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ الَّتِىْ عَلَيْهَا خَاتَمُهُ فَلْيَقْرَاْ قَوْلَهُ : قُلْ تَعَالَوْا اَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ اَلاَّ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا ..... وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا ۔

"যে ব্যক্তি মুহাম্মদ ﷺ-এর মোহরাঙ্কিত অসিয়ত দেখতে চায়, সে যেন আল্লাহ্ তা'আলার এ বাণী পড়ে নেয়, "হে মুহাম্মদ! বলো, তোমাদের রব তোমাদের ওপর যা হারাম করেছেন তা পড়ে শুনাই। আর তা হলো, তোমরা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না . . . . আর এটাই হচ্ছে আমার সরল, সোজা পথ"।

৭. সাহাবী মু'আয বিন জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ এর পিছনে একটি গাধার পিঠে বসেছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন,

يَا مُعَاذُ اَتَدْرِىْ مَا حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ حَقُّ اللّٰهِ عَلَى الْعِبَادِ اَنْ يَعْبُدُوْهُ وَلاَ يُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَحَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللّٰهِ اَلاَّ يُعَذِّبَ مَنْ لاَ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا، قُلْتُ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَفَلاَ اُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قَالَ : لاَ تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوْا ـ

"আমি একটি গাধার পিঠে মহানবী ﷺ-এর পেছনে (আরোহী হয়ে) বসেছিলাম। তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বললেন, "হে মু'আয! তুমি কি জানো, বান্দার ওপর আল্লাহর কি অধিকার রয়েছে? আর আল্লাহর ওপর বান্দার কি অধিকার আছে? আমি বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বললেন, বান্দার ওপর আল্লাহর হক হচ্ছে তারা তাঁরই ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না। আর আল্লাহর ওপর বান্দার হক হচ্ছে "যারা তাঁর সাথে কাউকে শরীক করবে না, তাহলে তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন না।" আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! আমি কি এ সুসংবাদ লোকদেরকে জানিয়ে দেব না? তিনি বললেন, তুমি তাদেরকে এ সুসংবাদ দিও না, তাহলে তারা ইবাদত ছেড়ে দিয়ে [আল্লাহর ওপর ভরসা করে] হাত গুটিয়ে বসে থাকবে।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২৬৭, ২৮৫৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২০)

এ অধ্যায় থেকে ২৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. জ্বীন ও মানব জাতি সৃষ্টির রহস্য।

২. ইবাদতই হচ্ছে তাওহীদ। কারণ এটা নিয়েই বিবাদ ও দ্বন্দ্ব।

৩. যার তাওহীদ ঠিক নেই, তার ইবাদতও ঠিক নেই। এ কথার মধ্যে وَلَآ اَنْتُمْ عَابِدُوْنَ مَآ اَعْبُدُ এর অর্থ নিহিত আছে।

৪. রাসূল পাঠানোর অন্তর্নিহিত হিকমত বা রহস্য।

৫. সকল উম্মতই রিসালাতের আওতাধীন ছিল।

৬. আম্বিয়ায়ে কেরামের দ্বীন এক ও অভিন্ন।

৭. মূল কথা হচ্ছে, তাগুতকে অস্বীকার করা ব্যতীত ইবাদতের মর্যাদা অর্জন করা যায় না।

৮. আল্লাহর ইবাদত ব্যতীত আর যারই ইবাদত করা হয়, সেই তাগুত হিসেবে গণ্য।

৯. সালাফে-সালেহীনের কাছে সূরা আন'আমের উল্লেখিত তিনটি মুহকাম আয়াতের বিরাট মর্যাদার কথা জানা যায়। এতে দশটি বিষয়ের কথা রয়েছে।

এর প্রথমটিই হচ্ছে; শিরক নিষিদ্ধকরণ।

১০. সূরা ইস্রায় কতগুলো মুহকাম আয়াত রয়েছে এবং তাতে আঠারোটি বিষয়ের উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ বিষয়গুলোর সূচনা করেছেন তাঁর বাণী- لَاتَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُوْمًا مَّخْذُوْلًا এর মাধ্যমে, আর সমাপ্তি ঘোষণা করেছেন তাঁর বাণী-

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللّٰهِ اِلٰهًا اٰخَرَ فَتُلْقٰى فِىْ جَهَنَّمَ مَلُوْمًا مَّدْحُوْرًا۔

এর মাধ্যমে। সাথে সাথে আল্লাহ্ তা'আলা এ বিষয়টির সুমহান মর্যাদাকে উপলব্ধি করার জন্য তাঁর বাণী, ذٰلِكَ مِمَّا اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ-এর মাধ্যমে আমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছেন।

১১. সূরা নিসার 'আল- হুকুকুল আশারা' (বা দশটি হক) নামক আয়াতের কথা জানা গেল। যার সূচনা হয়েছে আল্লাহ তা'আলার বাণী, وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلَاتُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا এর মাধ্যমে। যার অর্থ হচ্ছে, তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো, আর তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না।

১২. রাসূল ﷺ-এর অন্তিমকালের অসিয়তের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন।

১৩. আমাদের ওপর আল্লাহ তাআলার হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

১৪. বান্দা যখন আল্লাহর হক আদায় করবে, তখন আল্লাহ্ তা'আলার ওপর বান্দার হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

১৫. অধিকাংশ সাহাবীই এ বিষয়টি জানতেন না।

১৬. কোন বিশেষ স্বার্থে এলেম (জ্ঞান) গোপন রাখার বৈধতা।

১৭. আনন্দদায়ক বিষয়ে কোন মুসলিমকে খোশখবর দেয়া মুস্তাহাব।

১৮. আল্লাহর অপরিসীম রহমতের ওপর ভরসা করে আমল বাদ দেয়ার ভয়।

১৯. اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ অজানা বিষয়ে জিজ্ঞাসিত ব্যক্তির [অর্থাৎ আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন] বলা।

২০. কাউকে বাদ রেখে অন্য কাউকে জ্ঞান দানে বিশেষিত করার বৈধতা।

২১. একই গাধার পিঠে পেছনে আরোহণকারীর প্রতি রাসূল ﷺ-এর দয়া ও নম্রতা প্রদর্শন।

২২. একই পশুর পিঠে একাধিক ব্যক্তি আরোহণের বৈধতা।

২৩. মু'আয বিন জাবাল (রা)-এর মর্যাদা।

২৪. আলোচিত বিষয়টির মর্যাদা ও মাহাত্ম্য।

দ্বিতীয় অধ্যায়

তাওহীদের মর্যাদা

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يَلْبِسُوْٓا اِيْمَانَهُمْ بِظُلْمٍ ـ

"যারা ঈমান এনেছে এবং ঈমানকে জুলুম (শিরক)-এর সাথে মিশ্রিত করেনি" [তাদের জন্যই রয়েছে শান্তি ও নিরাপত্তা]।

(সূরা আন'আম : আয়াত- ৮২)

২. সাহাবী উবাদা ইবনে সামেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ شَهِدَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَحْدَهٗ لاَ شَرِيْكَ لَهٗ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ وَاَنَّ عِيْسٰى عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ وَكَلِمَتُهٗ اَلْقَاهَا اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ مِنْهُ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ الْجَنَّةَ عَلٰى مَا كَانَ مِنَ الْعَمَلِ ـ

"যে ব্যক্তি এ কথা স্বীকার করল যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই। তিনি একক। তাঁর কোন শরীক নেই। মুহাম্মদ ﷺ তাঁর বান্দা ও রাসূল। ঈসা (আ) আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি তাঁর এমন এক কালিমা যা তিনি মরিয়াম (আ)-এর প্রতি প্রেরণ করেছেন এবং তিনি তাঁরই পক্ষ থেকে প্রেরিত রুহ্ বা আত্মা। জান্নাত সত্য জাহান্নাম সত্য। সে ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তাআলা জান্নাত দান করবেন, তার আমল যাই হোক না কেন।

(সহীহ্ বুখারী হাদীস নং ২৮; মুসলিম)

সাহাবী ইতবানের হাদিসে বর্ণিত আছে, ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদিসটি সংকলন করেছেন–

فَاِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلٰى مَنْ قَالَ : لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، يَبْتَغِىْ بِذٰلِكَ وَجْهَ اللّٰهِ .

“আল্লাহ্ তা'আলা এমন ব্যক্তির ওপর জাহান্নামের আগুন হারাম করে দিয়েছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বলেছে।' (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৬৪২৩; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৩৩,২৬৩)

৩. প্রখ্যাত সাহাবী আবু সাঈদ খুদরী (রা) রাসূল ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, তিনি ইরশাদ করেছেন, মূসা (আ) বললেন,

يَا رَبِّ عَلِّمْنِىْ شَيْئًا اَذْكُرُكَ وَاَدْعُوْكَ بِهِ قَالَ : قُلْ يَا مُوْسٰى لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، قَالَ : يَا رَبِّ كُلُّ عِبَادِكَ يَقُوْلُوْنَ هٰذَا، قَالَ : يَا مُوْسٰى، لَوْ اَنَّ السَّمٰوَاتِ السَّبْعَ وَعَامِرُهُنَّ غَيْرِىْ وَالْاَرْضِيْنَ السَّبْعَ فِىْ كَفَّةٍ وَلَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ فِىْ كَفَّةٍ، مَالَتْ بِهِنَّ لَاۤ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ .

“হে আমার রব! আমাকে এমন জিনিস শিক্ষা দিন যা দ্বারা আমি আপনাকে স্মরণ করব এবং আপনাকে ডাকব। আল্লাহ্ বললেন, ‘হে মূসা, তুমি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ বল। মূসা বললেন, “আপনার সব বান্দাই তো এটা বলে।” তিনি বললেন, “হে মূসা! আমি ব্যতীত সপ্তাকাশে যা কিছু আছে তা, আর সাত তবক যমীন যদি এক পাল্লায় থাকে আরেক পাল্লায় যদি শুধু লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ থাকে, তাহলে ‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ’-এর পাল্লাই বেশি ভারী হবে।”

(ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ২৩২৪; মুসতাদরাক হাকিম, ১ম খণ্ড ৫২৭; মুসনাদ আবী ইয়া'লা, হাদীস নং ১৩৯৩; ইমাম হাকিম এ হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।)

৪. বিখ্যাত সাহাবী আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, 'আমি রাসূল ﷺ কে এ কথা বলতে শুনেছি–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى يَا ابْنَ اٰدَمَ لَوْ اَتَيْتَنِىْ بِقُرَابِ الْاَرْضِ خَطَايَا ثُمَّ لَقِيْتَنِىْ لاَ تُشْرِكُ بِىْ شَيْئًا لَاَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً ـ

"আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "হে আদম সন্তান! তুমি দুনিয়া বোঝাই গুনাহ নিয়ে যদি আমার কাছে উপস্থিত হও, আর আমার সাথে কাউকে শরীক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর, তাহলে আমি দুনিয়া পরিমাণ মাগফিরাত নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসব"। (জামে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫৩; ইমাম তিরমিজী এটিকে হাসান বলেছেন।)

এ অধ্যায় থেকে ২০টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আল্লাহর অসীম করুণা।

২. আল্লাহর নিকট তাওহীদের অপরিসীম সওয়াব।

৩. গুনাহ সত্ত্বেও তাওহীদের দ্বারা পাপ মোচন।

৪. সূরা আল আনআমের ৮২ নং আয়াতের তাফসীর।

৫. উবাদা বিন সামেতের হাদীসে বর্ণিত পাঁচটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেয়া।

৬. উবাদা বিন সামেত এবং ইতবানের হাদীসকে একত্র করলে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহর অর্থ সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে এবং ধোকায় নিপতিত লোকদের ভুল সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

৭. ইতবান (রা) হতে বর্ণিত হাদীসে উল্লেখিত শর্তের ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

৮. লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর ফযীলতের ব্যাপারে সতর্কীকরণের প্রয়োজনীয়তা নবীগণের জীবনেও ছিল।

৯. সমগ্র সৃষ্টির তুলনায় এ কালেমার পাল্লা ভারী হওয়ার ব্যাপারে সতর্কীকরণ, যদিও এ কলেমার অনেক পাঠকের পাল্লা ইখলাসের সাথে পাঠ না করার কারণে হালকা হয়ে যাবে।

১০. সপ্তাকাশের মতো সপ্ত যমীন বিদ্যমান থাকার প্রমাণ।

১১. যমীনের মতো আকাশেও বসবাসকারীর অস্তিত্ব আছে।

১২. আল্লাহর সিফাত বা গুণাবলীকে ইতিবাচক বলে সাব্যস্ত করা যা আশ'আরী সম্প্রদায়ের চিন্তাধারার সম্পূর্ণ বিপরীত।

১৩. সাহাবী আনাস (রা)-এর হাদীস সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর ইতবান (রা)-এর হাদীসে বর্ণিত রাসূলﷺ-এর বাণী।

فَإِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنْ قَالَ : لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، يَبْتَغِي بِذَٰلِكَ وَجْهَ اللَّهِ.

এর মর্মার্থ হচ্ছে শিরক বর্জন করা। শুধু মুখে বলা এর উদ্দেশ্য নয়।

১৪. নবী ঈসা (আ) এবং মুহাম্মদﷺউভয়ই আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল হওয়ার বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করা।

১৫. "কালিমাতুল্লাহ" বলে ঈসা (আ) কে খাস করার বিষয়টি জানা।

১৬. ঈসা (আ) আল্লাহর পক্ষ থেকে রুহ (পবিত্র) আত্মা হওয়া সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১৭. জান্নাত ও জাহান্নামের প্রতি ঈমান আনার মর্যাদা।

১৮. আমল যাই হোক না কেন, এ কথার মর্মার্থ উপলব্ধি করা।

১৯. মিজানের দুটি পাল্লা আছে এ কথা জানা।

২০. আল্লাহর চেহারার উল্লেখ আছে, এ কথা জানা।

তৃতীয় অধ্যায়

তাওহীদের ওপরে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি বিনা হিসেবে জান্নাতে যাবে

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ كَانَ أُمَّةً قَانِتًا لِلّٰهِ حَنِيْفًا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ ـ

"নিশ্চয়ই ইবরাহীম ছিলেন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর হুকুম পালনকারী এক উম্মত বিশেষ এবং তিনি মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।"

(সূরা নাহল : আয়াত-১২০)

২. আল্লাহ্ তাআলা আরো ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُوْنَ ـ

"আর যারা তাদের রবের সাথে শিরক করে না" (সূরা মুমিনুন : আয়াত-৫৯)

৩. হুসাইন বিন আবদুর রহমান থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, একবার আমি সাঈদ বিন জুবাইরের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি বললেন, গতকাল রাত্রে যে নক্ষত্রটি ছিটকে পড়েছে তা তোমাদের মধ্যে কে দেখতে পেয়েছে? তখন বললাম, "আমি"। তারপর বললাম, 'বিষাক্ত প্রাণী দ্বারা দংশিত হওয়ার কারণে আমি সালাতে উপস্থিত থাকতে পারিনি'। (তিনি বললেন, 'তখন তুমি কি চিকিৎসা করেছ? বললাম "ঝাড়-ফুঁক করেছি"। তিনি বললেন, কিসে তোমাকে এ কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করেছে? [অর্থাৎ তুমি কেন এ কাজ করলে?] বললাম, 'একটি হাদীস' [এ কাজে উদ্বুদ্ধ করেছে] যা শা'বী আমাদের কাছে

বর্ণনা করেছেন। তিনি বললেন, তিনি তোমাদেরকে কি বর্ণনা করেছেন? বললাম, 'তিনি বুরাইদা বিন আল হুসাইব থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, চোখের দৃষ্টি বা চোখ লাগা এবং জ্বর ব্যতীত অন্য কোন রোগে ঝাড়-ফুঁক নেই।' তিনি বললেন, 'সে ব্যক্তিই উত্তম কাজ করেছে, যে শ্রুত জিনিস শেষ পর্যন্ত আমল করতে পেরেছে'। কিন্তু ইবনে আব্বাস (রা) রাসূল ﷺ থেকে আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

عَنْ حُصَيْنِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ فَقَالَ : اَيُّكُمْ رَاىَ الْكَوْكَبَ الَّذِى انْقَضَّ الْبَارِحَةَ؟ فَقُلْتُ : اَنَا، ثُمَّ قُلْتُ : اَمَا اِنِّىْ لَمْ اَكُنْ فِىْ صَلاَةٍ وَلٰكِنِّىْ لُدِغْتُ، قَالَ فَمَا صَنَعْتَ؟ قُلْتُ : ارْتَقَيْتُ، قَالَ : فَمَا حَمَلَكَ عَلٰى ذٰلِكَ، قُلْتُ : حَدِيْثٌ حَدَّثَنَاهُ الشَّعْبِىُّ، قَالَ : وَمَا حَدَّثَكُمْ، قُلْتُ : حَدَّثَنَا عَنْ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحَصِيْبِ اَنَّهُ قَالَ : لاَ رُقْيَةَ اِلاَّ مِنْ عَيْنٍ اَوْ حُمَّةٍ، قَالَ : قَدْ اَحْسَنَ مَنِ انْتَهٰى اِلٰى مَا سَمِعَ وَلٰكِنْ حَدَّثَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ اَنَّهُ قَالَ : عُرِضَتْ عَلَىَّ الْاُمَمُ فَرَاَيْتُ النَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّهْطُ وَالنَّبِىَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِىَّ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ اِذْ رُفِعَ لِىْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ، فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ اُمَّتِىْ فَقِيْلَ لِىْ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِىْ هٰذِهِ اُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ، ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ بَعْضُهُمْ :

فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِى الْاِسْلاَمِ فَلَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا
وَذَكَرُوْا شَيْئًا فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ
: هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى
رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ
يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ، قَالَ اَنْتَ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ، فَقَالَ :
اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِىْ مِنْهُمْ فَقَالَ : سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ .

"আমার সম্মুখে সমস্ত জাতিকে উপস্থাপন করা হলো। তখন আমি এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে অল্প সংখ্যক লোক রয়েছে। এরপর আরো একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে মাত্র দু'জন লোক রয়েছে। আবার এমন একজন নবীকে দেখতে পেলাম যার সাথে কোন লোকই নেই। ঠিক এমন সময় আমার সামনে এক বিরাট জনগোষ্ঠী পেশ করা হলো। তখন আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মত। কিন্তু আমাকে বলা হলো এরা হচ্ছে মূসা (আ) এবং তাঁর জাতি।

এরপর আরো একটি বিরাট জনগোষ্ঠীর দিকে আমি তাকালাম। তখন আমাকে বলা হলো, এরা আপনার উম্মত। এদের মধ্যে সত্তর হাজার লোক রয়েছে যারা বিনা হিসেবে এবং বিনা আযাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। একথা বলে তিনি দরবার থেকে উঠে বাড়ির অভ্যন্তরে চলে গেলেন। এরপর লোকেরা ঐ সব ভাগ্যবান লোকদের ব্যাপারে বিতর্ক শুরু করে দিল। কেউ বলল, তারা বোধ হয় রাসূল ﷺ-এর সাহচার্য লাভকারী ব্যক্তিবর্গ। আবার কেউ বলল, তারা বোধ হয় ইসলামী পরিবেশে অথবা মুসলিম মাতা-পিতার ঘরে জন্মগ্রহণ করেছে আর আল্লাহর সাথে তারা কাউকে শরীক করেনি। তারা এ ধরনের আরো অনেক কথা বলাবলি করল। অতঃপর রাসূল ﷺ তাদের মধ্যে উপস্থিত হলে বিষয়টি তাঁকে জানানো হলো। তখন তিনি বললেন,

هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَكْتَوُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ

"তারা হচ্ছে ঐ সব লোক যারা ঝাড়-ফুঁক করে না। পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভালো-মন্দ যাচাই করে না। শরীরে সেক বা দাগ দেয় না। আর তাদের রবের ওপর তারা ভরসা করে।" একথা শুনে ওয়াকাশা বিন মিহ্সান দাঁড়িয়ে বলল, আপনি আমার জন্য দোয়া করুন যেন আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে এ সৌভাগ্যবান ব্যক্তিদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন, আমি দোয়া করলাম, "তুমি তাদের দলভুক্ত"। অতঃপর অন্য একজন লোক দাঁড়িয়ে বলল, আল্লাহ্‌র কাছে আমার জন্যও দোয়া করুন যেন তিনি আমাকেও তাদের দলভুক্ত করে নেন। তিনি বললেন, "তোমার পূর্বেই ওয়াকাশা সে সুযোগ নিয়ে গেছে।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস ৫৭৫২, ৫৭০৫; সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২২০)

এ অধ্যায় থেকে ২২টি মাসয়ালা জানা যায়–

১. তাওহীদের ব্যাপারে মানুষের বিভিন্ন স্তরে অবস্থান সম্পর্কিত জ্ঞান।

২. নবী ইবরাহীম (আ) মুশরিক ছিলেন না বলে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা।

৩. বড় বড় বুযুর্গ ব্যক্তিগণ শিরকমুক্ত ছিলেন বলে আল্লাহ্ তা'আলার প্রশংসা।

৪. ঝাড়-ফুঁক এবং আগুনের দাগ পরিত্যাগ করা তাওহীদপন্থী হওয়ার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

৫. আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা বা তাওয়াক্কুলই বান্দার মধ্যে উল্লেখিত গুণ ও স্বভাবসমূহের সমাবেশ ঘটায়।

৬. বিনা হিসেবে জান্নাতে প্রবেশকারী সৌভাগ্যবান লোকেরা কোন আমল ব্যতীত উক্ত মর্যাদা লাভ করতে পারেননি, এটা জানার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের জ্ঞানের গভীরতা।

৭. মঙ্গল ও কল্যাণের প্রতি তাঁদের অপরিসীম আগ্রহ।

৮. সংখ্যা ও গুণাবলীর দিক থেকে উম্মতে মুহাম্মদীর ফযীলত।

৯. নবী মূসা (আ)-এর সাহাবীদের মর্যাদা।

১০. সব উম্মতকে রাসূলﷺ-এর সম্মুখে উপস্থিত করা হবে।

১১. প্রত্যেক উম্মতই নিজ নিজ নবীর সাথে পৃথকভাবে হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবে।

১২. নবীগণের আহ্বানে সাড়া দেয়ার মতো লোকের স্বল্পতা।

১৩. যে নবীর দাওয়াত কেউ গ্রহণ করেনি তিনি একাই হাশরের ময়দানে উপস্থিত হবেন।

১৪. এ জ্ঞানের শিক্ষা হচ্ছে, সংখ্যাধিক্যের দ্বারা ধোকা না খাওয়া আবার সংখ্যাল্পতার কারণে অবহেলা না করা।

১৫. চোখ-লাগা এবং জ্বরের চিকিৎসার জন্য ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি।

১৬. সালফে সালেহীনের জ্ঞানের গভীরতা।

قَدْ أَحْسَنَ مَنِ انْتَهَى إِلَى مَا سَمِعَ

"সে ব্যক্তিই ভালো কাজ করেছে যে নবী করীমﷺথেকে যা শুনেছে তাই আমল করেছে" এ কথাই এর প্রমাণ পেশ করে। তাই প্রথম হাদীস দ্বিতীয় হাদিসের বিরোধী নয়।

১৭. মানুষের মধ্যে যে গুণ নেই তার প্রশংসা থেকে সালফে সালেহীন বিরত থাকতেন।

১৮. (তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত) ওয়াকাশার ব্যাপারে একথা أَنْتَ مِنْهُمْ নবুওয়্যতেরই প্রমাণ পেশ করে।

১৯. ওয়াকাশা (রা)-এর মর্যাদা ও ফযীলত।

২০. কোন কথা সরাসরি না বলে হিকমত ও কৌশল অবলম্বন করা।

চতুর্থ অধ্যায়

শিরক সম্পর্কীয় ভীতি

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَغْفِرُ اَنْ يُّشْرَكَ بِهٖ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذٰلِكَ لِمَنْ يَّشَاءُ ـ

"নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাঁর সাথে শিরক করা গুনাহ্ মাফ করবেন না। শিরক ছাড়া অন্যান্য যে সব গুনাহ্ রয়েছে সেগুলো যাকে ইচ্ছা মাফ করে দিবেন।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৪৮)

২. ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্ আলাইহিস সালাম আল্লাহ্ তা'আলার কাছে এ দোয়া করেছিলেন–

وَاجْنُبْنِىْ وَبَنِىَّ اَنْ نَّعْبُدَ الْاَصْنَامَ ـ

"আমাকে এবং আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে রক্ষা করুন"।

(সূরা ইবরাহীম : আয়াত- ৩৫)

৩. এক হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَخْوَفُ مَا اَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الْاَصْغَرُ، فَسُئِلَ عَنْهُ فَقَالَ اَلرِّيَاءُ ـ

"আমি তোমাদের জন্য সে জিনিসটি সবচেয়ে বেশি ভয় করি তা হচ্ছে শিরকে আসগার অর্থাৎ ছোট শিরক। তাকে শিরকে আসগার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি উত্তরে বললেন, (ছোট শিরক হচ্ছে) "রিয়া" বা লোক দেখানো আমল। (আহমদ, ৫ম খণ্ড ৪২৮; মাজমাউয যাওয়ায়েদ, ১ম খণ্ড ১০২; মু'জামুল কাবীর ত্বাবরানী, হাদীস নং ৪৩০১)

৪. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে। সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (বুখারী হাদীস নং ৪৪৯৭)

৫. সাহাবী জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

عَنْ جَابِرٍ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ مَنْ لَقِىَ اللّٰهَ لاَ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يُشْرِكُ بِهٖ شَيْئًا دَخَلَ النَّارَ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আর যে ব্যক্তি তাঁর সাথে কাউকে শরীক করে মৃত্যুবরণ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৯৩)

এ অধ্যায় থেকে ১১টি মাসয়ালা জানা যায়

১. শিরককে ভয় করা।

২. রিয়া শিরকের মধ্যে শামিল।

৩. রিয়া হল ছোট শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৫. জান্নাত ও জাহান্নাম কাছাকাছি হওয়া।

৬. জান্নাত ও জাহান্নাম নিকটবর্তী হওয়ার বিষয়টি একই হাদীসে বর্ণিত হওয়া।

৭. আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক না করে মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তি জান্নাতে যাবে। পক্ষান্তরে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক বানিয়ে মৃত্যুবরণ করলে মৃত ব্যক্তি যত বড় আবেদই হোক না কেন সে জাহান্নামে যাবে।

৮. ইবরাহীম খলীল (আ)-এর দোয়ার প্রধান বিষয় হচ্ছে, তাঁকে এবং তাঁর সন্তানদেরকে মূর্তিপূজা তথা শিরক থেকে রক্ষা করা।

৯. (رَبِّ اِنَّهُنَّ اَضْلَلْنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ "হে আমার রব! এ মূর্তিগুলো বহু লোককে পথভ্রষ্ট করেছে।" এ কথা দ্বারা ইবরাহীম (আ) বহু লোকের অবস্থা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ করেছেন।

১০. এখানে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তাফসীর রয়েছে যা ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন।

১১. শিরক মুক্ত ব্যক্তির মর্যাদা।

পঞ্চম অধ্যায়

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু-এর প্রতি সাক্ষ্যদানের আহ্বান

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ هٰذِهٖ سَبِيْلِىْ اَدْعُوْآ اِلَى اللّٰهِ عَلٰى بَصِيْرَةٍ ـ

"(হে মুহাম্মদ!) আপনি বলে দিন, এটাই আমার পথ। পূর্ণ জ্ঞান ও প্রজ্ঞার সাথে আমি আল্লাহর দিকে আহ্বান জানাই।" (সূরা ইউসুফ : আয়াত-১০৮)

২. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ যখন মু'আয বিন জাবাল (রা)-কে ইয়ামানের শাসনকর্তা নিয়োগ করে পাঠালেন তখন [রাসূল ﷺ মু'আযকে লক্ষ্য করে] বললেন,

اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَلْيَكُنْ اَوَّلَ مَا تَدْعُوْهُمْ اِلَيْهِ شَهَادَةُ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ، وَفِىْ رِوَايَةٍ اِلٰى اَنْ يُوَحِّدُوا اللّٰهَ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدْ اِفْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُوْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ، فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْكَ لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ ـ

"তুমি এমন এক কাওমের কাছে যাচ্ছ যারা আহলে কিতাব। [যারা কোন আসমানী কিতাবে বিশ্বাসী] সর্বপ্রথম যে জিনিসের দিকে তুমি তাদেরকে আহ্বান জানাবে তা হচ্ছে, "লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহুর সাক্ষ্য দান"। অন্য বর্ণনায় আছে, আল্লাহর ওয়াহদানিয়্যাত বা একত্ববাদের স্বীকৃতি প্রদান। এ বিষয়ে তারা যদি তোমার আনুগত্য করে তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর দিনে-রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফরজ করে দিয়েছেন। এ ব্যাপারে তারা যদি তোমার কথা মেনে নেয় তবে তাদেরকে জানিয়ে দিও যে, আল্লাহ তা'আলা তাদের ওপর যাকাত ফরজ করে দিয়েছেন, যা বিত্তশালীদের কাছ থেকে নিয়ে গরীবদেরকে দেয়া হবে। তারা যদি এ ব্যাপারে তোমার আনুগত্য করে তবে তাদের উৎকৃষ্ট মালের ব্যাপারে তুমি খুব সাবধানে থাকবে। আর মজলুমের ফরিয়াদকে ভয় করে চলবে। কেননা মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ তা'আলার মাঝখানে কোন পর্দা নেই।"

(সহীহ বুখারী , হাদীস নং ১৪৫৮, ১৪৯৬, ২৪৪৮, ৪৩৪৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৯)

৩. সাহাল বিন সা'আদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ খাইবারের [যুদ্ধের] দিন বললেন–

لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ غَدًا رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ، فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا، فَلَمَّا اَصْبَحُوْا غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ كُلُّهُمْ يَرْجُوْنَ اَنْ يُعْطَاهَا، فَقَالَ : اَيْنَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ، فَقِيْلَ هُوَ يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ، فَاَرْسَلُوْا اِلَيْهِ فَاُتِىَ بِهٖ فَبَصَقَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهٗ فَبَرَاَ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهٖ وَجْعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ، فَقَالَ : اُنْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ

عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰهِ تَعَالٰى فِيْهِ، فَوَاللّٰهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِدًا خَيْرٌلَّكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ -

"আগামীকাল এমন ব্যক্তির কাছে আমি ঝাণ্ডা প্রদান করব যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসে। তার হাতে আল্লাহ্ তা'আলা বিজয় দান করবেন। কাকে ঝাণ্ডা প্রদান করা হবে এ উৎকণ্ঠা ও ব্যাকুলতার মধ্যে লোকজন রাত্রি যাপন করল। যখন সকাল হয়ে গেল তখন লোকজন রাসূল ﷺ-এর নিকট গেল তাদের প্রত্যেকেই আশা পোষণ করছিল যে, ঝাণ্ডা তাকেই দেয়া হবে, তখন তিনি বললেন, আলী বিন আবু তালিব কোথায়? বলা হলো, তিনি চক্ষুর পীড়ায় ভোগছেন। তাঁকে ডেকে আনার জন্য পাঠানো হল এবং তাকে নিয়ে আসা হল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তার চক্ষুদ্বয়ে নিজের মুখের পবিত্র লালা লাগিয়ে দিলেন এবং তার জন্য দু'আ করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভাল হয়ে গেলেন– এমন ভাল, যেন তার কোন ব্যথাই ছিল না। তিনি তাকে ঝাণ্ডা প্রদান করে বললেন, নিরুদ্বেগে (ভয়-লেশহীন চিত্তে) তুমি তাদের দিকে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হও, যে পর্যন্ত না তুমি তাদের আঙ্গীনায় পৌঁছে যাও। তারপর তাদেরকে ইসলামের প্রতি আহ্বান জানাও এবং আল্লাহ্ তা'আলার অধিকার, যা তাদের করণীয়, সে সম্পর্কে তাদেরকে অবহিত কর। আল্লাহ্র কসম! তোমার মাধ্যমে যদি আল্লাহ্ তা'আলা একটি লোককেও হিদায়াত করেন, তবে তা হবে তোমার জন্য লাল উটগুলো হতেও অধিক উত্তম।

(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৩৭০১; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ২৪০৬)

এ অধ্যায় থেকে কিছু ৩০টি মাসয়ালা জানা যায়

১. রাসূল ﷺ-এর অনুসরণকারীর নীতি ও পথ হচ্ছে আল্লাহ্র দিকে মানুষকে আহ্বান করা।

২. ইখলাসের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন করা। কেননা অনেক লোক হকের পথে মানুষকে আহ্বান জানালেও মূলত তারা নিজের নফস বা স্বার্থের দিকেই আহ্বান জানায়।

৩. তাওহীদের দাওয়াতের জন্য অন্তরদৃষ্টিসম্পন্ন জ্ঞান ও প্রজ্ঞা অপরিহার্য।

৪. উত্তম তাওহীদের প্রমাণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি গাল-মন্দ আরোপ করা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র থাকা।

৬. আল্লাহ্ তা'আলার প্রতি গাল-মন্দ আরোপ করা নিকৃষ্ট এবং শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৭. তাওহীদই হচ্ছে সর্ব প্রথম ওয়াজিব।

৮. সর্বাগ্রে এমন কি সালাতেরও পূর্বে তাওহীদের দায়িত্ব পালন করতে হবে।

৯. আল্লাহর ওয়াহ্‌দানিয়াতের অর্থ হচ্ছে, "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্" এর সাক্ষ্য প্রদান করা। অর্থাৎ "আল্লাহ্ তা'আলা ব্যতীত কোন ইলাহ্ নেই–" এ ঘোষণা দেয়া।

১০. একজন মানুষ আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও সে তাওহীদ সম্পর্কে অজ্ঞ থাকতে পারে কিংবা তাওহীদের জ্ঞান থাকলেও তা দ্বারা আমল নাও করতে পারে।

১১. শিক্ষা দানের প্রতি পর্যায়ক্রমে গুরুত্বারোপ।

১২. সর্বপ্রথম অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শুরু করা।

১৩. যাকাত প্রদানের খাত সম্পর্কিত জ্ঞান।

১৪. শিক্ষক কর্তৃক ছাত্রের সংশয় ও দ্বিধা-দ্বন্দ্ব উন্মোচন করা বা নিরসন করা।

১৫. যাকাত আদায়ের সময় বেছে বেছে উৎকৃষ্ট মাল নেয়ার প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

১৬. মজলুমের বদ দোয়া থেকে বেঁচে থাকা।

১৭. মজলুমের ফরিয়াদ এবং আল্লাহ্ তা'আলার মধ্যে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকার সংবাদ।

১৮. সাইয়্যিদুল মুরসালীন মুহাম্মদ ﷺ এবং বড় বড় বুযুর্গানে দ্বীনের ওপর যে সব দুঃখ-কষ্ট এবং কঠিন বিপদাপদ আপতিত হয়েছে তা তাওহীদেরই প্রমাণ পেশ করে।

১৯. "আমি আগামীকাল এমন একজনের হাতে পতাকা প্রদান করব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দান করবেন।" রাসূল ﷺ-এর এ উক্তি নবুওয়্যাতেরই একটি নিদর্শন।

.২০ আলী (রা)-এর চোখে থু থু প্রদানে চোখ আরোগ্য হয়ে যাওয়াও নবুওয়্যতের একটি নিদর্শন।

২১. আলী (রা)-এর মর্যাদা সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

.২২ আলী (রা)-এর হাতে পতাকা তুলে দেয়ার পূর্বে রাতে পতাকা পাওয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার মধ্যে রাত্রি যাপন এবং বিজয়ের সুসংবাদে আশ্বস্ত থাকার মধ্যে তাদের মর্যাদা নিহিত আছে।

২৩. বিনা প্রচেষ্টায় ইসলামের পতাকা তথা নেতৃত্ব লাভ করা আর চেষ্টা করেও তা লাভে ব্যর্থ হওয়া, উভয় অবস্থায়ই তাকদীরের প্রতি ঈমান রাখা।

২৪. "বীর পদক্ষেপে এগিয়ে যাও" রাসূল ﷺ-এর এ উক্তির মধ্যে ভদ্রতা ও শিষ্টাচার শিক্ষা দানের ইঙ্গিত রয়েছে।

২৫. যুদ্ধ শুরু করার পূর্বে ইসলামের দাওয়াত পেশ করা।

২৬. ইতোপূর্বে যাদেরকে ইসলামের দাওয়াত দেয়া হয়েছে এবং যাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হয়েছে তাদেরকেও যুদ্ধের আগে ইসলামের দাওয়াত দিতে হবে।

২৭. রাসূল ﷺ-এর বাণী হিকমত ও أَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ কৌশলের সাথে দাওয়াত পেশ করার ইঙ্গিত বহন করে।

২৮. দ্বীন ইসলামে আল্লাহর হক সম্পর্কে জ্ঞানার্জন।

২৯. আলী (রা)-এর হাতে একজন মানুষ হেদায়াতপ্রাপ্ত হওয়ার সওয়াব।

৩০. ফতোয়ার ব্যাপারে কসম করা।

ষষ্ঠ অধ্যায়

তাওহীদ এবং লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর সাক্ষ্য দানের ব্যাখ্যা

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

أُولَـٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَبْتَغُوْنَ إِلَى رَبِّهِمُ الْوَسِيْلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ.

"এসব মুশরিক লোকেরা যাদেরকে ডাকে তারা নিজেরাই তাদের রবের নৈকট্য লাভের আশায় অসীলার অনুসন্ধান করে (আর ভাবে) কোনটি সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী।" (সূরা বনী ইসরাঈল (ইসরা) : আয়াত- ৫৭)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন-

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِيْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ إِلَّا الَّذِيْ فَطَرَنِيْ.

"আর সে সময়ের কথা স্মরণ কর, যখন ইবরাহীম তার পিতা ও কওমের লোকদেরকে বলেছিলেন, তোমরা যার ইবাদত কর তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। আর আমার সম্পর্ক হচ্ছে কেবলমাত্র তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সূরা যুখরুফ : আয়াত-২৬)

৩. আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ঘোষণা করেছেন-

اِتَّخَذُوْٓا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ.

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে নিজেদের আলেম ও দরবেশ লোকদেরকে নিজেদের রব বানিয়ে নিয়েছে"। (সূরা তাওবা : আয়াত-৩১)

৪. আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ۔

"মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহ্ ছাড়া অপর কোন শক্তিকে আল্লাহ্র অংশীদার বা সমতুল্য হিসেবে গ্রহণ করে এবং তাকে এমনভাবে ভালোবাসে যেমনিভাবে একমাত্র আল্লাহ্কেই ভালোবাসা উচিত।"

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৫)

৫. সহীহ্ বুখারীতে বর্ণিত রয়েছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ۔

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্ [আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই] বলবে, আর আল্লাহ্ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে তার জান ও মাল হারাম [অর্থাৎ মুসলমানদের কাছে সম্পূর্ণ নিরাপদ] গোপন তৎপরতা ও অন্তরের কুটিলতা বা মুনাফিকির জন্য] তার শাস্তি আল্লাহ্র ওপরই ন্যস্ত।"

(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ২৩)

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করা হয়েছে। আর তা হচ্ছে তাওহীদ এবং শাহাদাতের তাফসীর। কয়েকটি সুস্পষ্ট বিষয়ের মাধ্যমে এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন–

ক. সূরা ইসরার আয়াত, এ আয়াতে সে সব মুশরিকদের সমুচিত জওয়াব দেয়া হয়েছে যারা বুযুর্গ ও নেক বান্দাদেরকে (আল্লাহকে ডাকার মতো) ডাকে। আর এটা যে 'শিরকে আকবার' এ কথার বর্ণনাও এখানে রয়েছে।

খ. সূরা তাওবার আয়াত। এতে আহলে কিতাব অর্থাৎ ইহুদি খ্রিস্টানরা আল্লাহকে বাদ দিয়ে তাদের আলেম ও দরবেশ ব্যক্তিদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করে নিয়েছে। আরো বর্ণনা করা হয়েছে যে, এক আল্লাহ্ ব্যতীত

অন্য কারো ইবাদত করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়নি। এর সুস্পষ্ট ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে, অন্যায় ও পাপ কাজে আলেম ও আবেদদের আনুগত্য করা যাবে না। তাদের কাছে দোয়াও করা যাবে না।

গ. কাফেরদেরকে লক্ষ্য করে ইবরাহীম খলীল (আ)-এর কথা-

إِنَّنِىْ بَرَآءٌ مِّمَّا تَعْبُدُوْنَ إِلاَّ الَّذِىْ فَطَرَنِىْ -

দ্বারা তাঁর রবকে যাবতীয় মা'বুদ থেকে আলাদা করেছেন। আল্লাহ তা'আলা এখানে এটাই বর্ণনা করেছেন যে (বাতিল মা'বুদ থেকে) পবিত্র থাকা আর প্রকৃত মা'বুদের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করাই হচ্ছে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর ব্যাখ্যা। তাই আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন,

وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِىْ عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ -

"আর ইবরাহীম এ কথাটি পরবর্তীতে তার সন্তানের মধ্যে রেখে গেল, যেন তারা তার দিকে ফিরে আসে।" (সূরা যুখরুফ : আয়াত-২৮)

ঘ. সূরা বাকারা কাফেরদের বিষয় সম্পর্কিত আয়াত। যাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন-

وَمَا هُمْ بِخَارِجِيْنَ مِنَ النَّارِ

"তারা কখনো জাহান্নাম থেকে বের হতে পারবে না।"

(সূরা বাকারা : আয়াত ১৬৭)

এখানে আল্লাহ তা'আলা উল্লেখ করেছেন যে, মুশরিকরা তাদের শরীকদেরকে (যাদেরকে তারা আল্লাহর সমকক্ষ বা অংশীদার মনে করে) আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই ভালোবাসে।

এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, তারা আল্লাহকে ভালোবাসে, কিন্তু এ ভালোবাসা তাদেরকে ইসলামে দাখিল করতে পারেনি। তাহলে আল্লাহর শরীককে যে ব্যক্তি আল্লাহর চেয়েও বেশি ভালোবাসে সে কিভাবে ইসলামকে গ্রহণ করবে। আর যে ব্যক্তি শুধুমাত্র শরীককেই

ভালোবাসে। আল্লাহর প্রতি তার কোন ভালোবাসা নেই তার অবস্থাই বা কি হবে?

৬. রাসূল ﷺ-এর বাণী–

مَنْ قَالَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَكَفَرَ بِمَا يُعْبَدُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَرُمَ مَالُهُ وَدَمُهُ وَحِسَابُهُ عَلَى اللّٰهِ ۔

"যে ব্যক্তি লা-ইলাহ ইল্লাল্লাহু বলবে আর আল্লাহ ব্যতীত যারই ইবাদত করা হয় তাকেই অস্বীকার করবে, তার ধন-সম্পদ ও রক্ত পবিত্র।"

অর্থাৎ জান, মাল, মুসলমানের কাছে নিরাপদ এ বাণী হচ্ছে– লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যাখ্যা। কারণ, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর শুধুমাত্র মৌখিক উচ্চারণ, শব্দসহ এর অর্থ জানা, এর স্বীকৃতি প্রদান, এমনকি শুধুমাত্র লা-শারীক আল্লাহকে ডাকলেই জান-মালের নিরাপত্তার নিশ্চয়তা পাওয়া যাবে না যতক্ষণ পর্যন্ত উক্ত কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর সাথে গাইরুল্লাহর ইবাদত তথা মিথ্যা মা'বুদগুলোকে অস্বীকার করার বিষয়টি সংযুক্ত না হবে। এতে যদি কোন প্রকার সন্দেহ, সংশয় কিংবা দ্বিধা সংকোচ পরিলক্ষিত হয় তাহলে জান-মাল ও নিরাপত্তার কোন নিশ্চয়তা নেই। অতএব, এটাই হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ বিষয়, সুস্পষ্ট বর্ণনা ও অকাট্য দলীল।

সপ্তম অধ্যায়

বালা মুসীবত দূর করা অথবা প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে রিং, তাগা [সুতা] ইত্যাদি পরিধান করা শিরক

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

قُلْ اَفَرَاَيْتُمْ مَا تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَنِىَ اللّٰهُ بِضُرٍّ هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهٖ ـ

[হে রাসূল!] আপনি বলে দিন, তোমরা কি মনে কর, আল্লাহ্ যদি আমার কোন ক্ষতি করতে চান তাহলে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত যাদেরকে ডাক, তারা কি তাঁর (নির্ধারিত) ক্ষতি হতে আমাকে রক্ষা করতে পারবে?

(সূরা যুমার : আয়াত-৩৮)

২. সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত আছে, নবী করীম ﷺ এক ব্যক্তির হাতে পিতলের একটি বালা দেখতে পেলেন তখন তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন-

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ (رضى) اَنَّ النَّبِىَّ ﷺ رَاى رَجُلاً فِىْ يَدِهٖ حَلَقَةً مِنْ صُفْرٍ، فَقَالَ : مَا هٰذِهٖ؟ قَالَ : مِنَ الْوَاهِنَةِ، فَقَالَ : اِنْزِعْهَا، فَاِنَّهَا لاَ تَزِيْدُكَ اِلاَّ وَهْنًا، فَاِنَّكَ لَوْ مُتَّ وَهِىَ عَلَيْكَ مَا اَفْلَحْتَ اَبَدًا ـ

এটা কি?" লোকটি বলল, এটা দুর্বলতা দূর করার জন্য দেয়া হয়েছে। তিনি বললেন, "এটা খুলে ফেল। কারণ এটা তোমার দুর্বলতাকেই শুধু বৃদ্ধি

করবে। আর এটা তোমার সাথে থাকা অবস্থায় যদি তোমার মৃত্যু হয়, তবে তুমি কখনো সফলকাম হতে পারবে না।

(আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪৪৫; ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ৩৫৩১; তবে, যঈফ সনদে বর্ণিত। শায়খ আলবানী প্রমুখ এ হাদীসটিকে যঈফ প্রমাণ করেছেন)

৩. উকবা বিন আমের (রা) হতে একটি "মারফু" হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عُقْبَةَ بِنْ عَامِرٍ مَرْفُوْعًا مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَلاَ اَتَمَّ اللّٰهُ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلاَ وَدَّعَ اللّٰهُ لَهُ . وَفِىْ رِوَايَةٍ : مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ .

যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলায় (পরিধান করে) আল্লাহ্ যেন তার আশা পূরণ না করেন। যে ব্যক্তি কড়ি, শঙ্খ বা শামুক ঝুলায় তাকে যেন আল্লাহ্ রক্ষা না করেন। (মুসনাদ আহমদ, পৃ. ১৫৪; তবে, হাদীসটি যঈফ সনদে বর্ণিত। শায়খ আলবানী প্রমুখ এ হাদীসটিকে যঈফ প্রমাণ করেছেন)

অপর একটি বর্ণনায় আছে– مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيْمَةً فَقَدْ اَشْرَكَ . যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো সে শিরক করল। (মুসনাদ আহমদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৬)

৪. ইবনে আবি হাতেম হুযাইফা থেকে বর্ণিত আছে যে–

وَلاِبْنِ اَبِىْ حَاتِمٍ عَنْ حُذَيْفَةَ اَنَّهُ رَاٰى رَجُلًا فِىْ يَدِهٖ خَيْطٌ مِنَ الْحُمّٰى فَقَعَهُ وَتَلَا قَوْلَهُ تَعَالٰى وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ .

জ্বর নিরাময়ের জন্য হাতে সুতা বা তাগা পরিহিত অবস্থায় একজন লোককে দেখতে পেয়ে তিনি সে সূতা কেটে ফেললেন এবং কুরআনের এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন–

وَمَا يُؤْمِنُ اَكْثَرُ هُمْ بِاللّٰهِ اِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُوْنَ .

তাদের অধিকাংশই আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও তারা মুশরিক।

(সূরা ইউসুফ : আয়াত –১০৬)

এ অধ্যায় থেকে ১১টি মাসয়ালা জানা যায়

১. রিং (বালা) ও সূতা ইত্যাদি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে পরিধান করার ব্যাপারে অত্যধিক কঠোরতা।

২. স্বয়ং সাহাবীও যদি এসব জিনিস পরিহিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন তাহলে তিনিও সফলকাম হতে পারবেন না। এতে সাহাবায়ে কেরামের এ কথারই প্রমাণ পাওয়া যায় যে, ছোট শিরক কবিরা গুনাহর চেয়েও মারাত্মক।

৩. অজ্ঞতার অজুহাত গ্রহণযোগ্য নয়।

৪. এটি তোমার দুর্বলতা ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করবে لَاتَزِدُكَ اِلاَّ وَهْنًا না।" এ কথা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে রিং বা সুতা পরিধান করার মধ্যে কোন কল্যাণ নেই বরং অকল্যাণ আছে।

৫. যে ব্যক্তি উপরিউক্ত কাজ করে তার কাজকে কঠোরভাবে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে।

৬. এ কথা সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের জন্য কোন কিছু (রিং সূতা) শরীরে লটকাবে তার কুফল তার ওপরই বর্তাবে।

৭. এ কথাও সুস্পষ্ট যে, যে ব্যক্তি রোগ নিরাময়ের উদ্দেশ্যে তাবিজ ব্যবহার করল সে মূলত শিরক করল।

৮. জ্বর নিরাময়ের জন্য সুতা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৯. সাহাবী হুযাইফা কর্তৃক কুরআনের আয়াত তেলাওয়াত করা দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, সাহাবায়ে কেরাম শিরকে আসগরের দলীল হিসেবে ঐ আয়াতকেই পেশ করেছেন যে আয়াতে শিরকে আকবার বা বড় শিরকের কথা রয়েছে। যেমনটি ইবনে আব্বাস (রা) সূরা বাকারার আয়াতে উল্লেখ করেছেন।

১০. নজর বা চোখ লাগা থেকে আরোগ্য লাভ করার জন্য শামুক, কড়ি, শঙ্খ ইত্যাদি লটকানো বা পরিধান করাও শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

১১. যে ব্যক্তি তাবিজ ব্যবহার করে তার ওপর বদদোয়া করা হয়েছে, 'আল্লাহ যেন তার আশা পূরণ না করেন।' আর যে ব্যক্তি শামুক, কড়ি বা শঙ্খ (গলায় বা হাতে) লটকায় তাকে যেন আল্লাহ রক্ষা না করেন।

অষ্টম অধ্যায়

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ সম্পর্কে

১. আবু বাশীর আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে–

فِى الصَّحِيْحِ عَنْ اَبِىْ بَشِيْرِ الْاَنْصَارِىِّ (رضى) اَنَّهٗ كَانَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِىْ بَعْضِ اَسْفَارِهٖ فَاَرْسَلَ رَسُوْلاً اَنْ لاَ يَبْقَيَنَّ فِىْ رَقَبَةِ بَعِيْرٍ قِلاَدَةٌ مِنْ وَتَرٍ اَوْ قِلاَدَةٌ اِلاَّ قُطِعَتْ ـ

তিনি একবার রাসূল ﷺ এর সফর সঙ্গী ছিলেন। এ সফরে রাসূল ﷺ একটি নির্দিষ্ট এলাকায় একজন দূত পাঠালেন। এর উদ্দেশ্য ছিল কোন উটের গলায় যেন ধনুকের কোন রজ্জু লটকানো না থাকে অথবা এ জাতীয় রজ্জু যেন কেটে ফেলা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩০০৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১১৫)

২. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "আমি রাসূল ﷺ কে একথা বলতে শুনেছি–

اِنَّ الرُّقٰى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ شِرْكٌ ـ

ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজ হচ্ছে শিরক।

(মুসনাদ আহমাদ, ১ম খণ্ড, পৃ. ৩১৮; সুনান আবু দাউদ হাদীস নং ৩৮৮৩)

৩. আবদুল্লাহ বিন হাকীম থেকে মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَكِيْمٍ مَرْفُوْعًا : مَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِّلَ اِلَيْهِ

"যে ব্যক্তি কোন জিনিস (অর্থাৎ তাবিজ-কবজ) লটকায় সে আল্লাহর জিম্মা হতে খারিজ হয়ে উক্ত জিনিসের দিকেই সমর্পিত হয়"। [অর্থাৎ এর কুফল তার ওপরই বর্তায়] (আহমদ, ৪/৩১০; জামি তিরমিযী, হাদীস নং ২০৭৬)

تَمَائِمُ বা তাবিজ হচ্ছে এমন জিনিস যা চোখ লাগা বা দৃষ্টি লাগা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য সন্তানদের গায়ে ঝুলানো হয়। ঝুলন্ত জিনিসটি যদি কুরআনের অংশ হয় তাহলে সালাফে সালেহীনের কেউ কেউ এর অনুমতি দিয়েছেন। আবার কেউ কেউ অনুমতি দেননি বরং এটাকে শরীয়ত কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয় বলে গণ্য করতেন। ইবনে মাসউদ (রা) এ অভিমতের পক্ষে রয়েছেন। আর رُقَى বা ঝাড়-ফুঁককে عَزَائِمُ নামে অভিহিত করা হয়। যে সব ঝাড়-ফুঁক শিরক মুক্ত তা দলিলের মাধ্যমে খাস করা হয়েছে। তাই রাসূল ﷺ চোখের দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষের ব্যাপারে ঝাড়-ফুঁকের অনুমতি দিয়েছেন।

تِوَلَةٌ এমন জিনিস যা কবিরাজদের বানানো। তারা দাবী করে যে, এ জিনিস [কবজ] দ্বারা স্ত্রীর অন্তরে স্বামীর ভালোবাসা আর স্বামীর অন্তরে স্ত্রীর ভালোবাসার উদ্রেক হয়। সাহাবী রুআইফি থেকে ইমাম আহমদ বর্ণনা করেন, তিনি [রুআইফি] বলেছেন, "রাসূল ﷺ আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন,

وَرَوٰى اَحْمَدُ عَنْ رُوَيْفِعٍ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ تَطُوْلُ بِكَ فَاَخْبِرِ النَّاسَ اَنَّ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهٗ اَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًا اَوِ اسْتَنْجٰى بِرَجِيْعِ دَابَّةٍ اَوْ عَظْمٍ فَاِنَّ مُحَمَّدًا بَرِىْءٌ مِّنْهُ -

হে রুআইফি, তোমার হায়াত সম্ভবত দীর্ঘ হবে। তুমি লোকজনকে জানিয়ে দিও, "যে ব্যক্তি দাড়িতে গিরা দিবে, অথবা গলায় তাবিজ-কবজ ঝুলাবে অথবা পশুর মল কিংবা হাড় দ্বারা এস্তেঞ্জা করবে, মুহাম্মদ ﷺ তার জিম্মাদারী থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত।

(মুসনাদ আহমদ, ৪/১০৭, ১০৯; সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৩৬)

সাঈদ বিন জুবাইর থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : مَنْ قَطَعَ تَمِيْمَةً مِنْ اِنْسَانٍ كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ - رَوَاهُ وَكِيْعٌ، وَلَهُ عَنْ اِبْرَاهِيْمَ قَالَ : كَانُوْا يَكْرَهُوْنَ التَّمَائِمَ كُلَّهَا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَغَيْرِ الْقُرْاٰنِ .

"যে ব্যক্তি কোন মানুষের তাবিজ-কবজ ছিঁড়ে ফেলবে বা কেটে ফেলবে সে ব্যক্তি একটি গোলাম আযাদ করার মতো কাজ করল।" (ওয়াকী) ইবরাহীম থেকে বর্ণিত হাদীসে তিনি বলেন, তাঁরা সব ধরনের তাবীজ-কবজ অপছন্দ করতেন, চাই তার উৎস কুরআন হোক বা অন্য কিছু হোক।

(মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, হাদীস নং ৩৫১৮)

এ অধ্যায় থেকে ৯টি মাসয়ালা জানা যায়

১. ঝাড়-ফুঁক ও তাবিজ-কবজের ব্যাখ্যা।

২. "তিওয়ালাহ" এর ব্যাখ্যা।(تِوَلَةٌ)

৩. কোন ব্যতিক্রম ছাড়াই উপরিউক্ত তিনটি বিষয় শিরক এর অন্তর্ভুক্ত।

৪. সত্যবাণী তথা কুরআনের সাহায্যে (চোখের) দৃষ্টি লাগা এবং সাপ বিচ্ছুর বিষ নিরাময়ের জন্য ঝাড়–ফুঁক করা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫. তাবিজ-কবজ কুরআন থেকে হলে তা শিরক হওয়া না হওয়ার ব্যাপারে আলেমদের মধ্যে মতভেদ রয়েছে।

৬. খারাপ দৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য পশুর রশি বা অন্য কিছু ঝুলানো শিরকের অন্তর্ভুক্ত।

৭. যে ব্যক্তি ধনুকের রজ্জু গলায় ঝুলায় তার ওপর কঠিন অভিসম্পাত।

৮. কোন মানুষের তাবিজ-কবজ ছিঁড়ে ফেলা কিংবা কেটে ফেলার ফযীলত।

৯. ইবরাহীমের কথা পূর্বোক্ত মতভেদের বিরোধী নয়। কারণ এর দ্বারা আব্দুল্লাহর সঙ্গী-সাহাবীদেরকে বুঝানো হয়েছে।

ফর্মা–৪: কিতাবুত তাওহীদ

নবম অধ্যায়

গাছ ও পাথর ইত্যাদি দ্বারা বরকত লাভ করা

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ـ

"তোমরা কি (পাথরের তৈরি মূর্তি) 'লাত' আর "উয্যা" দেখেছ?"

(সূরা আন নাজম : আয়াত-১৯)

عَنْ اَبِى وَاقِدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ اِلٰى حُنَيْنٍ وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، وَلِلْمُشْرِكِيْنَ سِدْرَةٌ يَعْكُفُوْنَ عِنْدَهَا وَيَنُوْطُوْنَ بِهَا اَسْلِحَتَهُمْ يُقَالُ لَهَا ذَاتُ اَنْوَاطٍ، فَمَرَرْنَا بِسِدْرَةٍ فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اجْعَلْ لَنَا ذَاتَ اَنْوَاطٍ كَمَا لَهُمْ ذَاتُ اَنْوَاطٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَللّٰهُ اَكْبَرُ، اِنَّهَا السُّنَنُ قُلْتُمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ لِمُوْسٰى اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ، لَتَرْكَبُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ ـ

২. আবু ওয়াকিদ আল-লাইসী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে হুনাইনের (যুদ্ধের) উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলাম। আমরা তখন সবেমাত্র ইসলাম গ্রহণ করেছি (নও মুসলিম)। একস্থানে পৌত্তলিকদের একটি কুলগাছ ছিল যার চারপাশে তারা বসত এবং তাদের

সমরাস্ত্র ঝুলিয়ে রাখত। গাছটিকে তারা ذَاتُ اَنْوَاطٍ (যাত আনওয়াত) বলত। আমরা একদিন একটি কুলগাছের পার্শ্ব দিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন আমরা রাসূল ﷺ-কে বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! মুশরিকদের যেমন "যাতু আনওয়াত" আছে আমাদের জন্যও অনুরূপ "যাতু আনওয়াত" (অর্থাৎ একটি গাছ) নির্ধারণ করে দিন। তখন রাসূল ﷺ বললেন,

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِنَّهَا السُّنَنُ، قُلْتُمْ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ كَمَا قَالَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلُ لِمُوْسٰى اجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ ـ

"আল্লাহু আকবার, তোমাদের এ দাবিটি পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি ছাড়া আর কিছুই নয়। যার হাতে আমার জীবন তাঁর কসম করে বলছি, তোমরা এমন কথাই বলেছ যা বনী ইসরাঈল মূসা (আ)-কে বলেছিল। তারা বলেছিল–

اِجْعَلْ لَّنَا اِلٰهًا كَمَا لَهُمْ اٰلِهَةٌ قَالَ اِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُوْنَ ـ

"হে মূসা! মুশরিকদের যেমন মা'বুদ আছে আমাদের জন্য তেমন মা'বুদ বানিয়ে দাও। মূসা (আ) বললেন, তোমরা মূর্খের মতো কথাবার্তা বলছ" (আরাফ; ১৩৮)। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতিই অবলম্বন করছ। (জামি তিরমিযী, হাদীস ২১৮; মুসনাদ আহমদ, ৫/২১৮; তিরমিযী এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ বলে আখ্যায়িত করেছেন।

এ অধ্যায় থেকে ২২টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা নাজম এর اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى-এর তাফসীর।

২. সাহাবায়ে কেরামের কাঙ্ক্ষিত বিষয়টির পরিচয়।

৩. তারা (সাহাবায়ে কেরাম) শিরক করেননি।

৪. তাঁরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চেয়েছিলেন এ কথা ভেবে যে, আল্লাহ তা (কাঙ্ক্ষিত বিষয়টি) পছন্দ করেন।

৫. সাহাবায়ে কেরামই যদি এ ব্যাপারে অজ্ঞ থাকেন তাহলে অন্য লোকেরা তো এ ব্যাপারে আরো বেশি অজ্ঞ থাকবে।

৬. সাহাবায়ে কেরামের জন্য যে অধিক সওয়াব দান ও গুনাহ মাফের ওয়াদা রয়েছে অন্যদের ব্যাপারে তা নেই।

৭. রাসূল ﷺ সাহাবায়ে কেরামের কাছে অপারগতার কথা বলেননি বরং তাঁদের কথার শক্ত জবাব এ কথার মাধ্যমে দিয়েছেন

اَللّٰهُ اَكْبَرُ اِنَّهَا السُّنَنُ لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ -

"আল্লাহু আকবার নিশ্চয়ই এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি। তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের নীতি অনুসরণ করছ।" উপরিউক্ত তিনটি কথার দ্বারা বিষয়টি অধিক গুরুত্ব লাভ করেছে।

৮. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে "উদ্দেশ্য"। এখানে এ কথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের দাবি মূলত মূসা (আ)-এর কাছে বনী ইসরাইলের মা'বুদ বানিয়ে দেয়ার দাবিরই অনুরূপ ছিল।

৯. রাসূল ﷺ কর্তৃক না সূচক জবাবের মধ্যেই তাঁদের জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ-এর" মর্মার্থ অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে নিহিত আছে।

১০. রাসূল ﷺ ফতোয়া দানের ব্যাপারে "হলফ" করেছেন।

১১. শিরকের মধ্যে 'আকবার' ও 'আসগার' রয়েছে। কারণ, তাঁরা এর দ্বারা দ্বীন থেকে বের হয়ে যাননি।

১২. "আমরা কুফরী যমানার খুব কাছাকাছি ছিলাম" [অর্থাৎ আমরা সবেমাত্র মুসলমান হয়েছি] এ কথার দ্বারা বুঝা যায় যে, অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম এ ব্যাপারে অজ্ঞ ছিলেন না।

১৩. আশ্চর্যজনক ব্যাপারে যারা 'আল্লাহু আকবার' বলা পছন্দ করে না, এটা তাদের বিরুদ্ধে একটা দলীল।

১৪. পাপের পথ বন্ধ করা।

১৫. জাহেলী যুগের লোকদের সাথে নিজেদের সামঞ্জস্যশীল করা নিষেধ।

১৬. শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন বোধে রাগ করা।

১৭. এটা পূর্ববর্তী লোকদের নীতি এ বাণী একটা চিরন্তন নীতি।اِنَّهَا السُّنَنُ।

১৮. রাসূল ﷺ যে সংবাদ বলেছেন, বাস্তবে তাই ঘটেছে। এটা নবুয়তেরই নিদর্শন।

১৯. কুরআনে কারীমে আল্লাহ্ তাআলা ইহুদী ও খ্রিস্টানদের চরিত্র সম্পর্কে যে দোষ-ত্রুটির কথা বলেছেন, তা থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করার জন্যই বলেছেন।

২০. তাদের (আহলে কিতাবের) কাছে এ কথা স্বীকৃত যে ইবাদতের ভিত্তি হচ্ছে (আল্লাহ কিংবা রাসূলের) নির্দেশ। এখানে কবর সংক্রান্ত বিষয়ে সর্তকতা অবলম্বনের কথা বলা হয়েছে। مَنْ رَبُّكَ [তোমার রব কে?] দ্বারা যা বুঝানো হয়েছে তা সুস্পষ্ট। [অর্থাৎ আল্লাহ্ শিরক করার নির্দেশ না দেয়া সত্ত্বেও তুমি শিরক করেছ। তাহলে তোমার রব কে যার হুকুমে শিরক করেছ?] مَنْ نَبِيُّكَ (তোমার নবী কে?) এটা নবী কর্তৃক গায়েবের খবর (অর্থাৎ কবরে কি প্রশ্ন করা হবে এ কথা নবী ছাড়া কেউ বলতে পারে না। এখানে এ কথার দ্বারা বুঝানো হচ্ছে কে তোমার নবী? তিনি তো শিরক করার কথা বলেননি। তারপরও তুমি শিরক করেছ। তাহলে তোমার শিরক করার নির্দেশদাতা নবী কে?)

مَا دِيْنُكَ (তোমার দ্বীন কি?) এ কথা তাদের اِجْعَلْ لَنَا اِلٰهًا (আমাদের জন্যও ইলাহ ঠিক করে দিন) এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন করা হবে। (অর্থাৎ তোমার দ্বীনতো শিরক করার নির্দেশ দেয়নি তাহলে তোমাকে শিরকের নির্দেশ দানকারী দ্বীন কি?)

২১. মুশরিকদের রীতি-নীতির মতো আহলে কিতাবের (অর্থাৎ আসমানী কিতাব প্রাপ্তদের) রীতি-নীতিও দোষণীয়।

২২. যে বাতিল এক সময় অভ্যাসে পরিণত হয়ে গিয়েছিল তা পরিবর্তনকারী একজন নওমুসলিমের অন্তর পূর্বের সে অভ্যাস ও স্বভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত নয়। وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ (আমরা কুফরী যুগের খুব নিকটবর্তী ছিলাম বা নতুন মুসলমান ছিলাম) সাহাবীদের এ কথার দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়।

দশম অধ্যায়

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে যবেহ্ করা প্রসঙ্গে

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ - لَا شَرِيْكَ لَهٗ .

আপনি বলুন, আমার সালাত, আমার কোরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ (সবই) আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের উদ্দেশ্যে নিবেদিত, যার কোন শরীক নেই। (সূরা আন'আম : আয়াত- ১৬২)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন–

فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ -

"আপনি আপনার রবের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করুন এবং কোরবানী করুন। (সূরা কাউসার : আয়াত-২)

৩. আলী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "রাসূল ﷺ চারটি বিষয়ে আমাকে অবহিত করেছেন–

ক. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللّٰهِ যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর উদ্দেশ্যে (পশু) যবেহ্ করে তার ওপর আল্লাহর লা'নত।

খ. لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহর লা'নত।

গ. যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে আশ্রয় لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ اٰوٰى مُحْدِثًا দেয় তার ওপর আল্লাহর লা'নত।

ঘ. যে ব্যক্তি জমির সীমানা (চিহ্ন) لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْاَرْضِ পরিবর্তন করে তার ওপর আল্লাহর লা'নত।

(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১৯৭৮)

৪. তারিক বিন শিহাব কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

دَخَلَ الْجَنَّةَ رَجُلٌ فِىْ ذُبَابٍ وَدَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِىْ ذُبَابٍ قَالُوْا : وَكَيْفَ ذٰلِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : مَرَّ رَجُلَانِ عَلٰى قَوْمٍ لَهُمْ صَنَمٌ لَا يَجُوْزُهُ اَحَدٌ حَتّٰى يُقَرِّبَ لَهُ شَيْئًا. فَقَالُوْا لِاَحَدِ لِّهُمَا : قَرِّبْ، قَالَ : لَيْسَ عِنْدِى شَيْئٌ اُقَرِّبُ، قَالُوْا لَهُ : قَرِّبْ، وَلَوْ ذُبَابًا ، فَقَرَّبَ ذُبَابًا فَخَلُّوْا سَبِيْلَهُ فَدَخَلَ النَّارَ وَقَالُوْا لِلْاٰخَرِ قَرِّبْ، فَقَالَ : مَا كُنْتُ لِاُقَرِّبَ لِاَحَدٍ شَيْئًا دُوْنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَضَرَبُوْا عُنُقَهُ فَدَخَلَ الْجَنَّةَ ـ

"এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জান্নাতে প্রবেশ করেছে। আর এক ব্যক্তি একটি মাছির ব্যাপারে জাহান্নামে গিয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এমনটি কীভাবে হলো? তিনি বললেন, 'দু'জন লোক এমন একটি কওমের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল যার জন্য একটি মূর্তি নির্ধারিত ছিল। উক্ত মূর্তিকে কোন কিছু নযরানা বা উপহার না দিয়ে কেউ সে স্থান অতিক্রম করত না। উক্ত কওমের লোকেরা দু'জনের একজনকে বলল, 'মূর্তির জন্য তুমি কিছু নযরানা পেশ কর'। সে বলল, 'নযরানা দেয়ার মতো আমার কাছে কিছুই নেই'। তারা বলল, 'অন্তত একটা মাছি হলেও নযরানা স্বরূপ দিয়ে যাও'। অতঃপর সে একটা মাছি মূর্তিকে উপহার দিল। তারাও লোকটির পথ ছেড়ে দিল। এর ফলে মৃত্যুর পর সে জাহান্নামে গেল। অপর ব্যক্তিকে তারা

বলল, "মূর্তিকে তুমিও কিছু নযরানা দিয়ে যাও। সে বলল, 'একমাত্র আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কারো নৈকট্য লাভের জন্য আমি কাউকে কোন নযরানা দেই না' এর ফলে তারা তার গর্দান উড়িয়ে দিল। (শিরক থেকে বিরত থাকার কারণে) মৃত্যুর পর সে জান্নাতে প্রবেশ করল।" (মুসনাদ আহমদ, ১/২০৩)

এ অধ্যায় থেকে ১৩টি মাসয়ালা জানা যায়

১. قُلْ اِنَّ صَلَاتِىْ وَنُسُكِىْ -এর তাফসীর।

২. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ -এর তাফসীর।

৩. প্রথম অভিশপ্ত ব্যক্তি হচ্ছে গাইরুল্লাহ্র উদ্দেশ্যে পশু যবেহকারী।

৪. যে ব্যক্তি নিজ পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয় তার ওপর আল্লাহ্র লা'নত। এর মধ্যে এ কথাও নিহিত আছে যে তুমি কোন ব্যক্তির পিতামাতাকে অভিশাপ দিলে সেও তোমার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিবে।

৫. যে ব্যক্তি বিদ'আতীকে আশ্রয় দেয় তার ওপর আল্লাহ্র লা'নত। বিদ'আতী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যে দ্বীনের মধ্যে এমন কোন নতুন বিষয় আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে, যাতে আল্লাহ্র হক ওয়াজিব হয়ে যায়। এর ফলে সে এমন ব্যক্তির আশ্রয় চায় যে তাকে উক্ত বিষয়ের দোষ-ত্রুটি বা অশুভ পরিণতি থেকে রক্ষা করতে পারে।

৬. যে ব্যক্তি জমির সীমানা বা চিহ্ন পরিবর্তন করে তার ওপর আল্লাহ্র লা'নত। এটা এমন চিহ্নিত সীমানা যা তোমার এবং তোমার প্রতিবেশীর জমির অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করে। এটা পরিবর্তনের অর্থ হচ্ছে, তার নির্ধারিত স্থান থেকে সীমানা এগিয়ে আনা অথবা পিছনে নিয়ে যাওয়া।

৭. নির্দিষ্ট ব্যক্তির ওপর লা'নত এবং সাধারণভাবে পাপীদের ওপর লা'নতের মধ্যে পার্থক্য।

৮. এ গুরুত্বপূর্ণ কাহিনীটি মাছির কাহিনী হিসেবে পরিচিত।

৯. তার জাহান্নামে প্রবেশ করার কারণ হচ্ছে ঐ মাছি, যা নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দেয়ার কোন ইচ্ছা না থাকা সত্ত্বেও কওমের অনিষ্টতা হতে বাঁচার উদ্দেশ্যেই সে (মাছিটি নযরানা হিসেবে মূর্তিকে দিয়ে শিরকী) কাজটি করেছে।

১০. মুমিনের অন্তরে শিরকের [মারাত্মক ও ক্ষতিকর] অবস্থান সম্পর্কে জ্ঞান লাভ। নিহত (জান্নাতী) ব্যক্তি নিহত হওয়ার ব্যাপারে কিভাবে ধৈর্যের পরিচয় দিয়েছে। কিন্তু তাদের দাবির কাছে সে মাথা নত করেনি। অথচ তারা তার কাছে কেলমাত্র বাহ্যিক আমল ছাড়া আর কিছুই দাবি করেনি।

১১. যে ব্যক্তি জাহান্নামে গিয়েছে সে একজন মুসলমান। কারণ সে যদি কাফের হতো তাহলে এ কথা বলা হতো না دَخَلَ النَّارَ رَجُلٌ فِىْ ذُبَابٍ একটি মাছির ব্যাপারে সে জাহান্নামে প্রবেশ করেছে। (অর্থাৎ মাছি সংক্রান্ত শিরকী ঘটনার পূর্বে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য ছিল।)

১২. এতে সেই সহীহ্ হাদীসের পক্ষে সাক্ষ্য পাওয়া যায়, যাতে বলা হয়েছে,

اَلْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلَى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ ذٰلِكَ

"জান্নাত তোমাদের কোন ব্যক্তির কাছে তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটবর্তী। জাহান্নামও তদ্রূপ নিকটবর্তী।"

১৩. এটা জেনে নেয়া প্রয়োজন যে, অন্তরের আমলই হচ্ছে মূল উদ্দেশ্য। এমনকি মূর্তি পূজারীদের কাছেও এ কথা স্বীকৃত।

১১শ অধ্যায়

যে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্য ব্যতীত পশু যবেহ্ করা হয় সে স্থানে আল্লাহর উদ্দেশ্যে পশু যবেহ্ করা জায়েয নয়।

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا ـ

"হে নবী! আপনি কখনো সেখানে দাঁড়াবেন না।"

(সূরা তাওবাহ : আয়াত-১০৮)

২. সাহাবী সাবিত বিন আদ্দাহহাক (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন–

نَذَرَ رَجُلٌ اَنْ يَنْحَرَ اِبِلًا بِبُوَانَةَ، فَسَالَ النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ هَلْ كَانَ فِيْهَا وَثَنٌ مِنْ اَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ قَالُوْا : لَا، قَالَ فَهَلْ كَانَ فِيْهَا عِيْدٌ مِنْ اَعْيَادِهِمْ قَالُوْا لَا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ اَوْفِ بِنَذْرِكَ فَاِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِىْ مَعْصِيَةِ اللّٰهِ وَلَا فِيْمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ اٰدَمَ ـ

এক ব্যক্তি বুওয়ানা নামক স্থানে একটি উট কুরবানী করার জন্য মান্নত করল। তখন রাসূল ﷺ জিজ্ঞেস করলেন, "সে স্থানে এমন কোন মূর্তি ছিল কি, জাহেলী যুগে যার পূজা করা হতো"? সাহাবায়ে কেরাম বললেন, 'না,। তিনি বললেন, "সে স্থানে কি তাদের কোন উৎসব বা মেলা অনুষ্ঠিত হতো? "তাঁরা বললেন, 'না' (অর্থাৎ এমন কিছু হতো না) তখন রাসূল ﷺ বললেন, "তুমি তোমার মান্নত পূর্ণ করো।" তিনি আরো বললেন, "আল্লাহর

নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূর্ণ করা যাবে না। আদম সন্তান যা করতে সক্ষম নয় তেমন মান্নতও পূর্ণ করা যাবে না।

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৩১৩, সুনান কাবীরুল বায়হাকী, হাদীস নং ১/৮৩; হাদীসটির সনদ বুখারী ও মুসলিমের শর্তানুযায়ী সহীহ।)

এ অধ্যায় থেকে ১১টি মাসয়ালা জানা যায়

১. لَا تَقُمْ فِيْهِ اَبَدًا। -এর তাফসীর।

২. দুনিয়াতে যেমনিভাবে পাপের (ক্ষতিকর) প্রভাব পড়তে পারে, তেমনিভাবে (আল্লাহর) আনুগত্যের (কল্যাণময়) প্রভাবও পড়তে পারে।

৩. দুর্বোধ্যতা দূর করার জন্য কঠিন বিষয়কে সুস্পষ্ট ও সহজ বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া যায়।

৪. প্রয়োজন বোধে "মুফতী" জিজ্ঞাসিত বিষয়ের বিস্তারিত বিবরণ (প্রশ্ন কারীর কাছে) চাইতে পারেন।

৫. মান্নতের মাধ্যমে কোন স্থানকে খাস করা কোন দোষের বিষয় নয়, যদি তাতে শরিয়তের কোন বাধা-বিপত্তি না থাকে।

৬. জাহেলী যুগের মূর্তি থাকলে তা দূর করার পরও সেখানে মান্নত করতে নিষেধ করা হয়েছে।

৭. জাহেলী যুগের কোন উৎসব বা মেলা কোন স্থানে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকলে, তা বন্ধ করার পরও সেখানে মান্নত করা নিষিদ্ধ।

৮. এসব স্থানের মান্নত পূরণ করা জায়েয নয়। কেননা এটা অপরাধমূলক কাজের মান্নত।

৯. মুশরিকদের উৎসব বা মেলার সাথে কোন কাজ সাদৃশ্যপূর্ণ ও সাম স্যশীল হওয়ার ব্যাপারে খুব সাবধান থাকতে হবে।

১০. পাপের কাজে কোন মান্নত করা যাবে না।

১১. যে বিষয়ের ওপর আদম সন্তানের কোন হাত নেই সে বিষয়ে মান্নত পূর্ণ করা যাবে না।

১২শ অধ্যায়

আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য নামেমান্নত করা শিরক

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يُوْفُوْنَ بِالنَّذْرِ .

তারা মান্নত পূর্ণ করে। (সূরা ইনসান ঃ আয়াত-৭)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন–

وَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ اَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَذْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُهٗ .

তোমরা যা কিছু ব্যয় করেছ আর যে মান্নত মেনেছ, তা আল্লাহ্ ভালো করেই জানেন। (সূরা বাকারা : আয়াত–২৭০)

৩. সহীহ্ বুখারীতে আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ نَذَرَ اَنْ يُطِيْعَ اللّٰهَ فَلْيُطِعْهُ وَمَنْ نَذَرَ اَنْ يَعْصِيَ اللّٰهَ فَلَا يَعْصِهٖ

যে ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের কাজে মান্নত করে সে যেন তা পূর্ণ করার মাধ্যমে তাঁর আনুগত্য করে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত করে সে যেন তার নাফরমানী না করে। [অর্থাৎ মান্নত যেন পূর্ণ না করে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৬৯৬, ৬৭০০; সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৩২৮৯)

এ অধ্যায় থেকে ৩টি মাসয়ালা জানা যায়

১. নেক কাজে মান্নত পূর্ণ করা ওয়াজিব।

২. মান্নত যেহেতু আল্লাহর ইবাদত হিসেবে প্রমাণিত, সেহেতু গাইরুল্লাহর জন্য মান্নত করা শিরক।

৩. আল্লাহর নাফরমানীমূলক কাজে মান্নত পূরণ করা জায়েয নয়।

১৩শ অধ্যায়

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের আশ্রয় চাওয়া শিরক

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَاَنَّهٗ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْاِنْسِ يَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوْهُمْ رَهَقًا .

মানুষের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোক কতিপয় জ্বীনের কাছে আশ্রয় চেয়েছিল, এর ফলে তাদের (জ্বীনদের) গর্ব ও আহমিকা আরো বেড়ে গিয়েছিল। (সূরা জ্বীন : আয়াত-৬)

২. খাওলা বিনতে হাকীম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, "আমি রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, যে ব্যক্তি কোন মঞ্জিলে অবতীর্ণ হয়ে বলল–

اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

আমি আল্লাহ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ কালামের কাছে তাঁর সৃষ্টির সকল অনিষ্টতা থেকে আশ্রয় চাই।" তাহলে যতক্ষণ পর্যন্ত সে ঐ মঞ্জিল ত্যাগ না করবে ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছুই তার ক্ষতি করতে পারবে না। (মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে ৫টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা জ্বীনের ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

২. গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরকের মধ্যে গণ্য।

৩. হাদিসের মাধ্যমে এ বিষয়ের ওপর (অর্থাৎ গাইরুল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক) দলীল পেশ করা। উলামায়ে কেরাম উক্ত হাদীস দ্বারা এ প্রমাণ পেশ করেন যে, কালিমাতুল্লাহ অর্থাৎ "আল্লাহর কালাম" মাখলুক (সৃষ্টি) নয়। তাঁরা বলেন, 'মাখলুকের কাছে আশ্রয় চাওয়া শিরক।'

৪. সংক্ষিপ্ত হলেও উক্ত দোয়ার ফযীলত।

৫. কোন বস্তু দ্বারা পার্থিব উপকার হাসিল করা অর্থাৎ কোন অনিষ্ট থেকে তা দ্বারা বেঁচে থাকা কিম্বা কোন স্বার্থ লাভ, এ কথা প্রমাণ করে না যে, তা শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়।

১৪শ অধ্যায়

আল্লাহ ব্যতীত অন্যের সাহায্য চাওয়া অথবা দোয়া করা শিরক

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন—

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُوْنَ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَاِنْ فَعَلْتَ فَاِنَّكَ اِذًا مِّنَ الظّٰلِمِيْنَ ـ وَاِنْ يَّمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ ـ

"আল্লাহ ছাড়া এমন কোন সত্তাকে ডেকো না, যা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না এবং ক্ষতিও করতে পারবে না। যদি তুমি এমন কারো তাহলে নিশ্চয়ই তুমি জালিমদের অন্তর্ভুক্ত। আর আল্লাহ যদি তোমাকে কোন বিপদে ফেলেন, তাহলে একমাত্র তিনি ব্যতীত আর কেউ তা থেকে তোমাকে উদ্ধার করতে পারবে না। (সূরা ইউনুস : আয়াত-১০৬, ১০৭)

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন—

فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوْهُ ـ

আল্লাহর কাছে রিযিক চাও এবং তাঁরই ইবাদত করো।

(সূরা আনকাবুত : আয়াত-১৭)

৩. আল্লাহ তা'আলা অন্য এক আয়াতে ইরশাদ করেছেন—

وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَّا يَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

তার চেয়ে অধিক ভ্রান্ত আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ছাড়া এমন সত্তাকে ডাকে যে সত্তা কেয়ামত পর্যন্ত তার ডাকে সাড়া দিতে পারবে না। (সূরা আহকাফ : আয়াত-৫)

৪. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ ـ

বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির ডাকে কে সাড়া দেয় যখন সে ডাকে? আর কে তার কষ্ট দূর করে? (সূরা নামল : আয়াত- ৬২)

৫. ইমাম তাবরানী বর্ণনা করেছেন, নবী করীম ﷺ-এর যুগে এমন একজন মুনাফিক ছিল, যে মুমিনদেরকে কষ্ট দিত। তখন মুমিনরা পরস্পর বলতে লাগল, চল, আমরা এ মুনাফিকের অত্যাচার থেকে বাঁচার জন্য রাসূল ﷺ-এর সাহায্য চাই। নবী করীম ﷺ তখন বললেন–

كَانَ فِىْ عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ مُنَافِقٌ يُؤْذِى الْمُؤْمِنِيْنَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ : قُوْمُوْا بِنَا نَسْتَغِيْثُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ مِنْ هٰذَا الْمُنَافِقِ، فَقَالَ النَّبِىُّ ﷺ اِنَّهُ لاَ يُسْتَغَاثُ بِىْ وَاِنَّمَا يُسْتَغَاثُ بِاللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ ـ

আমার কাছে সাহায্য চাওয়া যাবে না। একমাত্র আল্লাহর কাছেই সাহায্য চাইতে হবে। আশ্রয় চাইতে হবে শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার সমীপে। (এ হাদীসটি যঈফ। হাদীসটির সনদে ইবনে লাহী'আহ নামক একজন দুর্বল বর্ণনাকারী আছে।

এ অধ্যায় থেকে ১৮টি মাসয়ালা জানা যায়

১. عَامٌ সাহায্য চাওয়ার সাথে দোয়াকে আত্ফ্ করার ব্যাপারটি কোন বস্তুকে خَاصٌ বস্তুর সাথে সংযুক্ত করারই নামান্তর।

২. আল্লাহর এ বাণীর তাফসীর। وَلاَ تَدْعُ مِنْ دُوْنَ اللّٰهِ

৩. গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া বা গাইরুল্লাহকে ডাকা 'শিরকে আকবার।'

৪. সবচেয়ে নেককার ব্যক্তিও যদি অন্যের সন্তুষ্টির জন্য গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য চায় বা দোয়া করে, তাহলেও সে জালিমদের অন্তর্ভুক্ত।

৫. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا এর পরবর্তী আয়াত অর্থাৎ كَاشِفَ لَهٗ اِلَّا هُوَ-এর তাফসীর ।

৬. গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করা কুফরী কাজ হওয়া সত্ত্বেও দুনিয়াতে এর কোন উপকারিতা নেই। [অর্থাৎ কুফরী কাজে কোন সময় দুনিয়াতে কিছু বৈষয়িক উপকারিতা পাওয়া যায়, কিন্তু গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করার মধ্যে দুনিয়ার উপকারও নেই]

৭. তৃতীয় আয়াত فَابْتَغُوْا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ। এর তাফসীর

৮. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কারো কাছে রিযিক চাওয়া উচিত নয়। যেমনিভাবে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে জান্নাত চাওয়া উচিত নয়।

৯. চতুর্থ আয়াত অর্থাৎ وَمَنْ اَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُوْ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَنْ لَايَسْتَجِيْبُ لَهٗ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-এর তাফসীর।

১০. যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে, তার চেয়ে বড় পথভ্রষ্ট আর কেউ নয়।

১১. যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর কাছে দোয়া করে সে গাইরুল্লাহ্ দোয়াকারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ অবচেতন থাকে, অর্থাৎ তার ব্যাপারে গাইরুল্লাহ্ সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে।

১২. مَدْعُوْ [মাদউ'] অর্থাৎ যাকে ডাকা হয় কিংবা যার কাছে দোয়া করা হয়, দোয়াকারীর প্রতি তার রাগ ও শত্রুতার কারণেই হচ্ছে ঐ দোয়া যা তার (গাইরুল্লাহার) কাছে করা হয়। (কারণ প্রকৃত মাদউ') কখনো এরকম শিরকী কাজের অনুমতি কিংবা নির্দেশ দেয়নি]।

১৩. গাইরুল্লাহকে ডাকার অর্থই হচ্ছে তার ইবাদত করা।

১৪. ঐ ইবাদতের মাধ্যমেই কুফরী করা হয়।

১৫. আর এটাই তার (গাইরুল্লাহর কাছে দোয়াকারীর) জন্য মানুষের মধ্যে সবচেয়ে পাপী ব্যক্তি হওয়ার একমাত্র কারণ।

১৬. أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ পঞ্চম আয়াত অর্থাৎ وَيَكْشِفُ السُّوءَ-এর তাফসীর।

১৭. বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে এই যে, মূর্তি পূজারীরাও একথা স্বীকার করে যে, বিপদগ্রস্ত, অস্থির ও ব্যাকুল ব্যক্তির ডাকে একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কেউ সাড়া দিতে পারে না। এ কারণেই তারা যখন কঠিন মুসিবতে পতিত হয়, তখন ইখলাসও আন্তরিকতার সাথে তারা আল্লাহকে ডাকে।

১৮. এর মাধ্যমে রাসূল ﷺ কর্তৃক তাওহীদের, সংরক্ষণ এবং আল্লাহ তা'আলার সাথে আদব-কায়দা রক্ষা করে চলার বিষয়টি জানা গেল।

১৫শ অধ্যায়

তাওহীদের মর্মকথা

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

أَيُشْرِكُوْنَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَّهُمْ يُخْلَقُوْنَ . وَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ لَهُمْ نَصْرًا .

তারা কি আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করে যারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না। বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট হয়। আর তারা তাদেরকে [মুশরিকদেরকে] কোন রকম সাহায্য করতে পারে না।

(সূরা আরাফ : আয়াত-১৯১-১৯২)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন–

وَالَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ مَا يَمْلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ .

তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে (উপকার সাধন অথবা মুসীবত দূর করার জন্য) ডাক তারা কোন কিছুরই মালিক নয়। (সূরা ফাতের : আয়াত-১৩)

৩. সহীহ বুখারীতে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, উহুদ যুদ্ধে নবী ﷺ আঘাত প্রাপ্ত হলেন এবং তাঁর সামনের দাঁত ভেঙ্গে গেল। তখন নবী ﷺ দুঃখ করে বললেন–

عَنْ اَنَسٍ (رضى) قَالَ شُجَّ النَّبِىُّ ﷺ يَوْمَ اُحُدٍ وَكُسِرَتْ رُبَاعِيَّتُهُ فَقَالَ : كَيْفَ يُفْلِحُ قَوْمٌ شَجُّوْا نَبِيَّهُمْ، فَنَزَلَتْ : لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ .

"সে জাতি কেমন করে কল্যাণ লাভ করবে, যারা তাদের নবীকে আঘাত দেয়"। لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ আয়াত নাযিল হলো। যার অর্থ হচ্ছে, (আল্লাহর) এ (ফায়সালার) ব্যাপারে আপনার কোন হাত নেই।'

(সূরা আলে-ইমরান: ১২৮/সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৯১; মুসনাদ আহমদ ৩/৯৯, ১৭৮)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি রাসূল ﷺ-কে ফজরের সালাতের শেষ রাকা'আতে রুকু থেকে মাথা উঠিয়ে سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ বলার পর এ কথা বলতে শুনেছেন اَللّٰهُمَّ الْعَنْ فُلَانًا وَفُلَانًا। "আল্লাহ তুমি অমুক, অমুক, (নাম উল্লেখ করে) ব্যক্তির ওপর তোমার লা'নত নাযিল কর।" তখন এ আয়াত নাযিল হয় لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ অর্থাৎ "এ বিষয়ে তোমার কোন এখতিয়ার নেই।" আরেক বর্ণনায় আছে, যখন রাসূল ﷺ সাফওয়ান ইবনে উমাইয়্যা এবং সোহাইল বিন আমর আল-হারিছ বিন হিশামের উপর বদদোয়া করেন তখন এ আয়াত لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ নাযিল হয়েছে।

৫. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ-এর ওপর যখন وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ নাযিল হলো তখন আমাদেরকে কিছু বলার জন্য দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন–

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ - أَوْ كَلِمَةً نَحْوَهَا - اِشْتَرُوْا أَنْفُسَكُمْ لَا أُغْنِىْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، يَا عَبَّاسَ ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ لَا أُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا، يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ لَا أُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا وَيَا فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِىْ مِنْ مَالِىْ مَا شِئْتِ لَا أُغْنِىْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا۔

হে কুরাইশ বংশের লোকেরা! (অথবা এ ধরনেরই কোন কথা বলেছেন) তোমরা তোমাদের জীবনকে খরিদ করে নাও। (শিরকের পথ পরিত্যাগ করতঃ তাওহীদের পথ অবলম্বন করার মাধ্যমে জাহান্নামের শাস্তি থেকে নিজেদেরকে বাঁচাও) আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমাদের কোন উপকারে আসব না। হে আব্বাস বিন আবদুল মোত্তালিব! আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার জন্য কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে রাসূলুল্লাহর ফুফু সাফিয়্যাহ, আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি আপনার কোন উপকার করতে সক্ষম নই। হে মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমা! আমার সম্পদ থেকে যা খুশী চাও। কিন্তু আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার করার ক্ষমতা আমার নেই। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৭৫৩, মুসনাদ আহমদ, ২/৩৬০)

এ অধ্যায় থেকে ১৩টি মাসয়ালা জানা যায়

১. এ অধ্যায়ে উল্লেখিত দু'টি আয়াতের তাফসীর।

২. উহুদ যুদ্ধের কাহিনী।

৩. সালাতে সাইয়্যেদুল মুরসালীন তথা বিশ্বনবী কর্তৃক "দোয়ায়ে কুনুত" পাঠ করা এবং নেতৃস্থানীয় সাহাবায়ে কেরাম কর্তৃক আমীন বলা।

৪. যাদের ওপর বদ দোয়া করা হয়েছে তারা কাফের।

৫. অধিকাংশ কাফেররা অতীতে যা করেছিল তারাও তাই করেছে। যেমন, নবীদেরকে আঘাত করা, তাঁদেরকে হত্যা করতে চাওয়া এবং একই বংশের লোক হওয়া সত্ত্বেও মৃত ব্যক্তির নাক, কান কাটা।

৬. لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ এ ব্যাপারে নবী ﷺ এর ওপর নাযিল হওয়া।

৭. এরপর তারা তাওবা করল। আল্লাহ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ أَوْ يُعَذِّبَهُمْ তাদের তাওবা কবুল করলেন, আর তারাও আল্লাহর ওপর ঈমান আনলো।

৮. বালা-মুসীবতের সময় দোয়া-কুনুত পড়া।

৯. যাদের ওপর বদ দোয়া করা হয়, সালাতের মধ্যে তাদের নাম এবং তাদের পিতার নাম উল্লেখ করে বদ দোয়া করা।

১০. "কুনুতে নাযেলায়" নির্দিষ্ট করে অভিসম্পাত করা।

১১. وَأَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْأَقْرَبِيْنَ নাযিল হওয়ার পর পর নবী জীবনের ঘটনা।

১২. ইসলামের দাওয়াত প্রচারের ক্ষেত্রে রাসূল ﷺ-এর অক্লান্ত পরিশ্রম।

১৩. রাসূল ﷺ তাঁর দূরবর্তী এবং নিকটাত্মীয়-স্বজনদের ব্যাপারে বলেছেন –

لَا أُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهَ شَيْئًا

আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে আমি তোমার সাহায্য করতে পারব না"।

এমনকি তিনি ফাতেমা (রা)-কেও লক্ষ্য করে বলেছিলেন–

يَا فَاطِمَةُ لَا أُغْنِىْ عَنْكَ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا

হে ফাতেমা! আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করার ব্যাপারে তোমার কোন উপকার আমি করতে সক্ষম হবো না।

তিনি নবীগণের নেতা হওয়া সত্ত্বেও নারীকুল শিরোমণির জন্য কোন উপকার করতে না পারার ঘোষণা দিয়েছেন। আর মানুষ যখন এটা বিশ্বাস করে যে, তিনি সত্য ছাড়া কিছুই বলেন না, তখন সে যদি বর্তমান যুগের কতিপয় খাস ব্যক্তিদের অন্তরে সুপারিশের মাধ্যমে অন্যকে বাঁচানোর ব্যাপারে যে ধ্যান-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে তার দিকে দৃষ্টিপাত করে, তাহলে তার কাছে তাওহীদের মর্মকথা এবং দ্বীন সম্পর্কে মানুষের অজ্ঞতার কথা সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়বে।

১৬শ অধ্যায়

ফেরেশতাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'আলার ওহী অবতরণের ভীতি

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ ـ

এমনকি শেষ পর্যন্ত যখন লোকদের অন্তর থেকে ভয়-ভীতি দূর হয়ে যাবে তখন তারা সুপারিশকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের রব কি জবাব দিয়েছেন? তারা বলবে, সঠিক জবাবই পাওয়া গিয়েছে আর তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ। (সূরা সাবা : আয়াত-২৩)

২. সহীহ্ বুখারীতে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

اِذَا قَضَى اللّٰهُ الْاَمْرَ فِى السَّمَاءِ ضَرَبَتِ الْمَلَائِكَةُ بِاَجْنِحَتِهَا خُضْعَانًا لِقَوْلِهٖ. كَاَنَّهٗ سِلْسِلَةٌ عَلٰى صَفْوَانٍ يَنْفُذُهُمْ ذٰلِكَ حَتّٰى اِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْبِهِمْ قَالُوْا مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِىُّ الْكَبِيْرُ - فَيَسْمَعُهَا مُسْتَرِقُ السَّمْعِ وَمُسْتَرِقُ السَّمْعِ هٰكَذَا بَعْضُهٗ فَوْقَ بَعْضٍ وَصَفَهٗ سُفْيَانُ بِكَفِّهٖ فَحَرَّفَهَا وَبَدَّدَ بَيْنَ اَصَابِعِهٖ فَيَسْمَعُ الْكَلِمَةَ فَيُلْقِيَهَا اِلٰى مَنْ تَحْتَهٗ ثُمَّ يُلْقِيْهَا الْاٰخَرُ اِلٰى مَنْ

تَحْتَهُ حَتّٰى يُلْقِيَهَا عَلٰى لِسَانِ السَّاحِرِ اَوِ الْكَاهِنِ فَرُبَّمَا اَدْرَكَهُ الشِّهَابُ قَبْلَ اَنْ يُلْقِيَهَا وَرُبَّمَا اَلْقَاهَا قَبْلَ اَنْ يُدْرِكَهُ فَيَكْذِبَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ، فَيُقَالُ : اَلَيْسَ قَدْ قَالَ لَنَا يَوْمَ كَذَا وَكَذَا فَيُصَدَّقُ بِتِلْكَ الْكَلِمَةِ الَّتِىْ سُمِعَتْ مِنَ السَّمَاءِ .

যখন আল্লাহ্ তা'আলা আকাশে কোন বিষয়ের ফয়সালা করেন, তখন তাঁর কথার সমর্থনে বিনয়াবনত হয়ে ফেরেশতারা তাদের ডানাগুলো নাড়াতে থাকে। ডানা নাড়ানোর আওয়াজ যেন ঠিক পাথরের উপর শিকলের আওয়াজ। তাদের অবস্থা এভাবেই চলতে থাকে। যখন তাদের অন্তর থেকে এক সময় ভয়-ভীতি দূর হয়ে যায়, তখন তারা বলে, তোমাদের রব তোমাদেরকে কি বলেছেন? তারা জবাবে বলে, আল্লাহ্ হক কথাই বলেছেন।

বস্তুতঃ তিনিই হচ্ছেন মহান ও শ্রেষ্ঠ। এমতাবস্থায় চুরি করে কথা শ্রবণকারীরা উক্ত কথা শুনে ফেলে। আর এসব কথা চোরেরা এভাবে পর পর অবস্থান করতে থাকে। এ হাদীসের বর্ণনাকারী সুফইয়ান বিন উয়াইনা চুরি করে কথা শ্রবণকারী (খাত চোর) দের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে হাতের তালু দ্বারা এর ধরন বিশ্লেষণ করেছেন এবং হাতের আঙ্গুলগুলো ফাঁক করে তাদের অবস্থা বুঝিয়েছেন। অতঃপর চুপিসারে শ্রবণকারী কথাগুলো শুনে তার নিজের ব্যক্তির কাছে পৌঁছে দেয়। শেষ পর্যন্ত এ কথা একজন যাদুকর কিংবা গণকের ভাষায় দুনিয়াতে প্রকাশ পায়। কোন কোন সময় গণক বা যাদুকরের কাছে উক্ত কথা পৌঁছানোর পূর্বে শ্রবণকারীর ওপর আগুনের তীর নিক্ষিপ্ত হয়। আবার কোন কোন সময় আগুনের তীর নিক্ষিপ্ত হওয়ার পূর্বেই সে কথা দুনিয়াতে পৌঁছে যায়। ঐ সত্য কথাটির সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে মিথ্যার বেশাতি করা হয়। অতঃপর শত মিথ্যার সাথে মিশ্রিত সত্য কথাটি যখন বাস্তবে রূপ লাভ করে তখন বলা হয়, অমুক-অমুক দিনে এমন এমন কথা কি তোমাদেরকে বলা হয়নি? এমতাবস্থায় আকাশে শ্রুত কথাটিকেই সত্যায়িত করা হয়। (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭০০)

৩. নাওয়াস বিন সামআন (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

إِذَا أَرَادَ اللّٰهُ تَعَالٰى أَنْ يُوْحِيَ بِالْأَمْرِ تَكَلَّمَ بِالْوَحْيِ أَخَذَتِ السَّمٰوَاتُ مِنْهُ رَجْفَةٌ . أَوْ قَالَ رِعْدَةٌ - شَدِيْدَةٌ خَوْفًا مِّنَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِذَا سَمِعَ ذٰلِكَ أَهْلُ السَّمٰوَاتِ صَعِقُوْا وَخَرُّوْا لِلّٰهِ سُجَّدًا فَيَكُوْنُ أَوَّلَ مَنْ يَّرْفَعُ رَأْسَهُ جِبْرِيْلُ فَيُكَلِّمُهُ اللّٰهُ مِنْ وَحْيِهِ بِمَا أَرَادَ ثُمَّ يَمُرُّ جِبْرِيْلُ عَلَى الْمَلَائِكَةِ كُلَّمَا مَرَّ بِسَمَاءٍ سَأَلَهُ مَلَائِكَتُهَا مَا ذَا قَالَ رَبُّنَا يَا جِبْرِيْلُ، فَيَقُوْلُ جِبْرِيْلُ : قَالَ الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ، فَيَقُوْلُوْنَ كُلُّهُمْ مِّثْلَ مَا قَالَ جِبْرِيْلُ بِالْوَحْيِ إِلٰى حَيْثُ أَمَرَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ .

আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন বিষয়ে অহী প্রেরণ করতে চান এবং অহীর মাধ্যমে কথা বলেন তখন আল্লাহ্ রাব্বুল ইজ্জতের ভয়ে সমস্ত আকাশ কেঁপে উঠে অথবা বিকট আওয়াজ করে। আকাশবাসী ফেরেশতাগণ এ বিকট আওয়াজ শুনে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। এ অবস্থা থেকে সর্বপ্রথম যিনি মাথা উঠান, তিনি হচ্ছেন জিবরাঈল তারপর আল্লাহ্ তা'আলা যা ইচ্ছা করেন অহীর মাধ্যমে জিবরাঈল এর সাথে কথা বলেন। জিবরাঈল এরপর ফেরেশতাদের পাশ দিয়ে যেতে থাকেন। যতবারই আকাশ অতিক্রম করতে থাকেন ততবারই উক্ত আকাশের ফেরেশতারা তাঁকে জিজ্ঞাসা করে, 'হে জিবরাঈল! আমাদের রব কি বলেছেন? জিবরাঈল উত্তরে বলেন, 'আল্লাহ্ হক কথাই বলেছেন, তিনিই মহান ও শ্রেষ্ঠ'। একথা শুনে তারা সবাই জিবরাঈল যা বলেছেন তাই বলে। তারপর আল্লাহ্ তা'আলা জিবরাঈলকে যেখানে অহী নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দেন সে দিকে চলে যান।

(এ হাদীসটি যঈফ। দ্র. তাখরীজুস্ সুন্নাহ আলবানী১/২২৭)

এ অধ্যায়ে ১০টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা সাবার ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২. এ আয়াতে রয়েছে শিরক বাতিলের প্রমাণ। বিশেষ করে সালেহীনের সাথে যে শিরককে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। এটিই সে আয়াত, যাকে অন্তর থেকে শিরক বৃক্ষের 'শিকড় কর্তনকারী' বলে আখ্যায়িত করা হয়।

৩. এ আয়াতের তাফসীর। قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ

৪. হক সম্পর্কে ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসার কারণ।

৫. 'এমন এমন কথা বলেছেন' এ কথার মাধ্যমে জিবরাঈল কর্তৃক জবাব প্রদান।

৬. সিজদারত অবস্থা থেকে সর্বপ্রথম জিবরাঈল কর্তৃক মাথা উঠানোর উল্লেখ।

৭. সমস্ত আকাশবাসীর উদ্দেশ্যে জিবরাঈল কথা বলবেন। কারণ তাঁর কাছেই তারা কথা জিজ্ঞাসা করে।

৮. বেহুঁশ হয়ে পড়ার বিষয়টি আকাশবাসী সকলের জন্যই প্রযোজ্য।

৯. আল্লাহর কালামের প্রভাবে সমস্ত আকাশ প্রকম্পিত হওয়া।

১০. জিবরাঈল আল্লাহর নির্দেশিত পথে অহি সর্বশেষ গন্তব্যে পৌছান।

১৭শ অধ্যায়

শাফা'আত (সুপারিশ)

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন−

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِيْنَ يَخَافُوْنَ أَنْ يُّحْشَرُوْا إِلٰى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِهِ وَلِيٌّ وَّلَا شَفِيْعٌ -

তুমি কুরআনের মাধ্যমে সে সব লোকদের ভয় দেখাও, যারা তাদের রবের সামনে উপস্থিত হওয়াকে ভয় করে। সেদিন তাদের অবস্থা এমন হবে যে, আল্লাহ ছাড়া তাদের কোন সাহায্যকারী বন্ধু এবং কোন শাফাআতকারী থাকবে না। (সূরা আন'আ'ম : আয়াত- ৫১)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন−

قُلْ لِّلّٰهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيْعًا -

আপনি বলুন, সমস্ত শাফা'আত কেবলমাত্র আল্লাহ্রই ইখতিয়ারভুক্ত।

(সূরা যুমার : আয়াত- ৪৪)

৩. আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন−

مَنْ ذَا الَّذِيْنَ يَشْفَعُ عِنْدَهٗ إِلَّا بِإِذْنِهِ .

তাঁর (আল্লাহ্র) অনুমতি ব্যতীত তাঁর দরবারে কে শাফা'আত (সুপারিশ) করতে পারে? (সূরা বাকারাহ: আয়াত-২৫৫)

৪. আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন-

وَكَمْ مِّنْ مَّلَكٍ فِى السَّمٰوَاتِ لَا تُغْنِىْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا اِلَّا مِنْ بَعْدِ اَنْ يَّأْذَنَ اللّٰهُ لِمَنْ يَّشَاءُ وَيَرْضٰى ـ

আকাশমণ্ডলে কতইনা ফেরেশতা রয়েছে। তাদের শাফা'আত কোন কাজেই আসবে না, তবে হ্যাঁ, তাদের শাফা'আত যদি এমন কোন ব্যক্তির পক্ষে হয় যার আবেদন শুনতে তিনি ইচ্ছা করবেন এবং তা পছন্দ করবেন।

(সূরা নাজম : আয়াত-২৬)

৫. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেন-

قُلِ ادْعُوا الَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُوْنَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِى الْاَرْضِ ـ

(হে মুহাম্মদ! মুশরিকদেরকে) বলো, তোমরা তোমাদের সে সব মা'বুদদেরকে ডেকে দেখো, যাদেরকে তোমরা আল্লাহ্ ব্যতীত নিজেদের মা'বুদ মনে করে নিয়েছ, তারা না আকাশের, না যমীনের এক অণু পরিমাণ জিনিসের মালিক। (সূরা সাবা : আয়াত-২২)

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়াহ (র) বলেন, মুশরিকরা আল্লাহ্ ছাড়া যার সাথে সম্পর্ক স্থাপন করেছে, তার সবই আল্লাহ্ তা'আলা অস্বীকার করেছেন।

গাইরুল্লাহর জন্য রাজত্ব অথবা আল্লাহর ক্ষমতায় গাইরুল্লাহর অংশীদারিত্ব অথবা আল্লাহর জন্য কোন গাইরুল্লাহ্ সাহায্যকারী হওয়ার বিষয়কে তিনি অস্বীকার করেছেন। বাকি থাকল শাফা'আতের বিষয়। এ ব্যাপারে কথা হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা শাফা'আত (সুপারিশ) এর জন্য যাকে অনুমতি দিবেন তার ছাড়া আর কারো শাফা'আত কোন কাজে আসবে না।

আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَا يَشْفَعُوْنَ اِلَّا لِمَنِ ارْتَضٰى -

তিনি (আল্লাহ) যার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হবেন, কেবলমাত্র তার পক্ষেই তারা শাফা'আত (সুপারিশ) করবে। (সূরা আম্বিয়া : আয়াত-২৮)

মুশরিকরা যে শাফা'আতের আশা করে, কেয়ামতের দিন তার কোন অস্তিত্বই থাকবে না। কুরআনে কারীমও এ ধরনের শাফাআতকে অস্বীকার করেছে। নবী করীম ﷺ জানিয়েছেন–

وَأَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ يَأْتِي فَيَسْجُدُ لِرَبِّهِ وَيَحْمَدُهُ لاَيَبْدَأُ بِالشَّفَاعَةِ أَوَّلاً ثُمَّ يُقَالُ لَهُ : ارْفَعْ رَأْسَكَ وَقُلْ تَسْمَعْ وَسَلْ تُعْطَ، وَاشْفَعْ تُشَفَّعْ وَقَالَ لَهُ أَبُوْ هُرَيْرَةَ : مَنْ أَسْعَدُ بِشَفَاعَتِكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ قَالَ : لاَ إِلٰهَ إِلاَّ اللّٰهُ خَالِصًا مِّنْ قَلْبِهِ .

তিনি অর্থাৎ নবী ﷺ আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হবেন। অতঃপর তাঁর রবের উদ্দেশ্যে তিনি সেজদায় লুটিয়ে পড়বেন এবং আল্লাহর প্রশংসায় মগ্ন হবেন। প্রথমেই তিনি শাফা'আত বা সুপারিশ করা শুরু করবেন না। অতঃপর তাঁকে বলা হবে, "হে মুহাম্মদ! তোমার মাথা উঠাও। তুমি তোমার কথা বলতে থাক, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। তুমি চাইতে থাক, তোমাকে দেয়া হবে। তুমি সুপারিশ করতে থাক, তোমার সুপারিশ গ্রহণ করা হবে।" আবু হুরাইয়ারা (রা) রাসূল ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার শাফাআত লাভে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে? নবী ﷺ জবাবে বললেন, 'যে ব্যক্তি খালেস দিলে 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলবে।

এ হাদীসে উল্লেখিত শাফা'আত (বা সুপারিশ) আল্লাহ তা'আলার অনুমতি প্রাপ্ত এবং নেককার মুখলিস বান্দাদের জন্য নির্দিষ্ট। আল্লাহর সাথে যে ব্যক্তি কাউকে শরীক করবে তার ভাগ্যে এ শাফা'আত জুটবে না।

এ আলোচনার মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, আল্লাহ তা'আলা মুখলিস বান্দাগণের প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং শাফা'আতের জন্য অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের

প্রার্থনায় তাদেরকে ক্ষমা করে দিবেন। এর উদ্দেশ্য হচ্ছে, শাফা'আতকারীকে সম্মানিত করা এবং মাকামে মাহমূদ অর্থাৎ প্রশংসিত স্থান দান করা।

কুরআনে কারীম যে শাফা'আতকে অস্বীকার করেছে, তাতে শিরক বিদ্যমান রয়েছে। এ জন্যই আল্লাহ তা'আলার অনুমতি সাপেক্ষে শাফা'আত এর স্বীকৃতির কথা কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় এসেছে। নবী ﷺ বর্ণনা করেছেন যে, শাফা'আত একমাত্র তাওহীদবাদী নিষ্ঠাবানদের জন্যই নির্দিষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে ৭টি মাসয়ালা জানা যায়

১. উল্লেখিত আয়াতসমূহের তাফসীর।

২. যে শাফা'আতকে অস্বীকার করা হয়েছে তার প্রকৃতি।

৩. স্বীকৃত শাফা'আতের গুণ ও বৈশিষ্ট্য।

৪. সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ শাফা'আতের উল্লেখ। আর তা হচ্ছে "মাকামে মাহমূদ"

৫. রাসূল ﷺ (শাফা'আতের পূর্বে) যা করবেন তার বর্ণনা। অর্থাৎ তিনি প্রথমেই শাফা'আতের কথা বলবেন না, বরং তিনি সেজদায় পড়ে যাবেন। তাঁকে অনুমতি প্রদান করা হলেই তিনি শাফাআত করতে পারবেন।

৬. শাফা'আতের মাধ্যমে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তির উল্লেখ।

৭. আল্লাহর সাথে শিরককারীর জন্য কোন শাফাআত গৃহীত হবে না।

১৮শ অধ্যায়

হেদায়াতের মালিক একমাত্র আল্লাহই

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

إِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ أَحْبَبْتَ.

আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না।

(সূরা কাসাস : আয়াত-৫৭)

২. সহীহ বুখারীতে ইবনুল মুসাইয়্যাব তাঁর পিতা থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, যখন আবু তালিবের মৃত্যু ঘনিয়ে এলো, তখন রাসূল ﷺ তার কাছে আসলেন। আবদুল্লাহ্ বিন আবি উমাইয়্যাহ্ এবং আবু জাহল আবু তালিবের পাশেই উপস্থিত ছিল। রাসূল ﷺ তাকে বললেন, 'চাচা, আপনি 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন। এ কালিমা দ্বারা আমি আল্লাহ্র কাছে আপনার জন্য কথা বলব, তখন তারা দু'জন [আবদুল্লাহ ও আবু জাহল] তাকে বলল, 'তুমি আবদুল মোত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবে?' নবী ﷺ তাকে কলেমা পড়ার কথা আরেকবার বললেন।

তারা দু'জন আবু তালিবের উদ্দেশ্যে পূর্বোক্ত কথা আরেকবার বলল। আবু তালিবের সর্বশেষ অবস্থা ছিল এই যে, সে আবদুল মোত্তালিবের ধর্মের ওপরই অটল ছিল এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করেছিল। তখন রাসূল ﷺ বললেন, 'আপনার ব্যাপারে যতক্ষণ পর্যন্ত আমাকে নিষেধ করা না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত আমি আপনার জন্য মাগফিরাত কামনা করতে থাকব।' এরপর আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন–

مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ يَسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ.

মুশরিকদের জন্য মাগফিরাত কামনা করা নবী এবং ঈমানদার ব্যক্তিদের জন্য শোভনীয় কাজ নয়। (সূরা তাওবা : আয়াত-১১৩)

আল্লাহ তা'আলা আবু তালিবের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল করেন–

اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ .

আপনি যাকে পছন্দ করেন, তাকে হেদায়াত করতে পারবেন না। কিন্তু আল্লাহ যাকে চান তাকে হেদায়াত করেন। (আল-কাসাস : আয়াত-৫৬)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১. এ আয়াতের তাফসীর اِنَّكَ لَاتَهْدِىْ مَنْ اَحْبَبْتَ।

২. সূরা তাওবার ১১৩ নং আয়াত অর্থাৎ مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْ يَّسْتَغْفِرُوْا لِلْمُشْرِكِيْنَ-এর তাফসীর।

৩. قُلْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ। অর্থাৎ "আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন" রাসূল ﷺ-এর কথার ব্যাখ্যা। এ বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা এক শ্রেণীর তথা কথিত জ্ঞানের দাবিদারদের বিপরীত।

৪. রাসূল ﷺ মৃত্যুপথ যাত্রী আবু তালিবের ঘরে প্রবেশ করে যখন বললেন, চাচা, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলুন, এ কথার দ্বারা নবী ﷺ এর কি উদ্দেশ্য ছিল তা আবু জাহল এবং তার সঙ্গীরা বুঝতে পেরেছিল। আল্লাহ আবু জাহেলের ভাগ্য মন্দ করলেন, সে নিজেও পথভ্রষ্ট থেকে গেল, অপরকেও গোমরাহীর পরামর্শ দিল। আল্লাহর চেয়ে ইসলামের মূলনীতি সম্পর্কে আর কে বেশি জানে?

৫. আপন চাচার ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর তীব্র আকাঙ্খা ও প্রাণপণ চেষ্টা।

৬. যারা আবদুল মোত্তালিব এবং তার পূর্বসূরীদেরকে মুসলিম হওয়ার দাবি করে, তাদের দাবি খণ্ডন।

৭. রাসূল ﷺ স্বীয় চাচা আবু তালেবের জন্য মাগফিরাত চাইলেও তার গুনাহ মাফ হয়নি, বরং তার মাগফিরাত চাওয়ার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৮. মানুষের ওপর খারাপ লোকদের ক্ষতিকর প্রভাব।

৯. পূর্বপুরুষ এবং পীর-বুযুর্গের প্রতি অন্ধভক্তির কুফল।

১০. আবু জাহল কর্তৃক পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধভক্তির যুক্তি প্রদর্শনের কারণে বাতিল পন্থীর অন্তরে সংশয়।

১১. সর্বশেষ আমলের শুভাশুভ পরিণতির প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কেননা আবু তালিব যদি শেষ মুহূর্তেও কালিমা পড়ত, তাহলে তার বিরাট উপকার হতো।

১২. গোমরাহীতে নিমজ্জিত লোকদের অন্তরে এ সংশয়ের মধ্যে বিরাট চিন্তার বিষয় নিহিত আছে। কেননা উক্ত ঘটনায় রাসূল ﷺ ঈমান আনার কথা বারবার বলার পরও তারা (কাফির মুশরিকরা) তাদের পূর্ব পুরুষদের প্রতি অন্ধ অনুকরণ ও ভালোবাসাকেই যুক্তি হিসেবে পেশ করেছে। তাদের অন্তরে এর (গোমরাহীর তথাকথিত) সুস্পষ্টতা ও (তথাকথিত) শ্রেষ্ঠত্ব থাকার কারণেই অন্ধ অনুকরণকে যথেষ্ট বলে মনে করেছে।

১৯শ অধ্যায়

নেককার পীর-বুযুর্গ লোকদের ব্যাপারে সীমালংঘন করা আদম সন্তানের কাফের ও বেদ্বীন হওয়ার অন্যতম কারণ

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يَـٰٓأَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِىْ دِيْنِكُمْ ـ

হে আহলে কিতাব! তোমরা তোমাদের দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করো না।
(সূরা নিসা : আয়াত-১৭১)

২. সহীহ্ হাদীসে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

وَقَالُوْا لَا تَذَرُنَّ اٰلِهَتَكُمْ وَّلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَّلَا سُوَاعًا وَّلَا يَغُوْثَ وَيَعُوْقَ وَنَسْرًا ـ

"কাফেররা বলল, 'তোমরা নিজেদের মাবূদগুলোকে পরিত্যাগ করো না। বিশেষ করে 'ওয়াদ', 'সুআ', 'ইয়াগুছ' 'ইয়াউক' এবং 'নসর' কে কখনো পরিত্যাগ করো না। (সূরা নূহ : আয়াত-২৩)

এর ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, 'এগুলো হচ্ছে নূহ (আ)-এর কওমের কতিপয় নেককার ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের নাম, তারা যখন মৃত্যুবরণ করল, তখন শয়তান তাদের কওমকে কুমন্ত্রণা দিয়ে বলল, 'যেসব জায়গায় তাদের মজলিস বসত সে সব জায়গাগুলোতে তাদের [বুযুর্গ ব্যক্তিদের] মূর্তি স্থাপন কর এবং তাদের সম্মানার্থে তাদের নামেই মূর্তিগুলোর নামকরণ কর। তখন তারা তাই করল। তাদের জীবদ্দশায় মূর্তির পূজা করা হয়নি ঠিকই; কিন্তু মূর্তি স্থাপনকারীরা যখন মৃত্যুবরণ করল এবং মূর্তি স্থাপনের ইতিকথা ভুলে গেল, তখনই মূর্তিগুলোর ইবাদত শুরু হলো।

ইবনুল কাইয়্যিম (র) বলেন, একাধিক আলেম ব্যক্তি বলেছেন, 'যখন নেককার ও বুযুর্গ ব্যক্তিগণ মৃত্যুবরণ করলেন, তখন তাঁদের কওমের লোকেরা তাঁদের কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হয়ে বসে থাকত। এরপর তারা তাঁদের প্রতিকৃতি তৈরি করল। এভাবে বহুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর তারা তাঁদের ইবাদতে লেগে গেল।

৩. ওমর (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে রাসূল ﷺ বলেন–

لَا تُطْرُوْنِىْ كَمَا اَطْرَتِ النَّصَارٰى ابْنِ مَرْيَمَ اِنَّمَا اَنَا عَبْدُهٗ، فَقُوْلُوْا عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ .

তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমনিভাবে প্রশংসা করেছিল নাসারারা মরিয়ম তনয় ঈসা (আ)-এর। আমি আল্লাহ্ তা'আলার বান্দা মাত্র। তাই তোমরা আমাকে আল্লাহ্র বান্দা এবং তাঁরই রাসূল বলবে।

(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ১৬৯১)

৪. ওমর (রা) আরো বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ، فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ –

তোমরা বাড়াবাড়ি ও সীমা অতিক্রমের ব্যাপারে সাবধান থাক। কেননা, তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো (দ্বীনের ব্যাপারে) সীমালংঘন করার ফলে ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।

(সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৩০৫৯; সুনান ইবনু মাজাহ্, হাদীস নং ৩০২৯)

৫. মুসলিম শরীফে ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত এক হাদীসে, রাসূল ইরশাদ করেছেন–

هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ – قَالَهَا ثَلاَثًا .

দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘনকারীরা ধ্বংস হয়ে গিয়েছে। এ কথা তিনি তিনবার বলেছেন। (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭০)

এ অধ্যায় থেকে ২০টি মাসয়ালা জানা যায়

১. যে ব্যক্তি এ অধ্যায়টিসহ পরবর্তী দু'টি অধ্যায় উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে, ইসলাম সম্পর্কে মানুষ কতটুকু অজ্ঞ, তার কাছে তা সুস্পষ্ট হয়ে

উঠবে। সাথে সাথে আল্লাহ তা'আলার কুদরত এবং মানব অন্তরের আশ্চর্যজনক পরিবর্তন ক্ষমতা লক্ষ্য করতে পারবে।

২. পৃথিবীতে সংঘটিত প্রথম শিরকের সূচনা, যা নেককার ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের প্রতি সংশয় ও সন্দেহ থেকে উৎপত্তি হয়েছে।

৩. সর্বপ্রথম যে জিনিসের মাধ্যমে নবীগণের দ্বীনে পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল এবং এর কারণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভের সাথে সাথে একথাও জেনে নেয়া যে, আল্লাহ তা'আলাই তাদেরকে (দ্বীন কায়েমের জন্য) পাঠিয়েছেন।

৪. 'শরীয়ত' এবং ফিতরাত' 'বিদ'আতকে' প্রত্যাখ্যান করা সত্ত্বেও বেদআত গ্রহণ করার কারণ সম্পর্কে অবগতি লাভ।

৫. উপরিউক্ত সকল গোমরাহীর কারণ হচ্ছে, হকের সাথে বাতিলের সংমিশ্রণ, এর প্রথমটি হচ্ছে, সালেহীন বা নেককার ও বুযুর্গ লোকদের প্রতি [মাত্রাতিরিক্ত] ভালোবাসা।

আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে, কতিপয় জ্ঞানী ধার্মিক ব্যক্তিদের এমন কিছু আচরণ, যার উদ্দেশ্য ছিল মহৎ, কিন্তু পরবর্তীতে কিছু লোক উক্ত কাজের উদ্দেশ্য ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে বিদ'আত ও শিরকে লিপ্ত হয়।

৬. সূরা নূহের ২৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৭. মানুষের অন্তরে হকের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ কম। কিন্তু বাতিলের প্রতি ঝোক প্রবণতার পরিমাণ অপক্ষোকৃত বেশি।

৮. কোন কোন সালফে-সালেহীন থেকে বর্ণিত আছে যে, বিদ'আত হচ্ছে কুফরীর কারণ। তাছাড়া ইবলিস অন্যান্য পাপের চেয়ে এটাকেই বেশি পছন্দ করে। কারণ পাপ থেকে তওবা করা সহজ হলেও বিদ'আত থেকে তওবা করা সহজ নয়। (কারণ বিদ'আত তো সওয়াবের কাজ মনে করে করা হয় বলে পাপের অনুভূতি থাকে না, তাই তাওবারও প্রয়োজন অনুভূত হয় না)।

৯. আমলকারীর নিয়ত যত মহৎই হোক না কেন, বিদ'আতের পরিণতি কি, তা শয়তান ভালো করেই জানে। এ জন্যই শয়তান আমলকারীকে বিদ'আতের দিকে নিয়ে যায়।

১০. "দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন করা না করা" এ নীতি সম্পর্কে এবং সীমা লংঘনের পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১১. নেক কাজের নিয়তে কবরের পাশে ধ্যান-মগ্ন হওয়ার ক্ষতি সম্পর্কে অবগত হওয়া।

১২. মূর্তি বানানো বা স্থাপনের নিষেধাজ্ঞা এবং তা অপসারণের কল্যাণ সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা।

১৩. উপরিউল্লিখিত কিসসার অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা এবং এর অতীব প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে জানা।

১৪. সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো এই যে, বিদ'আত পন্থীরা তাফসীর হাদীসের কিতাবগুলোতে শিরক বিদ'আতের কথাগুলো পড়েছে এবং আল্লাহর কালামের অর্থও তারা জানত, শিরক ও বিদ'আতের ফলে আল্লাহ্ তা'আলা এবং তাদের অন্তরের মাঝখানে বিরাট প্রতিবন্ধকের সৃষ্টি হয়েছিল, তারপরও তারা বিশ্বাস করত যে, নূহ (আ)-এর কওমের লোকদের কাজই ছিল শ্রেষ্ঠ ইবাদত। তারা আরো বিশ্বাস করত যে, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল যা নিষেধ করেছিলেন সেটাই ছিল এমন কুফরী যার ফলে জান-মাল পর্যন্ত বৈধ হয়ে যায়। (অর্থাৎ হত্যা করে ধন-সম্পদ দখল করা যায়)।

১৫. এটা সুস্পষ্ট যে, তারা শিরক ও বিদ'আত মিশ্রিত কাজ দ্বারা সুপারিশ ছাড়া আর কিছুই চায়নি।

১৬. তাদের ধারণা এটাই ছিল যে, যেসব পণ্ডিত ব্যক্তিরা ছবি মূর্তি তৈরি করেছিল তারাও শাফা'আত লাভের আশা পোষণ করত।

১৭. "তোমরা আমার মাত্রাতিরিক্ত প্রশংসা করো না যেমনিভাবে খ্রিস্টানরা মরিয়ম তনয়কে করত।" রাসূল ﷺ তাঁর এ মহান বাণীর দাওয়াত তিনি পূর্ণাঙ্গভাবে পৌঁছিয়েছেন।

১৮. রাসূল ﷺ আমাদেরকে উপদেশ দিয়েছেন যে দ্বীনের ব্যাপারে সীমা লংঘনকারীদের ধ্বংস অনিবার্য।

১৯. এ কথা সুস্পষ্ট যে, ইলমে দ্বীন ভুলে না যাওয়া পর্যন্ত মূর্তি পূজার সূচনা হয়নি। এর দ্বারা ইলমে দ্বীন থাকার মর্যাদা আর না থাকার পরিণতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ।

২০. ইলমে দ্বীন উঠে যাওয়ার কারণ হচ্ছে আলেমগণের মৃত্যু।

২০শ অধ্যায়

নেককার বুযুর্গ ব্যক্তির কবরের পাশে ইবাদত করার ব্যাপারে যেখানে কঠোর নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেখানে ঐ নেককার ব্যক্তির উদ্দেশ্যে ইবাদত কিভাবে জায়েয হতে পারে?

১. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, উম্মে সালামা (রা) হাবশায় যে গীর্জা দেখতে পেয়েছিলেন এবং তাতে যে ছবি প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা রাসূল ﷺ এর কাছে উল্লেখ করলে রাসূল ﷺ বললেন,

أُولَـٰئِكَ إِذَا مَاتَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ أَوِ الْعَبْدُ الصَّالِحُ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوْا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ أُولَئِكَ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللّٰهِ فَهٰؤُلَاءِ جَمَعُوْا بَيْنَ فِتْنَتَيْنِ، فِتْنَةِ الْقُبُوْرِ وَفِتْنَةِ التَّمَاثِيْلِ -

"তাদের মধ্যে কোন নেককার বুযুর্গ ব্যক্তির মৃত্যুবরণ করার পর তার কবরের উপর তারা মসজিদ তৈরি করত এবং মসজিদে ঐ ছবিগুলো অংকন করত। (অর্থাৎ তুমি সে জাতীয় ছবিগুলোই দেখেছ)। তারা হচ্ছে আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।" তারা দুটি ফেতনাকে একত্রিত করেছে। একটি হচ্ছে কবর পূজার ফেতনা। অপরটি হচ্ছে মূর্তি পূজার ফেতনা।

(বুখারী, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪৬৭, ১৩৪১; সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৫২৭)

২. সহীহ বুখারী ও মুসলিমে আয়েশা (রা) থেকে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, যখন রাসূল ﷺ-এর মৃত্যু ঘনিয়ে আসল, তখন তিনি নিজের মুখমণ্ডলকে স্বীয় চাদর দিয়ে ঢেকে ফেলতে লাগলেন। আবার

অস্বস্তিবোধ করলে তা চেহারা থেকে সরিয়ে ফেলতেন। এমতাবস্থায় তিনি বললেন–

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْيَهُوْدِ وَالنَّصَارٰى اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ يُحَذِّرُ مَا صَنَعُوْا وَلَوْلَا ذٰلِكَ اُبْرِزَ قَبْرُهُ غَيْرَ اَنَّهُ خَشِيَ اَنْ يُّتَّخَذَ مَسْجِدًا ـ

"ইয়াহুদী নাসারাদের ওপর আল্লাহর অভিসম্পাত। তারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়েছে" তাদের কার্যকলাপ সম্পর্কে রাসূল ﷺ সতর্ক করে দিয়েছেন। কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করার আশংকা না থাকলে তাঁর কবরকে উন্মুক্ত রাখা হতো।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৫৩, ১৩৯০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৯)

৩. জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, "রাসূল ﷺ-কে তাঁর ইন্তেকালের পূর্বে এ কথা বলতে শুনেছি–

وَلِمُسْلِمٍ عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ بِخَمْسٍ وَّهُوَ يَقُوْلُ اِنِّيْ اَبْرَاُ اِلَى اللّٰهِ اَنْ يَّكُوْنَ لِيْ مِنْكُمْ خَلِيْلٌ، فَاِنَّ اللّٰهَ قَدِ اتَّخَذَنِيْ خَلِيْلاً، وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ اُمَّتِيْ خَلِيْلًا لَاتَّخَذْتُ اَبَا بَكْرٍ خَلِيْلًا، اَلَا وَاِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوْا يَتَّخِذُوْنَ قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ، اَلَا فَلَا تَتَّخِذُوا الْقُبُوْرَ مَسَاجِدَ، فَاِنِّيْ اَنْهَاكُمْ عَنْ ذٰلِكَ ـ

"তোমাদের মধ্য থেকে কাউকে আমার খলীল (বন্ধু) হিসেবে গ্রহণ করার ব্যাপারে আমি আল্লাহর কাছে মুক্ত। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। যেমনিভাবে তিনি ইবরাহীম (আ)-কে খলীল হিসেবে গ্রহণ করেছেন। আর আমি যদি আমার উম্মত হতে কাউকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম তাহলে অবশ্যই আবু বকরকে খলীল হিসেবে গ্রহণ করতাম।"

"সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগুলো তাদের নবীদের কবরকে মসজিদে পরিণত করেছে। সাবধান, তোমরা কবরকে মসজিদে পরিণত করো না। আমি তোমাদেরকে এ কাজ করতে নিষেধ করছি।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫৩২)

রাসূল ﷺ তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্তেও এ কাজ (কবরকে মসজিদে পরিণত) করতে নিষেধ করেছেন। আর এ কাজ যারা করেছে (তাঁর কথার ধরন দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে) তাদেরকে তিনি লানত করেছেন। কবরের পাশে মসজিদ নির্মিত না হলেও সেখানে সালাত পড়া রাসূল এর এ লানতের অন্তর্ভুক্ত। خَشِيَ اَنْ يَتَّخَذَ مَسْجِدًا.

এ বাণীর দ্বারা এ মর্মার্থই বুঝানো হয়েছে। সাহাবায়ে কেরাম নবীর কবরের পাশে মসজিদ বানানোর মতো লোক ছিলেন না। যে স্থানকে সালাত পড়ার উদ্দেশ্যে গ্রহণ করা হয়েছে সে স্থানকেই মসজিদ হিসেবে গণ্য করা হয়। বরং এমন প্রতিটি স্থানের নামই মসজিদ যেখানে সালাত আদায় হয়। যেমন রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

جُعِلَتْ لِىَ الْاَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُوْرًا.

"পৃথিবার সব স্থানকেই আমার জন্য মসজিদ বানিয়ে দেয়া হয়েছে এবং পবিত্র করে দেয়া হয়েছে।" (বুখারী, মুসলিম, সুনান-ই আরবাআ প্রমুখ)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত হয়েছে,

وَلِاَحْمَدَ بِسَنَدٍ جَيِّدٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) مَرْفُوْعًا اَنَّ مِنْ شِرَارِ النَّاسِ مَنْ تُدْرِكُهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ اَحْيَاءٌ وَالَّذِيْنَ يَتَّخِذُوْنَ الْقُبُوْرَمَسَاجِدَ.

"জীবন্ত অবস্থায় যাদের ওপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে, আর যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে তারাই হচ্ছে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট। (মুসনাদে আহমদ, হাদীস নং ৫৩১৬; সহীহ ইবনু খুযায়মা, হাদীস নং ৭৮৯; আবু হাতিম সহীহ হাদীসে এটি বর্ণনা করেছে)

এ অধ্যায় থেকে ১৬টি মাসয়ালা জানা যায়

১. যে ব্যক্তি নেককার ও বুযুর্গ লোকের কবরের পাশে আল্লাহর ইবাদত করার জন্য মসজিদ বানায় নিয়ত সহীহ হওয়া সত্ত্বেও তার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর উক্তি।

২. মূর্তির ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং কঠোরতা অবলম্বন।

৩. কবরকে মসজিদ না বানানোর বিষয়টি তিনি প্রথমে কিভাবে বর্ণনা করেছেন। অতঃপর মৃত্যুর পাঁচদিন পূর্বে তিনি তা বারবার বলেছেন। তারপর কবর পূজা সম্পর্কিত কথাকে তিনি যথেষ্ট মনে করেননি। [যার ফলে মৃত্যুর পূর্বেও এ ব্যাপারে উম্মতকে সাবধান করে দিয়েছেন] অতএব রাসূল ﷺ কর্তৃক এ ব্যাপারে অত্যাধিক গুরুত্ব প্রদানের মধ্যেই শিক্ষা ও উপদেশ নিহিত রয়েছে।

৪. নিজ কবরের অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই তাঁর কবরের পাশে এসব কাজ অর্থাৎ কবর পূজাকে নিষেধ করেছেন।

৫. নবীদের কবর পূজা করা বা কবরকে ইবাদত খানায় পরিণত করা ইহুদী নাসারাদের রীতি-নীতি।

৬. এ জাতীয় কাজ যারা করে তাদের ওপর রাসূল ﷺ-এর অভিসম্পাত।

৭. এর উদ্দেশ্য হচ্ছে নবী ﷺ-এর কবরের ব্যাপারে আমাদেরকে সাবধান করে দেয়া।

৮. তাঁর কবরকে উন্মুক্ত না রাখার কারণ এ হাদীসে সুস্পষ্ট।

৯. কবরকে মসজিদ বানানোর মর্মার্থ।

১০. যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে এবং যাদের ওপর দিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হবে এ দু'ধরনের লোকের কথা একই সাথে উল্লেখ করেছেন। অতঃপর একজন মানুষ কোন পথ অবলম্বনে শিরকের দিকে ধাবিত হয় এবং এর পরিণতি কি সেটাও উল্লেখ করেছেন।

১১. রাসূল ﷺ তাঁর ইন্তেকালের পাঁচ দিন পূর্বে স্বীয় খুতবায় বিদ'আতী লোকদের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট দু'টি দলের জবাব দিয়েছেন। কিছু সংখ্যক জ্ঞানী ব্যক্তি এ বিদআতীদেরকে ৭২ দলের বহির্ভূত বলে মনে করেন। এসব বিদআতী হচ্ছে "রাফেজী" ও জাহমিয়্যা"। এ রাফেজী দলের কারণেই শিরক এবং কবর পূজা শুরু হয়েছে। সর্বপ্রথম কবরের উপর তারাই মসজিদ নির্মাণ করেছে।

১২. মৃত্যু যন্ত্রণার মাধ্যমে রাসূল ﷺ-কে যে পরীক্ষা করা হয়েছে তা জানা যায়।

১৩. বন্ধুত্বের মর্যাদা ও সম্মান রাসূল ﷺ-কে দেয়া হয়েছে।

১৪. খুল্লাতই হচ্ছে মুহাব্বত ও ভালোবাসার সর্বোচ্চ স্থান।

১৫. আবু বকর সিদ্দিক (রা) সর্বশ্রেষ্ঠ সাহাবী হওয়ার ঘোষণা।

১৬. তাঁর (আবু বকর রা) খিলাফতের প্রতি ইঙ্গিত প্রদান।

২১শ অধ্যায়

নেককার ও বুযুর্গ ব্যক্তিদের কবরের ব্যাপারে সীমা লংঘন করলে তা তাকে মূর্তি পূজা তথা গাইরুল্লাহর ইবাদতে পরিণত করে

১. ইমাম মালেক (রা) মুয়াত্তায় বর্ণনা করেন, রাসূল ﷺ এ দোয়া করেছেন–

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِىْ وَثَنًا يُعْبَدُ اشْتَدَّ غَضَبُ اللّٰهِ عَلٰى قَوْمٍ اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ اَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ ـ

"হে আল্লাহ্! আমার কবরকে এমন মূর্তিতে পরিণত করো না যার ইবাদত করা হয়। সেই জাতির ওপর আল্লাহর কঠিন গজব নাযিল হয়েছে যারা নবীদের কবরগুলোকে মসজিদে পরিণত করেছে।"

(মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং ২৬১; মুসান্নাফ ইবনু আবী শায়বা, ৩/৩৪৫)

২. ইবনে জারীর সুফিয়ান হতে, তিনি মানসূর হতে এবং তিনি মুজাহিদ হতে اَفَرَاَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, "লাত" এমন একজন নেককার লোক ছিলেন, যিনি হজ্জ যাত্রীদেরকে "ছাতু" খাওয়াতেন। অতপর যখন তিনি মৃত্যুবরণ করলেন, তখন লোকেরা তার কবরে ইতেকাফ করতে লাগল। আব্দুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আবুল জাওযা একই কথা বর্ণনা করে বলেন, "লাত" হাজীদেরকে "ছাতু" খাওয়াতেন। ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ زَائِرَاتِ الْقُبُوْرِ وَالْمُتَّخِذِيْنَ عَلَيْهَا الْمَسَاجِدَ وَالسُّرُجَ ـ

"রাসূল ﷺ কবর যিয়ারতকারিণী (মহিলা) দেরকে এবং যারা কবরকে মসজিদে পরিণত করে আর (কবরে) বাতি জ্বালায় তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন। (আহলুস সুনান' এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ৩২৩৬; জামি' তিরমিযী, হাদীস নং ৩২; সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ২০৪৫)

এ অধ্যায় থেকে ১০টি মাসয়ালা জানা যায়

১. (মূর্তি ও প্রতিমা) এর তাফসীর أَوْثَانٌ।

২. "ইবাদত" এর তাফসীর।

৩. রাসূল ﷺ যা সংঘটিত হওয়ার আশংকা করেছেন একমাত্র তা থেকেই আল্লাহর কাছে পানাহ চেয়েছেন।

৪. নবীদের কবরকে মসজিদ বানানোর বিষয়টিকে মূর্তি পূজার সাথে সম্পৃক্ত করেছেন।

৫. আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে কঠিন গযব নাযিলের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৬. এটি এ অধ্যায়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সর্ববৃহৎ মূর্তি "লাতের" ইবাদতের সূচনা কিভাবে হয়েছে তা জানা গেল।

৭. "লাত" নামক মূর্তির স্থানটি মূলত একজন নেককার লোকের কবর।

৮. "লাত" প্রকৃতপক্ষে কবরস্থ ব্যক্তির নাম। মূর্তির নামকরণের রহস্যও উল্লেখ করা হয়েছে।

৯. কবর যিয়ারত কারিণী (মহিলা) দের প্রতি নবী ﷺ-এর অভিসম্পাত।

১০. যারা কবরে বাতি জ্বালায় তাদের প্রতি ও রাসূল ﷺ-এর অভিশাপ।

২২শ অধ্যায়

তাওহীদের হেফাযত ও শিরকের সকল পথ বন্ধ করার ক্ষেত্রে নবী করীম ﷺ-এর অবদান

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ -

"নিশ্চয়ই তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রাসূল আগমন করেছেন।" (সূরা তাওবা: আয়াত-২৮)

২. সাহাবী আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ لَا تَجْعَلُوْا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَّلَا تَجْعَلُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ صَلَاتَكُمْ تَبْلُغُنِىْ حَيْثُ كُنْتُمْ -

"তোমাদের ঘরগুলোকে তোমরা কবর বানিও না, আর আমার কবরকে ঈদে পরিণত করো না। আমার ওপর তোমরা দরূদ পড়। কারণ তোমরা যেখানেই থাকো না কেন, তোমাদের দরূদ আমার কাছে পৌছে যায়।

(আবু দাউদ হাসান সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এটির বর্ণনাকারীগণ সকলেই বিশ্বস্ত। সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ২০৪)

৩. আলী ইবনুল হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি একজন লোককে দেখতে পেলেন যে, রাসূল ﷺ-এর কবরের পাশে একটি ছিদ্র পথে প্রবেশ

করে সেখানে কিছু দোয়া-খায়ের করে চলে যায়। তখন তিনি ঐ লোকটিকে এধরনের কাজ নিষেধ করে দিলেন। তাকে আরো বললেন, "আমি কি তোমার কাছে সে হাদীসটি বর্ণনা করব না, যা আমি আমার পিতার কাছ থেকে শুনেছি এবং তিনি শুনেছেন আমার দাদার কাছ থেকে, আর আমার দাদা শুনেছেন রাসূল ﷺ এর কাছ থেকে? রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ اَنَّهُ رَاَى رَجُلًا يَجِيْئُ اِلٰى فَرْجَةٍ كَانَتْ عِنْدَ قَبْرِ النَّبِيِّ ﷺ فَيَدْخُلُ فِيْهَا فَيَدْعُوْ فَنَهَاهُ، وَقَالَ اَلَا اُحَدِّثُكُمْ حَدِيْثًا سَمِعْتُهُ مِنْ اَبِىْ عَنْ جَدِّىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ قَالَ لَا تَتَّخِذُوْا قَبْرِىْ عِيْدًا وَلَا بُيُوْتَكُمْ قُبُوْرًا وَصَلُّوْا عَلَىَّ فَاِنَّ تَسْلِيْمَكُمْ يَبْلُغُنِىْ اَيْنَ كُنْتُمْ ـ

"তোমরা আমার কবরকে ঈদে [মেলায়] পরিণত কর না আর তোমাদের ঘরগুলোকে কবরে পরিণত কর না। তোমরা যেখানেই থাক না কেন তোমাদের সালাম আমার কাছে পৌছে যায়।"

(আবূ দাঊদ এ হাদীসটি তাঁর নির্বাচিত হাদীস সংকলনে বর্ণনা করেছেন। মাজমাউয যাওয়াইদ, ৪র্থ খণ্ড, পৃ.৩)

এ অধ্যায় থেকে ৯টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আয়াতের لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُوْلٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ সূরা তাওবার তাফসীর।

২. রাসূল ﷺ স্বীয় উম্মতকে কবর পূজা তথা শিরকী গুনাহের সীমারেখা থেকে বহুদূরে রাখতে চেয়েছেন।

৩. আমাদের জন্য রাসূল ﷺ এর মমত্ববোধ, দয়া, করুণা এবং আমাদের ব্যাপারে তার তীব্র আগ্রহের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

৪. রাসূল ﷺ এর যিয়ারত সর্বোত্তম নেক কাজ হওয়া সত্ত্বেও বিশেষ উদ্দেশ্যে তাঁর কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছেন।

৫. অধিক যিয়ারত নিষিদ্ধ করেছেন।

৬. ঘরে নফল ইবাদত করার জন্য উৎসাহিত করেছেন।

৭. "কবরস্থানে সালাত পড়া যাবে না" এটাই সালফে-সালেহীনের অভিমত।

৮. নবী ﷺ-এর কবরস্থানে সালাত কিংবা দরূদ না পড়ার কারণ হচ্ছে, রাসূল ﷺ-এর ওপর পঠিত দরূদ ও সালাম দূরে অবস্থান করে পড়লেও তাঁর কাছে পৌছানো হয়। তাই নৈকট্য লাভের আশায় কবরস্থানে দরূদ পড়ার কোন প্রয়োজন নেই।

৯. 'আলমে বরযখে' রাসূল ﷺ-এর কাছে তাঁর উম্মাতের-আমল দরূদ ও সালামের মধ্যে পেশ করা হয়।

২৩শ অধ্যায়

মুসলিম উম্মাহর কিছু সংখ্যক লোক মূর্তি পূজা করবে

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْنَ أُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ ـ

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যাদেরকে কিতাবের কিছু অংশ দেয়া হয়েছে? তারা 'জিবত' এবং 'তাগুত্কে বিশ্বাস করে।

(সূরা নিসা : আয়াত- ৫১)

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন-

قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّنْ ذٰلِكَ مَثُوْبَةً عِنْدَ اللّٰهِ مَنْ لَعَنَهُ اللّٰهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيْرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوْتَ ـ

"বলো, হে মুহাম্মদ! আমি কি সে লোকদের কথা জানিয়ে দেব? যাদের পরিণতি আল্লাহর কাছে ফাসেক লোকদের পরিণতির চেয়ে খারাপ। তারা এমন লোক যাদেরকে আল্লাহ্ লানত করেছেন এবং যাদের ওপর আল্লাহ্র গযব নিপতিত হয়েছে। যাদের মধ্য থেকে কিছু সংখ্যক লোককে তিনি বানর ও শুকরে পরিণত করে দিয়েছেন। তারা তাগুতের পূজা করেছে।

(সূরা মায়েদা : আয়াত- ৬০)

৩. আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

قَالَ الَّذِيْنَ غَلَبُوْا عَلٰى اَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَّسْجِدًا ـ

"যারা তাঁদের ব্যাপারে বিজয়ী হলো তারা বলল, আমরা অবশ্যই তাদের উপর (অর্থাৎ কবরস্থানে) মসজিদ তৈরি করব" (সূরা কাহাফ : আয়াত-২১)

৪. সাহাবী আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন–

لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ حَتّٰى لَوْ دَخَلُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوْهُ قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارٰى؟ قَالَ فَمَنْ ـ

"আমি আশংকা করছি "তোমরা অবশ্যই তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের রীতি-নীতি অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করবে (যা আদৌ করা উচিত নয়) এমনকি তারা যদি গুঁই সাপের গর্তেও ঢুকে যায়, তোমরাও তাতে ঢুকবে। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ, তারা কি ইহুদী ও খ্রিস্টান?' জবাবে তিনি বললেন, তারা ছাড়া আর কে?

(বুখারী হাদীস নং ৩৪৫৬ ও মুসলিম)

৫. মুসলিম শরীফে সাহাবী ছাওবান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ এরশাদ করেছেন–

اِنَّ زَوٰى لِىَ الْاَرْضَ فَرَاَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا وَاِنَّ اُمَّتِىْ سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِىَ لِىْ مِنْهَا، وَاُعْطِيْتُ الْكَنْزَيْنِ الْاَحْمَرَ وَالْاَبْيَضَ وَاِنِّىْ سَاَلْتُ رَبِّىْ لِاُمَّتِىْ اَنْ لَّا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ وَاَنْ لَّا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عُوًّا مِّنْ سِوٰى اَنْفُسِهِمْ فَيَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَاِنَّ رَبِّىْ قَالَ : يَا مُحَمَّدُ اِذَا قَضَيْتُ

قَضَاءً فَإِنَّهُ لاَ يُرَدُّ وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لاَّ أُهْلِكَهُمْ -
بِسَنَةٍ عَامَّةٍ ، وَأَنْ لاَّ أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ
فَيَسْتَبِيْحُ بَيْضَتَهُمْ وَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَّنْ بِأَقْطَارِهَا
حَتَّى يَكُوْنَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا وَيَسْبِى بَعْضُهُمْ بَعْضًا .

"আল্লাহ্ তা'আলা গোটা যমীনকে একত্রিত করে আমার সামনে পেশ করলেন। তখন আমি যমীনের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্ত পর্যন্ত দেখে নিলাম। পৃথিবীর ততটুকু স্থান আমাকে দেখানো হয়েছে আমার উম্মতের শাসন বা রাজত্ব যতটুকু স্থান পর্যন্ত বিস্তার লাভ করবে। লাল ও সাদা দুটি ধন ভাণ্ডার আমাকে দেয়া হলো আমি আমার রবের কাছে আমার উম্মতের জন্য এ আরজ করলাম, তিনি যেন আমার উম্মতকে গণদুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস না করেন এবং তাদের নিজেদেরকে ব্যতীত অন্য কোন শত্রুকে তাদের ওপর বিজয়ী বা ক্ষমতাসীন করে না দেন যার ফলে সে (শত্রু) তাদের সম্পদকে হালাল মনে করবে (লুটে নিবে)। আমার প্রতিপালক আমাকে বললেন, হে মুহাম্মদ! আমি যখন কোন বিষয়ে ফয়সালা নিয়ে ফেলি, তখন তার কোন ব্যতিক্রম হয় না। আমি তোমাকে তোমার উম্মতের জন্য এ অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি তাদের গণদুর্ভিক্ষের মাধ্যমে ধ্বংস করব না এবং তাদের নিজেদেরকে ছাড়া যদি সারা বিশ্ব ও তাদের বিরুদ্ধে একত্রিত হয় তবুও এমন কোন শত্রুকে তাদের ওপর ক্ষমতাবান করব না যা তাদের সম্পদকে বৈধ মনে করে লুণ্ঠন করে নিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না তারা একে অপরকে হত্যা করবে আর একে অপরকে বন্দী করবে।

বুরকানী তাঁর সহীহ হাদীস গ্রন্থে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে উক্ত বর্ণনায় নিম্নোক্ত কথাগুলো অতিরিক্ত এসেছে,

وَرَوَاهُ الْبُرْقَانِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ وَزَادَ وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي
الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّيْنَ وَإِذَا وَقَعَ عَلَيْهِمُ السَّيْفُ لَمْ يُرْفَعْ إِلَى

يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَلْحَقَ حَيٌّ مِّنْ أُمَّتِيْ بِالْمُشْرِكِيْنَ وَحَتَّى تَعْبُدَ فِئَامٌ مِّنْ أُمَّتِيَ الْأَوْثَانَ وَاِنَّهُ سَيَكُوْنُ فِيْ أُمَّتِيْ كَذَّبُوْنَ ثَلَاثُوْنَ كُلُّهُمْ يَزْعَمُ أَنَّهُ نَبِيٌّ وَأَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّنَ لَا نَبِيَّ بَعْدِيْ، وَلَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِيْ عَلَى الْحَقِّ مَنْصُوْرَةً لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى ـ

"আমি আমার উম্মতের জন্য পথভ্রষ্ট শাসকদের ব্যাপারে বেশি আশংকা বোধ করছি। একবার যদি তাদের উপর তলোয়ার উঠে তবে সে তলোয়ার কিয়ামত পর্যন্ত আর নামবে না। আর ততক্ষণ পর্যন্ত কিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমার একদল উম্মত মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং যতক্ষণ না আমার উম্মতের একটি শ্রেণী মূর্তি পূজা করবে। আর অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে ত্রিশজন মিথ্যাবাদি অর্থাৎ ভণ্ড নবীর আবির্ভাব ঘটবে। প্রত্যেকেই নিজেকে নবী বলে দাবি করবে। অথচ আমিই হলাম সর্বশেষ নবী। আমার পর কোন নবীর আগমন ঘটবে না। কিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের মধ্যে এমন একটি সাহায্য প্রাপ্ত দলের অস্তিত্ব থাকবে যাদেরকে কোন অপমানকারীর অপমান ক্ষতি করতে পারবে না। [অর্থাৎ সত্য পথ থেকে বিরত রাখতে পারবে না]

(সুনান আবূ দাউদ, হাদীস নং ৪২৫২; মুসনাদ আহমদ, ৫ম খণ্ড ২৭৮, ২৮৪)

এ অধ্যায় থেকে ১৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা নিসার ৫১ নং আয়াতের তাফসীর।

২. সূরা মায়েদার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. সূরা কাহাফের ২১ নং আয়াতের তাফসীর।

৪. এটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। [আর তা হচ্ছে] এখানে 'জিবত] এবং 'তাগুতের] প্রতি ঈমানের অর্থ কি? এটা কি শুধু অন্তরের বিশ্বাসের নাম? নাকি জিবত ও তাগুতের প্রতি ঘৃণা, ক্ষোভ এবং বাতিল বলে জানা সত্ত্বেও এর পূজারীদের সাথে ঐকমত্য পোষণ করা বুঝায়?

৫. তাগুত পূজারীদের কথা হচ্ছে, কাফেররা তাদের কুফরী সম্পর্কে অবগত হওয়া সত্ত্বেও তারা মু'মিনদের চেয়ে অধিক সত্য পথের অধিকারী।

৬. আবু সাঈদ (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে যে ধরনের লোকের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সে ধরনের বহু সংখ্যক লোক এ উম্মতের মধ্যে অবশ্যই পাওয়া যাবে। (যারা ইহুদী খ্রিস্টানদের হুবহু অনুসারী)

৭. এ রকম সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারে রাসূল ﷺ-এর সুস্পষ্ট ঘোষণা। অর্থাৎ এ উম্মতে মুসলিমার মধ্যে বহু মূর্তি পূজারী লোক পাওয়া যাবে।

৮. সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে, "মুখতারের" মতো মিথ্যা এবং ভণ্ড নবীর আবির্ভাব। মুখতার নামক এ ভণ্ডনবী আল্লাহ্‌র একত্ববাদ ও মুহাম্মদ ﷺ-এর রিসালাতকে স্বীকার করত। সে নিজেকে উম্মতে মুহাম্মদীর অন্তর্ভুক্ত বলেও ঘোষণা করত সে আরো ঘোষণা দিত, রাসূল সত্য, কুরআন সত্য এবং মুহাম্মদ ﷺ সর্বশেষ নবী হিসেবে স্বীকৃত। এগুলোর স্বীকৃতি প্রদান সত্ত্বেও তার মধ্যে উপরিউক্ত স্বীকৃতির সুস্পষ্ট বিপরীত ও পরিপন্থী কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। এ ভণ্ড মূর্খও সাহাবায়ে কেরামের শেষ যুগে আবির্ভূত হয়েছিল এবং বেশ কিছু লোক তার অনুসারীও হয়েছিল।

৯. সু-সংবাদ হচ্ছে এই যে, অতীতের মতো হক সম্পূর্ণরূপে কখনো বিলুপ্ত হবে না বরং একটি দল হকের ওপর চিরদিনই প্রতিষ্ঠিত থাকবে।

১০. এর সবচেয়ে বড় নিদর্শন হচ্ছে, তারা [হক পন্থীরা] সংখ্যায় কম হলেও কোন অপমানকারী ও বিরোধিতাকারী তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না।

১১. কিয়ামত পর্যন্ত উক্ত শর্ত কার্যকর থাকবে।

১২. এ অধ্যায়ে কতগুলো বড় নিদর্শনের উল্লেখ রয়েছে।

যথা : রাসূল ﷺ কর্তৃক সংবাদ পরিবেশন যে, 'আল্লাহ তা'আলা তাঁকে বিশ্বের পূর্ব ও পশ্চিম দিগন্তের সবকিছুই একত্রিত করে দেখিয়েছেন। এ সংবাদ দ্বারা যে অর্থ বুঝিয়েছেন বাস্তবে ঠিক তাই সংঘটিত হয়েছে, যা উত্তর ও দক্ষিণের ব্যাপারে ঘটেনি। তাঁকে দু'টি ধনভাণ্ডার প্রদান করা হয়েছে এ সংবাদও তিনি দিয়েছেন।

তাঁর উম্মতের ব্যাপারে মাত্র দুটি দোয়া কবুল হওয়ার সংবাদ তিনি দিয়েছেন এবং তৃতীয় দোয়া কবুল না হওয়ার খবরও তিনি জানিয়েছেন। তিনি এ খবরও জানিয়েছেন যে, এ উম্মতের উপরে একবার তলোয়ার উঠলে তা আর খাপে প্রবেশ করবে না। [অর্থাৎ সংঘাত শুরু হলে তা আর থামবে না]।

তিনি আরো জানিয়েছেন যে, উম্মতের লোকেরা একে অপরকে ধ্বংস করবে, একে অপরকে বন্দী করবে। উম্মতের জন্য তিনি ভ্রান্ত শাসকদের ব্যাপারে শতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন।

এ উম্মতের মধ্য থেকে মিথ্যা ও ভণ্ড নবী আবির্ভাবের কথা তিনি জানিয়েছেন। সাহায্য প্রাপ্ত একটি হক পন্থীদল সব সময়ই বিদ্যমান থাকার সংবাদ জানিয়েছেন।

উল্লেখিত সব বিষয়ই পরিবেশিত খবর অনুযায়ী হুবহু সংঘটিত হয়েছে। অথচ এমনটি ভবিষ্যতে সংঘটিত হওয়ার ব্যাপারটি যুক্তি ও বুদ্ধির আওতাধীন নয়।

১৩. একমাত্র পথভ্রষ্ট নেতাদের ব্যাপারেই তিনি শংকিত ছিলেন।

১৪. -মূর্তি পূজার মর্মার্থের ব্যাপারে রাসূল ﷺ এর সতর্ক عِبَادَةُ الْأَوَّلِيْن বাণী।

২৪শ অধ্যায়

জাদু

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَلَقَدْ عَلِمُوْا لِمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهٗ فِى الْاٰخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ -

"তারা অবশ্যই অবগত আছে, যে ব্যক্তি তা (জাদু) ক্রয় করে নিয়েছে, পরকালে তার কোন সুফল পাওনা নেই।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১০২)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন-

يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ -

তারা 'জিবত' এবং 'তাগুত' কে বিশ্বাস করে। (সূরা নিসা: আয়াত- ৫১)

ওমর (রা) বলেছেন, 'জিবত' হচ্ছে জাদু, আর 'তাগুত' হচ্ছে শয়তান। জাবির (রা) বলেছেন, 'তাগুত' হচ্ছে গণক। তাদের ওপর শয়তান অবতীর্ণ হতো প্রত্যেক গোত্রের জন্যই একজন করে গণক নির্ধারিত ছিল।

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

اِجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ، قَالَ : الشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَاَكْلُ الرِّبَا وَاَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ -

"তোমরা সাতটি ধ্বংসাত্মক জিনিস থেকে বেঁচে থাক। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞাসা করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! ঐ ধ্বংসাত্মক জিনিসগুলো কি? তিনি জবাবে বললেন– ১. আল্লাহ্র সাথে শিরক করা। ২. জাদু করা। ৩. অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা যা আল্লাহ্ তা'আলা হারাম করে দিয়েছেন। ৪. সুদ খাওয়া। ৫. এতিমের সম্পদ আত্মসাৎ করা। ৬. যুদ্ধের ময়দান থেকে পলায়ন করা। ৭. সতী সাধ্বী মু'মিন মহিলাকে অপবাদ দেয়া।

(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ২৭৬৬, ৫৭৬৪; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৮৯)

৪. যুনদুব (রা) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে–

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ (رضى) اَنَّهَا اَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَّهَا سَحَرَتْهَا فَقُتِلَتْ، وَكَذٰلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ اَحْمَدُ عَنْ ثَلَاثَةٍ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ.

"জাদুকরের শাস্তি হচ্ছে তলোয়ারের আঘাতে গর্দান উড়িয়ে দেয়া।" [মৃত্যু দণ্ড]। (জামে' তিরমিযি, হাদীস নং ১৪৬)

৫. সহীহ্ বুখারীতে বাজালা ইবনে আবাদাহ থেকে বর্ণিত আছে, ওমর (রা) মুসলিম গভর্ণরদের কাছে পাঠানো নির্দেশনামায় লিখেছেন–

وَفِى صَحِيْحِ الْبُخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ اَنِ اقْتُلُوْا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ.

"তোমরা প্রত্যেক জাদুকর পুরুষ এবং জাদুকর নারীকে হত্যা করো।" বাজালা বলেন, এ নির্দেশের পর আমরা তিনজন জাদুকরকে হত্যা করেছি। (সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৩১৫৬; সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ৩০৪৩; মুসনাদ আহমদ, ১/১৯০,১৯১)

৬. হাফসা (রা) থেকে বর্ণিত সহীহ্ হাদীসে আছে–

إِنَّمَا أُمِرْتُ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ، وَكَذٰلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدُبٍ قَالَ : عَنْ ثَلَاثَةٍ مِّنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ -

তিনি তাঁর অধীনস্ত একজন বান্দী (ক্রীতদাসী)-কে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন, যে দাসী তাঁকে জাদু করেছিল। অতঃপর উক্ত নির্দেশে তাকে হত্যা করা হয়েছে। একই রকম হাদীস জুনদুব থেকে সহীহ্ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহ্মদ (র) বলেছেন, নবী ﷺ-এর তিনজন সাহাবী থেকে একথা সহীহ্ভাবে বর্ণিত হয়েছে। (মুয়াত্তা ইমাম মালিক, হাদীস নং ৪৬; একই রকম হাদীস হাদীস জুনদুব থেকে সহীহ্ভাবে বর্ণিত হয়েছে। ইমাম আহ্মদ (র) বলেছেন, নবী ﷺ-এর তিনজন সাহাবী থেকে এ কথা সহীহ্ভাবে বর্ণিত হয়েছে।)

এ অধ্যায় থেকে ৭টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা বাকারার ১০২ নং আয়াতের তাফসীর।

২. সূরা নিসার ৫১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. 'জিবত' এবং 'তাগুত' এর ব্যাখ্যা এবং উভয়ের মধ্যে পার্থক্য।

৪. 'তাগুত' কখনো জ্বীন আবার কখনো মানুষ হতে পারে।

৫. ধ্বংসাত্মক সাতটি এমন বিশেষ বিষয়ের জ্ঞান যে ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এসেছে।

৬. জাদুকরকে কাফের ঘোষণা দিতে হবে।

৭. তাওবার সুযোগ ছাড়াই জাদুকরকে হত্যা করতে হবে। যদি ওমর (রা)-এর যুগে জাদু বিদ্যার অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়, তাহলে তাঁর পরবর্তী যুগের অবস্থা কি দাঁড়াবে? [অর্থাৎ তাঁর পরবর্তী যুগে জাদু বিদ্যার প্রচলন অবশ্যই আছে।]

২৫শ অধ্যায়

জাদু এবং জাদুর শ্রেণীভুক্ত বিষয়

১. ইমাম আহমাদ (র) বলেন, আমাদেরকে মুহাম্মাদ ইবনু জা'ফার হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন আমাদেরকে 'আওফ হাদীস বর্ণনা করেছেন হাইয়্যান ইবনু 'আলী হতে, তিনি বলেন, আমাদেরকে কুতন ইবনু কাবীসা তাঁর পিতা হতে হাদীস বর্ণনা করেছেন, তিনি শুনেছেন যে, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন–

قَالَ اَحْمَدُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا عَوْفُ عَنْ حَيَّانَ بْنِ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا قَطَنُ ابْنُ قَبِيْصَةَ عَنْ اَبِيْهِ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ اِنَّ الْعِيَافَةَ وَالطُّرُقَ وَالطِّيَرَةَ مِنَ الْجِبْتِ ـ

নিশ্চয়ই ইয়াফা তুরাফ ও তীয়ারাহ জাদুর অন্তর্ভুক্ত। তারপর 'আওফ ব্যাখ্যা করে বলেন, 'ইয়াফা' হচ্ছে পাখি তাড়া করা আর 'তুরাক' হচ্ছে সে দাগ যা যমীনের অঙ্কন করা হয়। 'জিবত' শব্দের তাৎপর্য সম্বন্ধে হাসান বাসরী (র) বলেন, তা হচ্ছে শাইতানের মন্ত্র-তন্ত্র। এ হাদীসের সূত্র খুব পছন্দনীয়। আবূ দাউদ নাসায়ী এবং ইবনু হিব্বানও তদীয় মুসনাদ সহীহ হাদীস গ্রন্থে উক্ত বর্ণনাকারী হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (এ হাদীসটির সনদ গ্রহণযোগ্য [হাসান]। আবূ দাউদ, নাসাঈ। ইবনু হিব্বান তাঁর মুসনাদ সহীহ হাদীস গ্রন্থে মারুফভাবে বর্ণনা করেছেন, তবে হাদীসটি দুর্বল। রিয়াদুস সালেহীন-আলবানী, হাদীস নং ১৬৬৮)

২. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ النُّجُوْمِ فَقَدِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ.

"যে ব্যক্তি জ্যোতির্বিদ্যার কিছু অংশ শিখল সে মূলত জাদু বিদ্যারই কিছু অংশ শিখল। এ [জ্যোতির্বিদ্যা] যত বাড়বে যাদুবিদ্যাও তত বাড়বে।"
(আবু দাউদ, সহীহ সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সুনান আবী দাউদ, হাদীস নং ৩৯০৫)

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে একটি হাদীসে বর্ণিত আছে,

مَنْ عَقَدَ عُقْدَةً ثُمَّ نَفَثَ فِيْهَا فَقَدْ سَحَرَ، وَمَنْ سَحَرَ فَقَدْ أَشْرَكَ، وَمَنْ تَعَلَّقَ شَيْئًا وُكِلَ إِلَيْهِ.

"যে ব্যক্তি গিরা লাগায় অতঃপর তাতে ফুঁক দেয় সে মূলতঃ যাদু করে। আর যে ব্যক্তি যাদু করে সে মূলতঃ শিরক করে আর যে ব্যক্তি কোন জিনিস [তাবিজ-কবজ] লটকায় তাকে ঐ জিনিসের দিকেই সোপর্দ করা হয়।
(সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ৪০৮৪. হাদীসটি যঈফ, দেখুন, যঈফুল জামে'-আলবানী, হা/৫৭১৪)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَلاَ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ مَا الْعَضْهُ؟ هِيَ النَّمِيْمَةُ : الْقَالَةُ بَيْنَ النَّاسِ -

"আমি কি তোমাদেরকে জাদু কি-এ সম্পর্কে সংবাদ দেব না? তা হচ্ছে চোগোলখুরী বা কুৎসা রটনা করা অর্থাৎ মানুষের মধ্যে কথা-লাগানো বা বদনাম ছড়ানো।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬০৬; মুসনাদ আহমদ, ১/৪৩৭)

যাদুর শ্রেণীভুক্ত আরেকটি বিষয় অনেক মানুষের মধ্যেই পাওয়া যায়, তা হচ্ছে চোগলখুরী বা কুৎসা রটনা করা। মানুষের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি, প্রিয়জনদের অন্তরে শত্রুতা সৃষ্টি।

৫. আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন, إِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا

নিশ্চয় কোন কোন কথার মধ্যে যাদু আছে।

(বুখারী, মুসলিম, হাদীস নং ৫১৪৬, ৫৭৬৭; মুসনাদ আহমদ, ২/১৬,৬৩,৯৪)

এ অধ্যায় থেকে ৬টি মাসয়ালা জানা যায়

১. 'ইয়াফা', 'তারক' এবং 'তিয়ারাহ' জিবতের অন্তর্ভুক্ত।

২. 'ইয়াফা', 'তারক', এবং 'তিয়ারাহ' এর তাফসীর।

৩. জ্যোতির্বিদ্যা জাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৪. ফুঁকসহ গিরা লাগানো জাদুর অন্তর্ভুক্ত।

৫. কুৎসা রটনা করাও জাদুর শামিল।

৬. কিছু কিছু বাগ্মিতাও জাদুর অন্তর্ভুক্ত।

২৬শ অধ্যায়

গণক

১. মুসলিম তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বর্ণনা করেন, কোন কোন নবী সহধর্মিনীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ ﷺ হতে বর্ণিত–

رَوٰى مُسْلِمٌ فِىْ صَحِيْحِهٖ عَنْ بَعْضِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : مَنْ اَتٰى عَرَّافًا فَسَاَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ لَمْ تَقْبَلْ صَلَاةٌ اَرْبَعِيْنَ يَوْمًا.

"যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল, তারপর তাকে (ভাগ্য সম্পর্কে) কিছু জিজ্ঞাসা করল, অতঃপর গণকের কথাকে সত্য বলে বিশ্বাস করল, তাহলে চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার সালাত কবুল হবে না।

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৩; মুসনাদ আহমাদ, ৪/৬৭, ৫/৩৭)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ اَتٰى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلٰى مُحَمَّدٍ ﷺ .

"যে ব্যক্তি গণকের কাছে আসল, অতঃপর গণক যা বলল তা সত্য বলে বিশ্বাস করল, সে মূলত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তা অস্বীকার করল। (সহীহ্ বুখারীও মুসলিমের শর্ত মোতাবেক হাদীসটি সহীহ্। সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯০৪; তিরমিযি, নাসায়ী ইবনে মাজাহ ও হাকিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে আবু ইয়া'লা অনুরূপ মওকুফ হাদীস বর্ণনা করেছেন)

৩. ইমরান বিন হুসাইন থেকে মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে,

لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ أَوْ تَكَهَّنَ أَوْ تُكُهِّنَ لَهُ أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِنًا فَصَدَّقَهُ بِمَا يَقُوْلُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ ﷺ.

"যে ব্যক্তি পাখি উড়িয়ে ভাগ্যের ভালো-মন্দ যাচাই করল, অথবা যার ভাগ্যের ভালো-মন্দ যাচাই করার জন্য পাখি উড়ানো হল, অথবা যে ব্যক্তি ভাগ্য গণনা করল, অথবা যার ভাগ্য গণনা করা হলো, অথবা যে ব্যক্তি যাদু করল অথবা যার জন্য যাদু করা হলো অথবা যে ব্যক্তি কোন গণকের কাছে আসল অতঃপর সে [গণক] যা বলল তা বিশ্বাস করল সে ব্যক্তি মূলত মুহাম্মদ ﷺ-এর ওপর যা নাযিল করা হয়েছে তা (কুরআন) অস্বীকার করল। (হাদীসটি বায্যার হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন। ইমাম তাবারানীও এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে যে ব্যক্তি যায়' থেকে হাদীসের শেষ পর্যন্ত ইমাম তাবারানী কর্তৃক বর্ণিত ইবনে আব্বাসের হাদীসে উল্লেখ নেই)

ইমাম বাগাবী (র) বলেন عَرَّافٌ [গণক] ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যে ব্যক্তি চুরি যাওয়া জিনিস এবং কোন জিনিস হারিয়ে যাওয়ার স্থান ইত্যাদি বিষয় অবগত আছে বলে দাবি করে। এক বর্ণনায় আছে যে, এ ধরনের লোককেই গণক বলা হয়। মূলত গণক বলা হয় এমন ব্যক্তিকে যে ভবিষ্যতের গায়েবী বিষয় সম্পর্কে সংবাদ দেয় [অর্থাৎ যে ভবিষ্যত বাণী করে]। আবার কারো মতে যে ব্যক্তি ভবিষ্যতের গোপন খবর বলে দেয়ার দাবি করে তাকেই গণক বলা হয়। কারো মতে যে ব্যক্তি দিলের (গোপন) খবর দেয়ার দাবি করে, সেই গণক।

আবুল আব্বাস ইবনে তাইমিয়া (র) বলেছেন كَاهِنٌ [গণক], مُنَجِّمٌ (জ্যোতির্বিদ), এবং رَمَّالٌ (বালির উপর রেখা টেনে ভাগ্য গণনাকারী) এবং এ জাতীয় পদ্ধতিতে যারাই গায়েব সম্পর্কে কিছু জানার দাবি করে তাদেরকেই আররাফ (عَرَّافٌ) বলে। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা)

বলেছেন, এক কওমের কিছু লোক আরবি اَبْجَدْ লিখে নক্ষত্রের দিকে দৃষ্টি দেয় এবং তা দ্বারা ভাগ্যের ভালো-মন্দ যাচাই করে। পরকালে তাদের জন্য আল্লাহর কাছে কোন ভালো ফল আছে বলে আমি মনে করি না।

এ অধ্যায় থেকে ৭টি মাসয়ালা জানা যায়

১. গণনাকারীকে সত্য বলে বিশ্বাস করা এবং কুরআনের প্রতি ঈমান রাখা, এ দুটি বিষয় একই ব্যক্তির অন্তরে এক সাথে অবস্থান করতে পারে না।

২. ভাগ্য গণনা করা কুফরী হওয়ার ব্যাপারে সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৩. যার জন্য গণনা করা হয়, তার উল্লেখ।

৪. পাখি উড়িয়ে ভাগ্য পরীক্ষাকারীর উল্লেখ।

৫. যার জন্য যাদু করা হয়, তার উল্লেখ।

৬. ভাগ্য গণনা করার ব্যাপারে যে ব্যক্তি "আবজাদ" শিক্ষা করেছে তার উল্লেখ।

৭. এর মধ্যে পার্থক্য।(عَرَّافٌ) 'আররাফ' (كَاهِنٌ)'কাহেন,

২৭শ অধ্যায়

নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক জাদু

১. সাহাবী জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ-কে নাশরাহ বা প্রতিরোধমূলক যাদু সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বললেন,

هِيَ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ.

"এটা হচ্ছে শয়তানের কাজ" (আহমাদ, আবু দাউদ)

আবু দাউদ বলেন, ইমাম আহমদ (র)-কে নাশরাহ (প্রতিরোধমূলক যাদু) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। জবাবে তিনি বলেছেন, "ইবনে মাসউদ (রা)-এর (নাশরাহর) সব কিছুই অপছন্দ করতেন।"

সহীহ বুখারীতে কাতাদাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে, আমি ইবনুল মুসাইয়্যিবকে বললাম–

وَفِي الْبُخَارِيِّ عَنْ قَتَادَةَ قُلْتُ لِابْنِ الْمُسَيَّبِ : رَجُلٌ بِهِ طِبٌّ أَوْ يُؤْخَذُ عَنِ امْرَأَتِهِ أَيُحَلُّ عَنْهُ أَوْ يُنْشَرُ، قَالَ : لَا بَأْسَ بِهِ إِنَّمَا يُرِيْدُوْنَ بِهِ الْإِصْلَاحَ، فَأَمَّا مَا يَنْفَعُ فَلَمْ يَنْهَ عَنْهُ. انْتَهَى -

"একজন মানুষের অসুখ হয়েছে অথবা তাকে তার স্ত্রীর কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, এমতাবস্থায় তার এ সমস্যার সমাধান করা কিংবা প্রতিরোধমূলক যাদু (নাশরাহ)-এর মাধ্যমে চিকিৎসা করা যাবে কি? তিনি বললেন, 'এতে কোন দোষ নেই।' কারণ তারা এর (নাশরাহ) দ্বারা সংশোধন

ও কল্যাণ সাধন করতে চায়। যা দ্বারা মানুষের কল্যাণ ও উপকার সাধিত হয় তা নিষিদ্ধ নয়।"

হাসান (র) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন–

لاَ يَحِلُّ السِّحْرُ اِلاَّ السَّاحِرَ "একমাত্র যাদুকর ছাড়া অন্য কেউ যাদুকে হালাল মনে করে না।"

ইবনুল কাইয়্যিম বলেন– اَلنَّشْرَةُ حِلُّ السِّحْرِ عَنِ الْمَسْحُوْرِ

'নাশরাহ' হচ্ছে যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর থেকে যাদুর প্রভাব দূর করা।

নাশরাহ দু'ধরনের

প্রথমটি হচ্ছে, যাদুকৃত ব্যক্তি বা বস্তুর ওপর হতে যাদুর ক্রিয়া নষ্ট করার জন্য অনুরূপ যাদু দ্বারা চিকিৎসা করা। আর এটাই হচ্ছে শয়তানের কাজ। হাসান বসরী (র)-এর বক্তব্য দ্বারা এ কথাই বুঝানো হয়েছে। এক্ষেত্রে নাশের [যাদুর চিকিৎসক] ও মুনতাশার [যাদুকৃত রোগী] উভয়ই শয়তানের পছন্দনীয় কাজের মাধ্যমে শয়তানের নিকটবর্তী হয়। যার ফলে শয়তান যাদুকৃত রোগীর ওপর থেকে তার প্রভাব মিটিয়ে দেয়।

দ্বিতীয়টি হচ্ছে, ঝাড়-ফুঁক, বিভিন্ন ধরনের প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ, ঔষধ-পত্র প্রয়োগ ও শরীয়তসম্মত দোয়া ইত্যাদির মাধ্যমে চিকিৎসা করা এ ধরনের চিকিৎসা জায়েয।

এ অধ্যায় থেকে ২টি মাসয়ালা জানা যায়

১. নাশরাহ (প্রতিরোধমূলক যাদু) এর ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ।

২. নিষিদ্ধ বস্তু ও অনুমতি প্রাপ্ত বস্তুর মধ্যে পার্থক্যকরণ, যাতে সন্দেহমুক্ত হওয়া যায়।

২৮শ অধ্যায়

কুলক্ষণ সম্পর্কীয় বিবরণ

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

أَلَآ إِنَّمَا طَٰٓئِرُهُمْ عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ .

"মনে রেখো, আল্লাহ্র কাছেই রয়েছে তাদের কুলক্ষণসমূহের চাবিকাঠি। কিন্তু তাদের অধিকাংশ লোকই তা বুঝে না। (সূরা আরাফ : আয়াত- ১৩১)

২. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

قَالُوا۟ طَٰٓئِرُكُم مَّعَكُمْ .

"তারা বলল, তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে।"

(সূরা ইয়াসিন : আয়াত- ১৯)

৩. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَلَا هَامَةَ وَلَا صَفَرَ اخْرَجَاهُ زَادَ مُسْلِمٌ وَلَانَوْءَ وَلَا غَوْلَ .

"দ্বীন ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্য, কথার কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৭৫৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২০; তবে মুসলিমের হাদীসের 'নক্ষত্রের প্রভাবে বৃষ্টিপাত, রাক্ষস বা দৈত্য বলতে কিছুই নেই।')

বুখারী ও মুসলিমে আনাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

وَلَهُمَا عَنْ أَنَسٍ (رضـ) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : لَا عَدْوٰى وَلَا طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِى الْفَالُ، قَالُوْا وَمَا الْفَالُ؟ قَالَ : الْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ ـ

"ইসলামে সংক্রামক ব্যাধি আর কুলক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে 'ফাল' আমাকে অবাক করে (অর্থাৎ আমার কাছে ভালো লাগে।) সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, 'ফাল' কি জিনিস? জবাবে তিনি বললেন, 'উত্তম কথা'। (যে কথা শিরকমুক্ত)

৫. উকবা বিন আমের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের বিষয়টি রাসূল রাসূল ﷺ এর দরবারে উল্লেখ করা হলো। জবাবে তিনি বললেন–

أَحْسَنُهَا الْفَالُ، وَلَا تَرُدُّ مُسْلِمًا، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَقُلْ ـ

এগুলোর মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে 'ফাল'। কুলক্ষণ কোন মুসলমানকে স্বীয় কর্তব্য পালনে বাধাগ্রস্ত করতে পারে না। তোমাদের কেউ যদি অপছন্দনীয় কোন কিছু প্রত্যক্ষ করে তখন সে যেন বলে,

اَللّٰهُمَّ لَا يَأْتِىْ بِالْحَسَنَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ اِلَّا اَنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ ـ

"হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ দিতে পারে না। তুমি ছাড়া কেউ অকল্যাণ ও দূরাবস্থা দূর করতে পারে না। ক্ষমতা ও শক্তির আঁধার একমাত্র তুমিই।" (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯১৯)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ বলেছেন–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ مَرْفُوْعًا الطِّيَرَةُ شِرْكٌ الطِّيَرَةُ شِرْكٌ وَمَا مِنَّا اِلَّا وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يُذْهِبُهُ بِالتَّوَكُّلِ ـ

পাখি উড়িয়ে ভাগ্য গণনা করা শিরকী কাজ, পাখি উড়িয়ে লক্ষণ নির্ধারণ করা শিরকী কাজ, একাজ আমাদের নয়। আল্লাহ্ তা'আলা তাওয়াক্কুলের মাধ্যমে মুসলিমের দুশ্চিন্তাকে দূর করে দেন।

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৩৯১০; তিরমিযী, হাদীস নং ১৬১৪)

৭. আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে–

وَلِاَحْمَدَ مِنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَمْرٍو مَنْ رَدَّتْهُ الطِّيَرَةُ عَنْ حَاجَتِهِ فَقَدْ اَشْرَكَ، قَالُوْا : فَمَا كَفَّارَةُ ذٰلِكَ؟ قَالَ اَنْ تَقُوْلَ –

'কুলক্ষণ বা দুর্ভাগ্যের ধারণা যে ব্যক্তিকে তার স্বীয় প্রয়োজন, দায়িত্ব ও কর্তব্য থেকে দূরে রাখল, সে মূলত শিরক করল। সাহাবায়ে কেরাম জিজ্ঞেস করলেন, এর কাফ্ফারা কি? উত্তরে তিনি বললেন, তোমরা এ দোয়া পড়বে–

اَللّٰهُمَّ لَا خَيْرَ اِلَّا خَيْرُكَ وَلَا طَيْرَ اِلَّا طَيْرُكَ وَلَا اِلٰهَ غَيْرُكَ ـ

"হে আল্লাহ্! তোমার মঙ্গল ব্যতীত কোন মঙ্গল নেই। তোমার অকল্যাণ ছাড়া কোন অকল্যাণ নেই। আর তুমি ছাড়া কোন ইলাহ্ নেই।

(মুসনাদ আহমদ, ২/২২০)

৮. ফজল বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত আছে–

اِنَّمَا الطِّيَرَةُ مَا اَمْضَاكَ اَوْ رَدَّكَ

(তিয়ারাহ্) অর্থাৎ কুলক্ষণ হচ্ছে এমন জিনিস যা তোমাকে কোন অন্যায় কাজের দিকে ধাবিত করে অথবা কোন ন্যায় কাজ থেকে তোমাকে বিরত রাখে।" (মুসনাদ আহমদ, ১/২১৩, শু'আইব অরনাউৎ হাদীসটি যঈফ সাব্যস্ত করেছেন, ফাতহুল মাজীদ টীকা নং ২৭০)

এ অধ্যায় থেকে ৭টি মাসয়ালা জানা যায়

১. أَلَا إِنَّمَا طَائِرُهُمْ عِنْدَ اللّٰهِ [জেনে রেখো তাদের দুর্ভাগ্য আল্লাহর কাছে নিহিত] طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ [তোমাদের দুর্ভাগ্য তোমাদের সাথেই রয়েছে] এ আয়াত দু'টির ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

২. সংক্রামক রোগের অস্বীকৃতি।

৩. কুলক্ষণের অস্বীকৃতি।

৪. দুর্ভাগ্যের ব্যাপারে অস্বীকৃতি [অর্থাৎ দুর্ভাগ্য বলতে ইসলামে কোন কিছু নেই]

৫. কুলক্ষণ 'সফর' এর অস্বীকৃতি জ্ঞাপন [অর্থাৎ কুলক্ষণে 'সফর মাস' বলতে কিছুই নেই। জাহেলী যুগে সফর মাসকে কুলক্ষণ মনে করা হতো, ইসলাম এ ধারণাকে বাতিল ঘোষণা করেছে।]

৬. 'ফাল' উপরিউক্ত নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় জিনিসের অন্তর্ভুক্ত নয়। বরং এটা মুস্তাহাব।

৭. 'ফাল' এর ব্যাখ্যা।

২৯শ অধ্যায়

জ্যোতির্বিদ্যা সম্পর্কীয় শরিয়তের বিধান

ইমাম বুখারী (র) তাঁর সহীহ্ গ্রন্থে বলেছেন, কাতাদাহ (র) বলেছেন–

قَالَ الْبُخَارِيُّ فِيْ صَحِيْحِهٖ قَالَ قَتَادَةُ خَلَقَ اللّٰهُ هٰذِهِ النُّجُوْمَ لِثَلَاثٍ : زِيْنَةً لِّلسَّمَاءِ وَرُجُوْمًا لِّلشَّيَاطِيْنِ وَعَلَامَاتٍ يُهْتَدٰى بِهَا فَمَنْ تَاَوَّلَ فِيْهَا غَيْرَ ذٰلِكَ اَخْطَاَ وَاَضَاعَ نَصِيْبَهٗ وَتَكَلَّفَ مَا لَا عِلْمَ لَهٗ بِهٖ .

"আল্লাহ্ তা'আলা এসব নক্ষত্ররাজিকে তিনটি উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করেছেন, আকাশের সৌন্দর্যের জন্য, আঘাতের মাধ্যমে শয়তান বিতাড়নের জন্য এবং (দিকভ্রান্ত পথিকদের) নিদর্শন হিসেবে পথের দিশা পাওয়ার জন্য। যে ব্যক্তি এ উদ্দেশ্য ছাড়া এর ভিন্ন ব্যাখ্যা দিবে সে ভুল করবে এবং তার ভাগ্য নষ্ট করবে। আর এমন জটিল কাজ তার ঘাড়ে নিবে যে সম্পর্কে তার কোন জ্ঞানই থাকবে না।"

কাতাদাহ (র) চাঁদের কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জন অর্থাৎ জ্যোতির্বিদ্যা অপছন্দ করতেন। আর উ'য়াইনা এ বিদ্যার্জনের অনুমতি দেননি। উভয়ের কাছ থেকে হারব (র) একথা বর্ণনা করেছেন।

ইমাম আহমদ এবং ইসহাক (র) (চাঁদের) কক্ষপথ জানার অনুমতি দিয়েছেন।

আবু মূসা আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

عَنْ أَبِىْ مُوْسٰى قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ مُدْمِنُ الْخَمْرِ وَمُصَدِّقٌ بِالسِّحْرِ وَقَاطِعُ الرَّحِمِ.

আবূ মূসা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, তিন ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না : ১. সর্বদা মদ্যপানকারী, ২. যাদুর সত্যায়নকারী এবং ৩. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী। আহমদ এবং ইবনু হিব্বান আর সহীহ্ গ্রন্থে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

তিন শ্রেণীর লোক জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না,

১. মাদকাসক্ত ব্যক্তি ২. আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এবং ৩. জাদুর প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী। (আহমদ ও ইবনু হিব্বান)

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১. নক্ষত্র সৃষ্টির রহস্য।

২. নক্ষত্র সৃষ্টির ভিন্ন উদ্দেশ্য বর্ণনাকারীর সমুচিত জবাব প্রদান।

৩. কক্ষ সংক্রান্ত বিদ্যার্জনের ব্যাপারে মতভেদের উল্লেখ।

৪. জাদু বাতিল জানা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি জাদুর অন্তর্ভুক্ত সামান্য জিনিসেও বিশ্বাস করবে, তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী।

৩০ তম অধ্যায়

নক্ষত্রের ওসীলায় বৃষ্টি কামনা করা

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَتَجْعَلُوْنَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُوْنَ .

"তোমরা (নক্ষত্রের মধ্যে তোমাদের) রিযিক নিহত আছে মনে করে আল্লাহর নিয়ামতকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছ।" (সূরা ওয়াকেয়া : আয়াত- ৮২)

২. আবু মালেক আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

أَرْبَعٌ فِىْ أُمَّتِىْ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُوْنَهُنَّ : اَلْفَخْرُ بِالْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِى الْأَنْسَابِ وَالْاِسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُوْمِ وَالنِّيَاحَةُ، وَقَالَ : النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِّنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِّنْ جَرَبٍ .

'জাহেলী যুগের চারটি কুস্বভাব আমার উম্মতের মধ্যে বিদ্যমান থাকবে, যা তারা পুরোপুরি পরিত্যাগ করতে পারবে না। এক. আভিজাত্যের অহংকার করা। দুই. বংশের বদনাম গাওয়া। তিন. নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির পানি কামনা করা এবং চার. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।

তিনি আরো বলেন, 'মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিণী তার মৃত্যুর পূর্বে যদি তাওবা না করে, তবে কিয়ামতের দিন তেল চিট-চিটে জামা আর মরিচা ধরা বর্ম পরিধান করে উঠবে।'

(মুসলিম, হাদীস নং ৯৩৪; মুসনাদ আহমদ, ৫/৩৪৬, ৩৪৪)

৩. ইমাম বুখারী ও মুসলিম যায়েদ বিন খালেদ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন, 'তিনি বলেছেন−

هَلْ تَدْرُوْنَ مَا ذَا قَالَ رَبُّكُمْ، قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ اَعْلَمُ، قَالَ : قَالَ اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ، فَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهٖ فَذٰلِكَ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ بِالْكَوَاكِبِ وَاَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذٰلِكَ كَافِرٌ بِىْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوَاكِبِ.

রাসূল ﷺ হুদাইবিয়াতে আমাদেরকে নিয়ে ফজরের সালাত পড়লেন। সে রাতে আকাশটা মেঘাচ্ছন্ন ছিল।' সালাতান্তে রাসূল ﷺ লোকদের দিকে ফিরে বললেন, "তোমরা কি জানো তোমাদের প্রভু কি বলেছেন? লোকেরা বলল, 'আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।' তিনি বললেন, 'আল্লাহ বলেছেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি ঈমানদার হিসেবে আবার কেউ কাফের হিসেবে সকাল অতিবাহিত করল। যে ব্যক্তি বলেছে, 'আল্লাহর ফজল ও রহমতে বৃষ্টি হয়েছে, সে আমার প্রতি ঈমান এনেছে আর নক্ষত্রকে অস্বীকার করেছে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি বলেছে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের 'ওসীলায়' বৃষ্টিপাত হয়েছে, সে আমাকে অস্বীকার করেছে আর নক্ষত্রের প্রতি ঈমান এনেছে।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১০৩৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭১)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) হতে এ অর্থেই হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাতে এ কথা আছে যে, কেউ কেউ বলেছেন, 'অমুক অমুক নক্ষত্র সত্য প্রমাণিত হয়েছে।' তখন আল্লাহ তা'আলা আয়াত নাযিল করেন,

فَلَآ اُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُوْمِ اِلٰى قَوْلِهٖ تَعَالٰى تُكَذِّبُوْنَ.

"আমি নক্ষত্র রাজির [অস্তমিত হওয়ার] স্থানসমূহের কসম করে বলছি, ... তোমরা মিথ্যাচারিতায় মগ্ন রয়েছ।" (সূরা ওয়াকিয়া : আয়াত-৭৫-৮২)

এ অধ্যায় থেকে ১০টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা ওয়াকেয়ার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।

২. জাহেলী যুগের চারটি স্বভাবের উল্লেখ।

৩. উল্লেখিত স্বভাবগুলোর কোন কোনটির কুফরী হওয়ার উল্লেখ।

৪. এমন কিছু কুফরী আছে যা মুসলিম মিল্লাত থেকে একেবারে নিশ্চিহ্ন হবে না।

৫. 'বান্দাদের মধ্যে কেউ আমার প্রতি বিশ্বাসী আবার কেউ অবিশ্বাসী হয়েছে' এ বাণীর উপলক্ষ হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার নে'আমত (বৃষ্টি) নাযিল হওয়া।

৬. এ ব্যাপারে ঈমানের জন্য মেধা ও বিচক্ষণতা প্রয়োজন।

৭. এ ক্ষেত্রে কুফরী থেকে বাঁচার জন্য বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রয়োজন।

৮. لَقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كَذَا وَكَذَا (অমুক অমুক নক্ষত্রের প্রভাব সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে) এর মর্মার্থ বুঝতে হলে জ্ঞান-বুদ্ধির প্রয়োজন।

৯. তোমরা জানো কি 'তোমাদের রব কি বলেছেন?' এ কথা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয় যে, কোন বিষয় শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষক ছাত্রকে প্রশ্ন করতে পারেন।

১০. মৃত ব্যক্তির জন্য বিলাপকারিণীর জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

৩১শ অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার ভালোবাসা দ্বীনের স্তম্ভ

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّتَّخِذُ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اَنْدَادًا يُّحِبُّوْنَهُمْ كَحُبِّ اللّٰهِ.

"মানুষের মধ্যে এমন মানুষও রয়েছে যারা আল্লাহ্ ব্যতীত অপরকে শরীক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ্কে ভালোবাসার মতোই তাদেরকে ভালোবাসে।"।

(সূরা বাকারা : আয়াত-১৬৫)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ - اِلٰى قَوْلِهٖ اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ -

"হে রাসূল! আপনি বলে দিন, 'যদি তোমাদের মাতা-পিতা, সন্তান-সন্ততি, ভাই-বোন, তোমাদের স্ত্রী, আত্মীয়-স্বজন, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ঐ ব্যবসা যার লোকসান হওয়াকে তোমরা অপছন্দ কর, তোমাদের পছন্দনীয় বাড়ি-ঘর, তোমাদের নিকট আল্লাহ্, তাঁর রাসূল এবং তাঁরই পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তাহলে তোমরা আল্লাহ্র চূড়ান্ত ফায়সালা আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর।" (সূরা তাওবা : আয়াত- ২৪)

৩. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى اَكُوْنَ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِنْ وَّالِدِهٖ وَوَلَدِهٖ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ -

"তোমাদের মধ্যে ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ পূর্ণাঙ্গ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না আমি তার কাছে তার সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতা এবং সমস্ত মানুষের চেয়ে অধিক প্রিয় হই।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫; সহীহ মুসলিম, হাদীস ৪৪)

৪. আনাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَّكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُّحِبَّ الْمَرْءَ لَا يُحِبُّهُ اِلَّا لِلّٰهِ وَاَنْ يَّكْرَهَ اَنْ يَّعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اِذْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُّقْذَفَ فِى النَّارِ.

"যার মধ্যে তিনটি জিনিস বিদ্যমান আছে সে ব্যক্তি এগুলো দ্বারা ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পেরেছে। এক. তার কাছে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সর্বাধিক প্রিয় হওয়া। দুই. একমাত্র আল্লাহ তা'আলার (সন্তুষ্টি লাভের) জন্য কোন ব্যক্তিকে ভালোবাসা। তিন. আল্লাহ তা'আলা তাকে কুফরী থেকে উদ্ধার করার পর পুনরায় কুফরীর দিকে প্রত্যাবর্তন করা, তার কাছে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার মতোই অপছন্দনীয় হওয়া।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৬, ২১, ৬৯৪১; সহীহ মুসলিম হাদীস নং ৪৩)

অন্য একটি বর্ণনায় আছে- ..... لَا يَجِدُ اَحَدٌ حَلَاوَةَ الْاِيْمَانِ حَتّٰى

অর্থাৎ, কেউ ঈমানের স্বাদ পাবে না যতক্ষণ না .... (হাদিসের শেষ পর্যন্ত।]

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬০৪১)

৬. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশ্যে ভালোবাসে, আল্লাহর উদ্দেশ্যেই ঘৃণা করে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করে, আল্লাহর জন্যই শত্রুতা পোষণ করে; সে ব্যক্তি এ বৈশিষ্ট্যের দ্বারা নিশ্চয়ই আল্লাহর বন্ধুত্ব লাভ করবে। আর এ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হওয়া ব্যতীত সালাত রোযার পরিমাণ যত বেশিই হোক না কেন,

কোন বান্দাই ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে না। (ইবনে জারীর; ইবনে মুবারাক, কিতাব আযযুহুদ, হাদীস নং ৩৫৩; ত্বাবারানী, ১২/১৩৫৩৭)

সাধারণতঃ মানুষের মধ্যে পরস্পারিক ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের ভিত্তি হয়ে দাঁড়িয়েছে পার্থিব স্বার্থ। এ জাতীয় ভ্রাতৃত্ব ও বন্ধুত্বের দ্বারা কোন উপকার সাধিত হয় না। (ইবনে জারীর)

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ

অর্থাৎ, তাদের সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এ সম্পর্ক হচ্ছে বন্ধুত্ব ও ভালোবাসার সম্পর্ক।

এ অধ্যায় থেকে ১০টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা বাকারার ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

২. সূরা তাওবার ২৪ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. রাসূল ﷺ এর প্রতি ভালোবাসাকে জীবন, পরিবার ও ধন-সম্পদের ওপর অগ্রাধিকার দেয়া ওয়াজিব।

৪. কোন্ কোন বিষয় এমন আছে যা ঈমানের পরিপন্থী হলেও এর দ্বারা ইসলামের গণ্ডি থেকে বের হয়ে যাওয়া বুঝায় না। [এমতাবস্থায় তাকে অপূর্ণাঙ্গ মু'মিন বলা যেতে পারে]।

৫. ঈমানের একটা স্বাদ আছে। মানুষ কখনো এ স্বাদ অনুভব করতেও পারে, আবার কখনো অনুভব নাও করতে পারে।

৬. অন্তরের এমন চারটি আমল আছে যা ছাড়া আল্লাহর বন্ধুত্ব ও নৈকট্য লাভ করা যায় না, ঈমানের স্বাদও অনুভব করা যায় না।

৭. একজন প্রখ্যাত সাহাবী দুনিয়ার এ বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পেরেছিল যে, পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব সাধারণত গড়ে উঠে পার্থিব বিষয়ের ভিত্তিতে।

৮. وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ এর তাফসীর।

৯. মুশরিকদের মধ্যেও এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহকে খুব ভালোবাসে [কিন্তু শিরকের কারণে এ ভালোবাসা অর্থহীন।]

১০. যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে এবং ঐ শরীককে আল্লাহকে ভালোবাসার মতোই ভালোবাসে সে শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় ধরনের শিরক করল।

৩২শ অধ্যায়

আল্লাহর ভয়

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطَانُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَاۤءَهٗ فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

"নিশ্চয়ই এরা হলো শয়তান, যারা তোমাদেরকে তার বন্ধুদের (কাফের বেঈমান) দ্বারা ভয় দেখায়। তোমরা যদি প্রকৃত মু'মিন হয়ে থাক। তাহলে তাদেরকে [শয়তানের সহচরদেরকে] ভয় কর না বরং আমাকে ভয় কর।"

(সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৭৫)

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسَاجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَاَقَامَ الصَّلٰوةَ وَاٰتَى الزَّكٰوةَ وَلَمْ يَخْشَ اِلَّا اللّٰهَ ـ

"আল্লাহর মসজিদগুলোকে একমাত্র তারাই আবাদ করতে পারে যারা আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং একমাত্র আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকে ভয় করে না।"

(সূরা তাওবা : আয়াত- ১৮)

৩. আল্লাহ্ তা'আলা অন্য আয়াতে ইরশাদ করেছেন–

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَّقُوْلُ اٰمَنَّا بِاللّٰهِ فَاِذَآ اُوْذِيَ فِي اللّٰهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللّٰهِ -

"মানুষের মধ্যে এমন কিছু মানুষ আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ্র ওপর ঈমান এনেছি। এরপর যখন আল্লাহ্র পথে তারা দুঃখ-কষ্ট পায় তখন মানুষের চাপানো দুঃখ-কষ্টের পরীক্ষাকে তারা আল্লাহ্র আযাবের সমতুল্য মনে করে।" (সূরা আনকাবূত : আয়াত-১০)

৪. আবু সাঈদ খুদরী (রা) থেকে 'মারফূ' হাদীসে বর্ণিত আছে–

عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ (رضى) مَرْفُوْعًا اَنَّ مِنْ ضُعْفِ الْيَقِيْنِ اَنْ تُرْضِيَ النَّاسَ بِسَخَطِ اللّٰهِ وَاَنْ تَحْمَدَهُمْ عَلٰى رِزْقِ اللّٰهِ وَاَنْ تَذُمَّهُمْ عَلٰى مَا لَمْ يُؤْتِكَ اللّٰهُ اِنَّ رِزْقَ اللّٰهِ لَا يَجُرُّهٗ حِرْصُ حَرِيْصٍ وَّلَا يَرُدُّهٗ كَرَاهِيَةُ كَارِهٍ -

ঈমানের দুর্বলতা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করা, আল্লাহর রিযিক ভোগ করে মানুষের গুণগান করা, তোমাকে আল্লাহ্ যা দান করেননি তার ব্যাপারে মানুষের বদনাম করা। কোন লোভীর লোভ আল্লাহ্র রিযিক টেনে আনতে পারে না। আবার কোন ঘৃণাকারীর ঘৃণা আল্লাহ্র রিযিক বন্ধ করতে পারে না। (শু'আবুল ঈমান, হাদীস নং ২০৭; এ হাদীসটি যঈফ, দেখুন, যঈফুল জামে,' হাদীস নং ২০০৯)

৫. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন,

مَنِ الْتَمَسَ رِضَا اللّٰهِ بِسَخَطِ النَّاسِ (رضى) وَاَرْضَى النَّاسُ عَنْهُ وَمَنْ اِلْتَمَسَ رِضَا النَّاسِ بِسَخَطِ اللّٰهِ سَخَطَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَسْخَطَ عَلَيْهِ النَّاسُ -

"যে ব্যক্তি মানুষকে নারাজ করে আল্লাহর সন্তুষ্টি চায়, তার ওপর আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন, আর মানুষকেও তার প্রতি সন্তুষ্ট করে দেন। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে নারাজ করে মানুষের সন্তুষ্টি চায়, তার ওপর আল্লাহও অসন্তুষ্ট হন এবং মানুষকেও তার প্রতি অসন্তুষ্ট করে দেন।

(ইবনে হিব্বান, হাদীস নং ১৫৪১-১৫৪২; জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৪)

এ অধ্যায় থেকে ৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা আলে-ইমরানের ১৭৫ নং আয়াতের তাফসীর।

২. সূরা তাওবার ১৮ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. সূরা আনকাবুতের ১০ নং আয়াতের তাফসীর।

৪. ঈমান শক্তিশালী হওয়া আবার দুর্বল হওয়া সংক্রান্ত কথা।

৩৩শ অধ্যায়

তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর ওপর ভরসা

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَعَلَى اللّٰهِ فَتَوَكَّلُوْٓا اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ـ

"তোমরা যদি মু'মিন হয়ে থাক, তাহলে একমাত্র আল্লাহর ওপরই ভরসা কর।" (সূরা মায়েদা : আয়াত-২৩)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন–

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ ـ

"একমাত্র তারাই মুমিন যাদের সামনে আল্লাহর কথা স্মরণ করা হলে তাদের অন্তরে ভয়ের সঞ্চার হয়।" (সূরা আন'ফাল : আয়াত-২)

৩. আল্লাহ্ তা'আলা বলেন–

وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهٗ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ভরসা করে তার জন্য আল্লাহ্ তা'আলাই যথেষ্ট।"
(সূরা তালাক : আয়াত-৩)

৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ (رضى) قَالَ : حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ، قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ ﷺ حِيْنَ اُلْقِىَ فِى النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ ﷺ

حِيْنَ قَالُوْا لَهُ : اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

ইবনে 'আব্বাস (রা) বলেন, 'হাসবুনাল্লাহ ওয়ানি'মাল ওয়াকীল' এই আয়াতটি ইবরাহীম (আ) বলেছেন, যখন তাকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ ﷺ বলেছেন, যখন তাকে লোকেরা বলল যে, আপনাদের বিরুদ্ধে জনগণ বিরাট বাহিনী জমা করেছে, আপনারা তাদেরকে ভয় করুন। "

এতে মু'মিনদের ঈমান আরও বর্ধিত হল" আয়াতের শেষ পর্যন্ত। হাদীসটি বুখারী ও নাসায়ী বর্ণনা করেছেন।

এ কথা ইবরাহীম (আ) তখন বলেছিলেন, যখন তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আর মুহাম্মদ ﷺ একথা বলেছিলেন তখন, যখন তাঁকে বলা হলো,

اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ ـ

"লোকেরা আপনাদের বিরুদ্ধে এক শক্তিশালী বাহিনী জড়ো করেছে। অতএব তাদেরকে ভয় করুন। তখন তাঁদের ঈমান আরো বৃদ্ধি পেল।"

(সূরা আলে-ইমরান: আয়াত-১৭৩)।

এ অধ্যায় থেকে ৬টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা ফরজ।

২. আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করা ঈমানের শর্ত।

৩. সূরা আনফালের ২নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৪. আয়াতটির তাফসীর শেষাংশেই রয়েছে।

৫. সূরা তালাকের ৩ নং আয়াতের তাফসীর।

৬. কথাটি ইবরাহীম (আ) ও মুহাম্মদ ﷺ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ বিপদের সময় বলার কারণে এর গুরুত্ব ও মর্যাদা।

৩৪শ অধ্যায়

আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া উচিত নয়

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

اَفَاَمِنُوْا مَكْرَ اللّٰهِ فَلاَ يَاْمَنُ مَكْرَ اللّٰهِ اِلاَّ الْقَوْمُ الْخَاسِرُوْنَ -

"তারা কি আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে নিশ্চিন্ত [নির্ভয়] হয়ে গেছে? বস্তুত: আল্লাহর পাকড়াও থেকে বাঁচার ব্যাপারে একমাত্র হতভাগ্য ক্ষতিগ্রস্ত ছাড়া অন্য কেউ ভয়-হীন হতে পারে না।"

(সূরা আরাফ : আয়াত- ৯৯)

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন-

وَمَنْ يَّقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلاَّ الضَّالُّوْنَ .

"একমাত্র পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া স্বীয় রবের রহমত থেকে আর কে নিরাশ হতে পারে?" (সূরা হিজর : আয়াত-৫৬)

৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূল ﷺ কবীরা গুনাহ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জবাবে বলেছেন, 'কবীরা গুনাহ হচ্ছে-

اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ وَالْيَاْسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ وَالْاَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللّٰهِ .

"আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা, আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর পাকড়াও থেকে নিজেকে নিরাপদ মনে করা।"

(মুসনাদ বাজ্জার, হাদীস নং ১০৬; মাযমাউয যাওয়ায়িদ, ১০৪)

৪. আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন–

اَكْبَرُ الْكَبَائِرِ اَلاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَالْاَمْنُ مِنْ مَكْرِ اللّٰهِ وَالْقُنُوْطُ مِنَ رَحْمَةِ اللّٰهِ وَالْيَاْسُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ ـ

"সবচেয় বড় গুনাহ হচ্ছে : আল্লাহর শাস্তি হতে নিজেকে নিরাপদ মনে করা, আল্লাহর রহমত হতে নিরাশ হওয়া এবং আল্লাহর করুণা থেকে নিজেকে বঞ্চিত মনে করা।"

(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ১০/৪৫৯; ত্বাবারানী, হাদীস নং ৮৭৮৭)

এ অধ্যায় থেকে ৩টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা আ'রাফের ৯৯নং আয়াতের তাফসীর।

২. সূরা হিজরের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. আল্লাহর পাকড়াও থেকে ভয়হীন ব্যক্তির জন্য কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।

৩৫শ অধ্যায়

তাকদীরের (ফায়সালার) ওপর ধৈর্যধারণ করা ঈমানের অঙ্গ

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَمَنْ يُّؤْمِنْ بِاللّٰهِ يَهْدِ قَلْبَهٗ.

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওপর ঈমান আনে, তার অন্তরকে তিনি হেদায়াত দান করেন।" (সূরা তাগাবুন : আয়াত-১১)

২. আলকামা (রা) বলেছেন, ঐ ব্যক্তিই মু'মিন, যে ব্যক্তি বিপদ আসলে মনে করে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে এসেছে। এর ফলে সে বিপদগ্রস্ত হয়েও সন্তুষ্ট থাকে এবং বিপদকে খুব সহজেই স্বীকার করে নেয়।

৩. সহীহ মুসলিমে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে-

وَفِى صَحِيْحِ مُسْلِمٍ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : اِثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ اَلطَّعْنُ فِى النَّسَبِ وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ.

রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন, "মানুষের মধ্যে এমন দু'টি খারাপ স্বভাব রয়েছে যার দ্বারা তাদের কুফরী প্রকাশ পায়। একটি হচ্ছে, বংশ উল্লেখ করে খোটা দেয়া, আর একটি হচ্ছে মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ করা।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৬৭; মুসনাদ আহমদ, ২/৩৭৭, ৪৪১, ৪৯৬)

৪. ইমাম বুখারী ও মুসলিম ইবনে মাসউদ (রা) হতে মারফু হাদীসে বর্ণনা করেন-

اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ الْخَيْرَ عَجَّلَ لَهٗ بِالْعُقُوْبَةِ فِى الدُّنْيَا وَاِذَا اَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهٖ حَتّٰى يُوَافِى بِهٖ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

"আল্লাহ্ তা'আলা যখন তাঁর কোন বান্দার মঙ্গল করতে চান, তখন তাড়াতাড়ি করে দুনিয়াতেই তার অপরাধের শাস্তি দিয়ে থাকেন। পক্ষান্তরে তিনি যখন তাঁর কোন বান্দার অমঙ্গল করতে চান, তখন দুনিয়াতে তার পাপের শাস্তি দেয়া থেকে বিরত থাকেন, যেন কিয়ামতের দিন তাকে পুরো শাস্তি দিতে পারেন। (জামে' তিরমিযী হাদীস নং ২৩৯৬)

৫. রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

قَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِىَ فَلَهُ الرِّضَا، وَمَنْ سَخَطَ فَلَهُ السَّخَطُ حَسَّنَهُ التِّرْمِذِيُّ.

"পরীক্ষা যত কঠিন হয়, পুরস্কার তত বড় হয়।" আল্লাহ্ তা'আলা যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন সে জাতিকে তিনি পরীক্ষা করেন। এতে যে ব্যক্তি সন্তুষ্টি থাকে, তার ওপর আল্লাহ্ও সন্তুষ্ট থাকেন। আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয়, তার প্রতি আল্লাহ্ও অসন্তুষ্ট থাকেন। (তিরমিযী, হাদীস নং ২৩৯৬)

এ অধ্যায় থেকে ৯টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা তাগাবুন এর ১১ নং আয়াতের তাফসীর।
২. বিপদে ধৈর্য ধারণ ও আল্লাহ্র ফায়সালায় সন্তুষ্ট থাকা ঈমানের অঙ্গ।
৩. কারো বংশের প্রতি অপবাদ দেয়া বা দুর্নাম করা কুফরীর শামিল।
৪. যে ব্যক্তি মৃতব্যক্তির জন্য বিলাপ করে, গাল-চাপড়ায়, জামার আস্তিন ছিঁড়ে ফেলে এবং জাহেলী যুগের কোন রীতি নীতির প্রতি আহ্বান জানায়, তার প্রতি কঠোর শাস্তির ভয় প্রদর্শন।
৫. বান্দার মঙ্গলের প্রতি আল্লাহ্র ইচ্ছার নিদর্শন।
৬. বান্দার প্রতি আল্লাহ্র অমঙ্গলেচ্ছার নিদর্শন।
৭. বান্দার প্রতি আল্লাহ্র ভালোবাসার নিদর্শন।
৮. আল্লাহ্র প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া হারাম।
৯. বিপদে আল্লাহ্র প্রতি সন্তুষ্ট থাকার সওয়াব।

৩৬শ অধ্যায়

রিয়া (প্রদর্শনেচ্ছা) প্রসঙ্গে শরিয়তের বিধান

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

قُلْ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوْحٰى اِلَىَّ اَنَّمَا اِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ -

"[হে মুহাম্মদ!], আপনি বলে দিন, আমি তোমাদের মতোই একজন মানুষ। আমার নিকট এ মর্মে অহী পাঠানো হয় যে, তোমাদের ইলাহই একক ইলাহ।" (সূরা কাহাফ: আয়াত-১১০)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে 'মারফূ' হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ তা'আলা বলেন–

اَنَا اَغْنٰى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا اَشْرَكَ مَعِىْ فِيْهِ غَيْرِىْ تَرَكْتُهٗ وَشِرْكَهٗ -

"আমি অংশীদারদের শিরক (অর্থাৎ অংশিদারিত্ব) থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যে ব্যক্তি কোন কাজ করে ঐ কাজে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করে, আমি (ঐ) ব্যক্তিকে এবং শিরককে (অংশীদারকে ও অংশিদারিত্বকে) প্রত্যাখ্যান করি।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৮৫)

৩. আবু সাঈদ (রা) থেকে অন্য এক 'মারফূ' হাদীসে বর্ণিত আছে–

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ اَخْوَفُ عَلَيْكُمْ عِنْدِىْ مِنَ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ، قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، قَالَ الشِّرْكُ الْخَفِىُّ، يَقُوْمُ الرَّجُلُ فَيُصَلِّىْ فَيُزَيِّنُ صَلَاتَهٗ لِمَا يَرٰى مِنْ نَظَرِ رَجُلٍ -

“আমি কি তোমাদের এমন বিষয়ে সংবাদ দেব না? যে বিষয়টি আমার কাছে ‘মসীহ্ দাজ্জালের’ চেয়েও ভয়ঙ্কর?” সাহাবায়ে কেরাম বললেন, হ্যাঁ। তিনি বললেন, ‘তা হচ্ছে ‘শিরকে খফী’ বা গুপ্ত শিরক। । [আর এর উদাহরণ হচ্ছে] একজন মানুষ দাঁড়িয়ে শুধু এ জন্যই তার সালাতকে খুব সুন্দরভাবে আদায় করে যে, কোন মানুষ তার সালাত দেখছে (বলে সে মনে করছে)।

(মুসনাদ আহমদ, ৩/৩০; সুনান ইবনু মাজাহ, হাদীস নং ৫২০৪)

এ অধ্যায় থেকে ৬টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা কাহাফের ১১০ নং আয়াতের তাফসীর।

২. নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ক্ষেত্রে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি হচ্ছে উক্ত নেক কাজ করতে গিয়ে আল্লাহ্ ছাড়ও অন্যকে খুশী করার নিয়ত।

৩. এর [অর্থাৎ শিরক মিশ্রিত নেক আমল প্রত্যাখ্যাত হওয়ার] অনিবার্য কারণ হচ্ছে, আল্লাহর কারো মুখাপেক্ষী না হওয়া। [এ জন্য গাইরুল্লাহ মিশ্রিত কোন আমল তাঁর প্রয়োজন নেই।]

৪. আরো একটি কারণ হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'আলার সাথে যাদেরকে শরীক করা হয়, তাদের সকলের চেয়ে আল্লাহ্ বহুগুণে উত্তম।

৫. রাসূল ﷺ-এর অন্তরে রিয়ার ব্যাপারে সাহাবায়ে কেরামের ওপর ভয় ও আশংকা।

৬. রাসূল ﷺ রিয়ার ব্যাখ্যা এভাবে দিয়েছেন যে, একজন মানুষ মূলত সালাত আদায় করবে আল্লাহ্রই জন্যে। তবে সালাতকে সুন্দরভাবে আদায় করবে শুধু এজন্য যে, সে মনে করে কোন মানুষ তার সালাত দেখছে।

৩৭শ অধ্যায়

নিছক পার্থিব স্বার্থে কোন কাজ করা শিরক

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

مَنْ كَانَ يُرِيْدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا نُوَفِّ اِلَيْهِمْ اَعْمَالَهُمْ فِيْهَا وَهُمْ فِيْهَا لَا يُبْخَسُوْنَ - أُولَئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا النَّارَ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ -

"যারা শুধু দুনিয়ার জীবন এবং এর চাকচিক্য কামনা করে, আমি তাদের সব কাজের প্রতিদান দুনিয়াতেই দিয়ে থাকি। এতে তাদের কম করা হবে না। এরা এমন লোক যে, এদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ব্যতীত আর কিছু নেই। তারা যা কিছু করেছিল তা সেখানে নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তারা যা করে থাকে তা নিরর্থক।" (সূরা হুদ : আয়াত- ১৫-১৬)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

فِى الصَّحِيْحِ عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ (رضى) قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَعِسَ عَبْدُ الدِّيْنَارِ تَعِسَ عَبْدُ الدِّرْهَمِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْصَةِ تَعِسَ عَبْدُ الْخَمِيْلَةِ اِنْ اُعْطِىَ رَضِىَ وَاِنْ لَمْ يُعْطَ سَخَطَ تَعِسَ وَانْتَكَسَ وَاِذَا شَبَكَ فَلَا انْتَقَشَ طُوْبٰى

لِعَبْدٍ اَخَذَ بِعَنَانِ فَرَسِهٖ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَشْعَثَ رَأْسُهُ مُغْبَرَّةٌ قَدَمَاهُ اِنْ كَانَ فِى الْحَرَاسَةِ وَاِنْ كَانَ فِى السَّاقَةِ كَانَ فِى السَّاقَةِ وَاِنِ اسْتَأْذَنَ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ وَاِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ ـ

"দীনার ও দেরহাম অর্থাৎ টাকা-পয়সার পূজারীরা ধ্বংস হোক। রেশম পূজারী [পোশাক-বিলাসী] ধ্বংস হোক। তাকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে রাগান্বিত হয়। সে ধ্বংস হোক, তার আরো খারাপ হোক, কাঁটা-ফুটলে সে তা খুলতে সক্ষম না হয় [অর্থাৎ সে বিপদ থেকে উদ্ধার না পাক।] সে বান্দা সৌভাগ্যের অধিকারী যে আল্লাহ্র রাস্তায় তার ঘোড়ার লাগাম ধরে রেখেছে, মাথার চুলগুলোকে এলো-মেলো করেছে আর পদযুগলকে করেছে ধূলিমলিন। তাকে পাহারার দায়িত্ব দিলে সে পাহারাতেই লেগে থাকে। সেনাদলের শেষ ভাগে তাকে নিয়োজিত করলে সে শেষ ভাগেই লেগে থাকে। সে অনুমতি চাইলে তাকে অনুমতি দেয়া হয় না। তার ব্যাপারে সুপারিশ করলে তার সুপারিশ গৃহীত হয় না।

(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ২৭৭৮)

এ অধ্যায় থেকে ৭টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আখেরাতের আমল দ্বারা মানুষের দুনিয়া হাসিলের ইচ্ছা।

২. সূরা হুদের ১৫ ও ১৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. একজন মুসলিমকে দিনার-দেরহাম ও পোশাকের বিলাসী হিসেবে আখ্যায়িত করা।

৪. উপরিউক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা হচ্ছে, বান্দাহকে দিতে পারলেই খুশী হয়, না দিতে পারলে অসন্তুষ্ট হয়। এ ধরনের লোক দুনিয়াদার।

৫. দুনিয়াদারকে আল্লাহ্র নবী এ বদদোয়া করেছেন, "সে ধ্বংস হোক, সে অপমানিত হোক বা অপদস্ত হোক।"

৬. দুনিয়াদারকে এ বলেও বদদোয়া করেছেন, "তার গায়ে কাঁটা ফুটুক এবং তা সে খুলতে না পারুক।"

৭. হাদীসে বর্ণিত গুণাবলিতে গুণান্বিত মুজাহিদের প্রশংসা করা হয়েছে। সে সৌভাগ্যের অধিকারী বলে জানান হয়েছে।

৩৮-শ অধ্যায়

যে ব্যক্তি আল্লাহর হালালকৃত জিনিস হারাম এবং হারামকৃত জিনিসকে হালাল করার ব্যাপারে [অন্ধভাবে], আলেম, বুযুর্গ ও নেতাদের আনুগত্য করল, সে মূলত তাদেরকে রব হিসেবে গ্রহণ করল

১. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রা) বলেন–

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : يُوْشِكُ اَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ حِجَارَةٌ مِنَ السَّمَاءِ اَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وتَقُوْلُوْنَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ وَعُمَرُ .

"তোমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষিত হওয়ার সময় প্রায় ঘনিয়ে এসেছে। কারণ, আমি বলছি, "রাসূল ﷺ বলেছেন।" অথচ তোমরা বলছ, "আবু বকর এবং ওমর (রা) বলেছেন।" (মুসনাদ আহমদ, ১/৩৩৭)

২. ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (র) বলেছেন, "ঐ সব লোকদের ব্যাপারে আমার কাছে খুবই অবাক লাগে, যারা হাদীসের সনদ ও 'সিহহাত' [বিশুদ্ধতা] অর্থাৎ হাদীসের পরম্পরা ও সহীহ হওয়ার বিষয়টি জানার পরও সুফিয়ান সওরীর মতামতকে গ্রহণ করে। অথচ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَن تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ .

"যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করে, তাদের এ ভয় করা উচিত যে, তাদের ওপর কোন কঠিন পরীক্ষা কিংবা কোন যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এসে পড়ে।"
(সূরা নূর : আয়াত–৮৩)

তুমি কি জানো ফিতনা কি? ফিতনা হচ্ছে শিরক। সম্ভবত তাঁর কোন কথা অন্তরে বক্রতার সৃষ্টি করলে এর ফলে সে ধ্বংস হয়ে যাবে।

৩. আদী বিন হাতেম (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি রাসূল ﷺ-কে এ আয়াত পড়তে শুনলেন–

اِتَّخَذُوْٓا اَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ اَرْبَابًا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ ـ

"তারা [ইয়াহুদী ও খ্রিস্টান জাতির লোকেরা] আল্লাহর পরিবর্তে তাদের ধর্মীয় নেতা ও পুরোহিতদেরকে রব হিসেবে বরণ করে নিয়েছিল।" (সূরা তাওবা : আয়াত-৩১) তখন আমি নবীজিকে বললাম, 'আমরাতো তাদের ইবাদত করি না।' তিনি বললেন, 'আচ্ছা আল্লাহর হালাল ঘোষিত জিনিসকে তারা হারাম বললে, তোমরা কি তা হারাম হিসেবে গ্রহণ করো না? আবার আল্লাহর হারাম ঘোষিত জিনিসকে তারা হালাল বললেন, তোমরা কি তা হালাল হিসেবে গ্রহণ করো না? তখন আমি বললাম, হ্যাঁ, তিনি তখন বললেন, 'এটাই তাদের ইবাদত (করার মধ্যে গণ্য।)'

(আহমদ ও তিরমিযী এবং ইমাম তিরমিযী হাসান বলেছেন)

এ অধ্যায় থেকে ৫টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা নূরের ৬৩ নং আয়াতের তাফসীর।

২. সূরা তাওবার ৩১ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. আদী বিন হাতেম ইবাদতের যে অর্থ অস্বীকার করেছেন, সে ব্যাপারে সতর্কীকরণ।

৪. ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক আবু বকর এবং ওমর (রা)-এর দৃষ্টান্ত আর ইমাম আহমাদ (রা) কর্তৃক সুফিয়ান সওরীর দৃষ্টান্ত পেশ করা।

৫. অবস্থার পরিবর্তন মানুষকে এমন [গোমরাহীর] পর্যায়ে উপনীত করে, যার ফলে পণ্ডিত ও পীর বুযুর্গের পূজা করাটাই তাদের কাছে সর্বোত্তম ইবাদতে পরিণত হয়। আর এরই নাম দেয়া হয় "বেলায়াত।" 'আহবার' তথা পণ্ডিত ব্যক্তিদের ইবাদত হচ্ছে, তাদের জ্ঞান ও প্রজ্ঞা। অতঃপর অবস্থার পরিবর্তন সাধিত হয়ে এমন পর্যায়ে এসে উপনীত হয়েছে যে, যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর ইবাদত করল, সে সালেহ বা পুণ্যবান হিসেবে গণ্য হচ্ছে। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় অর্থে যে ইবাদত করল অর্থাৎ আল্লাহর জন্য ইবাদত করল, সেই জাহেল বা মূর্খ হিসেবে গণ্য হচ্ছে।

৩৯শ অধ্যায়

ঈমানের মিথ্যা দাবি

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ اَنَّهُمْ اٰمَنُوْا بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يَّتَحَاكَمُوْٓا اِلَى الطَّاغُوْتِ وَقَدْ اُمِرُوْٓا اَنْ يَّكْفُرُوْا بِهٖ وَيُرِيْدُ الشَّيْطَانُ اَنْ يُّضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيْدًا .

"আপনি কি তাদেরকে দেখেননি যারা আপনার ওপর যে কিতাব নাযিল হয়েছে এবং আপনার পূর্বে যা নাযিল হয়েছে তার প্রতি ঈমান এনেছে বলে দাবি করে? তারা বিচার ফয়সালার জন্য তাগুত [খোদাদ্রোহী শক্তি] এর কাছে যায়, অথচ তা অস্বীকার করার জন্য তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে আর শয়তান তাদেরকে চরম গোমরাহীতে নিমজ্জিত করতে চায়।"

(সূরা নিসা : আয়াত-৬০)

২. অন্যত্র আল্লাহ্ বলেন-

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ .

"তাদেরকে যখন বলা হয়, তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করো না, তখন তারা বলে, আমরাইতে শান্তিকামী।" (সূরা বাকারা : আয়াত-১১)

৩. আল্লাহ্ তা'আলা অন্যত্র ইরশাদ করেছেন–

وَلَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا ـ

"পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর তোমরা বিপর্যয় সৃষ্টি করো না।"

(সূরা আ'রাফ : আয়াত-৫৬)

৪. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন,

اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ ـ

"তারা কি বর্বর যুগের আইন চায়?" (সূরা মায়েদা : আয়াত-৫০)

৫. আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর থেকে বর্ণিত আছে, 'রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يُؤْمِنُ اَحَدُكُمْ حَتّٰى يَكُوْنَ هَوَاهُ تَبَعًا لِّمَا جِئْتُ بِهٖ ـ

"তোমাদের কেউ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ না তার প্রবৃত্তি আমার আনীত আদর্শের অধীন হয়।" (ইমাম নববী হাদীসটিকে তার কিতাবুল হুজ্জা হতে বর্ণনা করে সহীহ বলেছেন, হাদীস নং ৪১)

৬. ইমাম শা'বী (র) বলেছেন, একজন মুনাফিক এবং একজন ইহুদীর মধ্যে (একটি ব্যাপারে) ঝগড়া ছিল। ইহুদী বলল, 'আমরা এর বিচার ফয়সালার জন্য মুহাম্মদ ﷺ-এর কাছে যাব, কেননা মুহাম্মদ ﷺ ঘুষ গ্রহণ করেন না, এটা তার জানা ছিল। আর মুনাফিক বলল, 'ফায়সালার জন্য আমরা ইহুদী বিচারকের কাছে যাব, কেননা ইয়াহুদীরা ঘুষ খায়, এ কথা তার জানা ছিল। পরিশেষে তারা উভয়েই এ সিদ্ধান্তে উপনীত হলো যে, তারা এর বিচার ও ফয়সালার জন্য জোহাইনা গোত্রের এক গণকের কাছে যাবে। তখন এ আয়াত নাযিল হয়–

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ ـ

আরেকটি বর্ণনা মতে জানা যায়, ঝগড়া-বিবাদে লিপ্ত দু'জন লোকের ব্যাপারে এ আয়াত নাযিল হয়েছে। তাদের একজন বলেছিল, মীমাংসার জন্য আমরা নবী ﷺ-এর কাছে যাব, অপরজন বলেছিল, কা'ব বিন আশরাফের কাছে

যাব।' পরিশেষে তারা উভয়ে বিষয়টি মীমাংসার জন্য ওমর (রা)-এর কাছে সোপর্দ করল। তারপর তাদের একজন ঘটনাটি তাঁর কাছে উল্লেখ করল। সে ব্যক্তি রাসূল ﷺ-এর বিচার ফয়সালার ব্যাপারে সন্তুষ্ট হতে পারল না, তাকে লক্ষ্য করে ওমর (রা) বললেন, ঘটনাটি কি সত্যিই এরকম? সে বললো, হ্যাঁ, তখন তিনি তরবারির আঘাতে তাকে হত্যা করে ফেললেন।"

এ অধ্যায় থেকে ৮টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা নিসার ৬০ নং আয়াতের তাফসীর এবং তাগুতের মর্মার্থ বুঝার ক্ষেত্রে সহযোগিতা।

২. সূরা বাকারার ১১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা।

৩. সূরা আরাফের ৫৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৪. সূরা মায়েদার اَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُوْنَ -এর তাফসীর।

৫. এ অধ্যায়ের প্রথম আয়াত

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ يَزْعُمُوْنَ .... الاية

নাযিল হওয়ার সম্পর্কে শা'বী (র)-এর বক্তব্য।

৬. সত্যিকারের ঈমান এবং মিথ্যা ঈমানের ব্যাখ্যা।

৭. মুনাফিকের সাথে ওমর (রা)-এর ব্যবহার সংক্রান্ত ঘটনা।

৮. প্রবৃত্তি যতক্ষণ পর্যন্ত রাসূল ﷺ এর আনীত আদর্শের অনুগত হবে না, ততক্ষণ পর্যন্ত কারো ঈমান পূর্ণাঙ্গ না হওয়ার বিষয়।

৪০শ অধ্যায়

আল্লাহর 'আসমা ও সিফাত' (নাম ও গুণাবলী) অস্বীকারকারীর পরিণাম

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ ـ

"এবং তারা রাহমান (আল্লাহর গুণবাচক নাম) কে অস্বীকার করে।"

(সূরা রা'দ : আয়াত-৩০)

২. সহীহ বুখারীতে বর্ণিত একটি হাদীসে আলী (রা) বলেন–

حَدِّثُوا النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُوْنَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّكَذَّبَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ـ

"লোকদেরকে এমন কথা বল, যা দ্বারা তারা আল্লাহ ও রাসূল সম্পর্কে সঠিক কথা জানতে পারে। তোমরা কি চাও যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হোক?"

৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে রাসূল ﷺ থেকে একটি হাদীস শুনে এক ব্যক্তি আল্লাহর গুণকে অস্বীকার করার জন্য একদম ব্যস্ত হয়ে পড়েছিল তখন তিনি বললেন, এরা এ উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কি করে করল? তারা মুহকামের [বা সুস্পষ্ট] আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে নমনীয়তা দেখাল, আর মুতাশাবাহ [অস্পষ্ট আয়াত ও হাদীসের ক্ষেত্রে] ধ্বংসাত্মক পথ অবলম্বন করল?"

কুরাইশরা যখন রাসূল ﷺ এর কাছে [আল্লাহর গুণবাচক নাম] 'রাহমানের উল্লেখ করতে শুনতে পেল, তখন তারা 'রাহমান' গুণটিকে অস্বীকার করল এ প্রসঙ্গেই . وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ

আয়াতটি নাযিল হয়েছে।

এ অধ্যায় থেকে ৫টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আল্লাহর কোন নাম ও গুণ অস্বীকার করার অর্থ হচ্ছে ঈমান না থাকা।

২. -এর তাফসীর । وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمٰنِ সূরা রাদের

৩. যে কথা শ্রোতার বোধগম্য নয়, তা পরিহার করা।

৪. অস্বীকারকারীর অনিচ্ছা সত্ত্বেও যেসব কথা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করার দিকে নিয়ে যায়, এর কারণ কি? তার উল্লেখ।

৫. ইবনে আব্বাস (রা)-এর বক্তব্য হচ্ছে, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর কোন একটি অস্বীকারকারীর ধ্বংস অনিবার্য।

৪১শ অধ্যায়

আল্লাহর নেয়ামত অস্বীকার করার পরিণাম

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

يَعْرِفُوْنَ نِعْمَةَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُوْنَهَا وَاَكْثَرُ هُمُ الْكَافِرُوْنَ .

"তারা আল্লাহর নে'আমত চিনতে পেরেছে, অতঃপর তা অস্বীকার করে।"

(সূরা নাহল : আয়াত-৮৩)

এর মর্মার্থ বুঝাতে মুজাহিদ বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, কোন মানুষের এ কথা বলা 'এ সম্পদ আমার, যা আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি।' আ'উন ইবনে আবদিল্লাহ্ বলেন, 'এর অর্থ হচ্ছে, কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, 'অমুক ব্যক্তি না হলে এমনটি হতো না।' ইবনে কুতাইবা এর ব্যাখ্যায় বলেন, 'মুশরিকরা বলে, "এটা হয়েছে আমাদের ইলাহদের সুপারিশের বদৌলতে।"

আবু আব্বাস যায়েদ ইবনে খালেদের হাদীসে- যাতে একথা আছে, 'আল্লাহ তা'আলা বলেন-

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ : اَصْبَحَ مِنْ عِبَادِىْ مُؤْمِنٌ بِىْ وَكَافِرٌ .

"আমার কোন বান্দার ভোরে নিদ্রা ভঙ্গ হয় মু'মিন অবস্থায়, আবার কারো ভোর হয় কাফির অবস্থায়"- উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের অনেক বক্তব্য কুরআন ও সুন্নায় উল্লেখ করা হয়েছে। যে ব্যক্তি নে'আমত দানের বিষয়টি গাইরুল্লাহর সাথে সম্পৃক্ত করে এবং আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করে, আল্লাহ্ তার নিন্দা করেন।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় কোন কোন সালফে-সালেহীন বলেন, বিষয়টি মুশরিকদের এ কথার মতোই, 'অঘটন থেকে বাঁচার কারণ হচ্ছে অনুকূল বাতাস, আর মাঝির বিচক্ষণতা' এ ধরনের আরো অনেক কথা রয়েছে যা সাধারণ মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

এ অধ্যায় থেকে ৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. নে'আমত সংক্রান্ত জ্ঞান এবং তা অস্বীকার করার ব্যাখ্যা।

২. জেনে-শুনে আল্লাহর নে'আমত অস্বীকারের বিষয়টি মানুষের মুখে বহুল প্রচলিত।

৩. মানুষের মুখে বহুল পরিচালিত এসব কথা আল্লাহর নে'আমত অস্বীকার করারই শামিল।

৪. অন্তরে দুটি বিপরীতধর্মী বিষয়ের সমাবেশ।

৪২শ অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার সাথে কাউকে শরীক না করা

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

فَلَا تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا وَّاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ـ

"অতএব জেনে শুনে তোমরা আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করো না।"
(সূরা আল বাকারা : আয়াত-২২)

২. এ আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে আব্বাস (রা) বলেন انداد [আন্দাদা] হচ্ছে এমন শিরক যা অন্ধকার রাত্রে নির্মল কালো পাথরের উপর পিপীলিকার পদচারণার চেয়েও সূক্ষ্ম। এর উদাহরণ হচ্ছে, তোমার এ কথা বলা, 'আল্লাহর কসম এবং হে অমুক, তোমার জীবনের কসম, আমার জীবনের কসম।' 'যদি ছোট্ট কুকুরটি না থাকত, তাহলে অবশ্যই আমাদের ঘরে চোর প্রবেশ করত।' 'হাঁসটি যদি ঘরে না থাকত, তাহলে অবশ্যই চোর আসত।' কোন ব্যক্তি তার সাথীকে এ কথা বলা, 'আল্লাহ্ তা'আলা এবং তুমি যা ইচ্ছা করেছ।' কোন ব্যক্তির এ কথা বলা, 'আল্লাহ্ এবং অমুক ব্যক্তি যদি না থাকে, তাহলে অমুক ব্যক্তিকে এ কাজে রেখো না।' এগুলো সবই শিরক।
(ইবনে আবি হাতেম)

৩. ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ اَوْ اَشْرَكَ ـ

"যে ব্যক্তি গাইরুল্লাহর নামে শপথ করল, সে কুফরী অথবা শিরক করল।" (জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ১৫৩৫; ইমাম হাকেম তাকে হাসান ও সঠিক বলেছেন, মুসতাদরাক হাকিম, ১/১৭)

৪. ইবনে মাসউদ (রা) বলেছেন–

لَاَنْ اَحْلِفَ بِاللّٰهِ كَاذِبًا اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَنْ اَحْلِفَ بِغَيْرِهٖ وَاَنَا صَادِقٌ ـ

"আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করা আমার কাছে গাইরুল্লাহর নামে সত্য কসম করার চেয়ে বেশি পছন্দনীয়। (ত্বাবারানী, ৯/১৭৩; .... মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ৭/৪৬৯)

হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন−

لَا تَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلَانٌ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلَانٌ۔

"আল্লাহ্ এবং অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছেন' এ কথা তোমরা বল না। বরং এ কথা বল, 'আল্লাহ্ যা চেয়েছেন অতঃপর অমুক ব্যক্তি যা চেয়েছে'। (আবু দাউদ)

ইবরাহীম নখয়ী থেকে এ কথা বর্ণিত আছে যে, أَعُوْذُ بِاللّٰهِ وَبِكَ অর্থাৎ 'আমি আল্লাহ্ এবং আপনার কাছে আশ্রয় চাই' এ কথা বলা তিনি অপছন্দ করতেন। আর أَعُوْذُ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ অর্থাৎ, 'আমি আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই অতঃপর আপনার কাছে আশ্রয় চাই।' এ কথা বলা তিনি জায়েয মনে করতেন। তিনি আরো বলেন, لَوْلَا اللّٰهُ ثُمَّ فُلَانٌ 'যদি আল্লাহ্ অতঃপর অমুক না হয়' একথা বলে, কিন্তু لَوْلَا اللّٰهُ ثُمَّ فُلَانٌ অর্থাৎ, 'যদি আল্লাহ এবং অমুক না হয়' এ কথা বল না।

এ অধ্যায় থেকে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো জানা যায়

১. আল্লাহর সাথে শরীক করা সংক্রান্ত সূরা বাকারার উল্লেখিত আয়াতের তাফসীর।
২. শিরকে আকবার অর্থাৎ বড় শিরকের ব্যাপারে নাযিলকৃত আয়াতকে সাহাবায়ে কেরাম ছোট শিরকের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য বলে তাফসীর করেছেন।
৩. গাইরুল্লাহর নামে কসম করা শিরক।
৪. গাইরুল্লাহর নামে সত্য কসম করা, আল্লাহর নামে মিথ্যা কসম করার চেয়েও জঘন্য গুনাহ্।
৫. 'ওয়া' এবং 'সুমমা' এ দুই বর্ণের মধ্যে শব্দগত পার্থক্য।

৪৩শ অধ্যায়

আল্লাহর নামে কসম করে সন্তুষ্ট না থাকার পরিণাম

১. ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল করীম ﷺ ইরশাদ করেছেন-

لَا تَحْلِفُوْا بِاٰبَائِكُمْ مَنْ حَلَفَ بِاللّٰهِ فَلْيَصْدُقْ وَمَنْ حُلِفَ لَهٗ بِاللّٰهِ فَلْيَرْضَ وَمَنْ لَمْ يَرْضَ فَلَيْسَ مِنَ اللّٰهِ -

"তোমরা তোমাদের বাপ-দাদার নামে কসম কর না, যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কসম করে, তার উচিত কসমকে বাস্তবায়িত করা। আর যে ব্যক্তির উদ্দেশ্যে আল্লাহর নামে কসম করা হলো, তার উচিত উক্ত কসমে সন্তুষ্ট থাকা। আল্লাহর কসমে যে ব্যক্তি সন্তুষ্ট হলো না, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার কল্যাণের কোন আশা নেই।" (সুনান ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ২১০১ সনদ হাসান)

এ অধ্যায় থেকে ৩টি মাসয়ালা জানা যায়

১. বাপ-দাদার নামে কসম করার ওপর নিষেধাজ্ঞা।

২. যার জন্য আল্লাহর নামে কসম করা হলো, তার প্রতি [কসমের বিষয়ে] সন্তুষ্ট থাকার নির্দেশ।

৩. আল্লাহর নামে কসম করার পর, যে তাতে সন্তুষ্ট থাকে না, তার প্রতি ভয় প্রদর্শন ও হুঁশিয়ারি উচ্চারণ।

৪৪শ অধ্যায়

'আল্লাহ্ এবং আপনি যা চেয়েছেন' বলা

১. কুতাইলা হতে বর্ণিত আছে–

عَنْ قُتَيْلَةَ اَنَّ يَهُوْدِيًّا اَتَى النَّبِىَّ ﷺ فَقَالَ اِنَّكُمْ تُشْرِكُوْنَ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ، وَتَقُوْلُ وَالْكَعْبَةِ فَاَمَرَهُمُ النَّبِىُّ ﷺ اِذَا اَرَادُوْا اَنْ يَّحْلِفُوْنَ اَنْ يَّقُوْلُوْا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَاَنْ يَّقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ ـ

জনৈক ইহুদী রাসূল ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'আপনারাও আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করে থাকেন।' কারণ আপনারা বলে থাকেন, مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ আল্লাহ্ এবং আপনি যা চেয়েছেন। আপনারা আরো বলে থাকেন وَالْكَعْبَةِ অর্থাৎ, কাবার কসম। এরপর রাসূল ﷺ বললেন, মুসলমানদের মধ্যে যারা কসম বা হলফ করতে চায়, তারা যেন বলে وَرَبِّ الْكَعْبَةِ অর্থাৎ, কা'বার রবের কসম আর যেন مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شِئْتَ আল্লাহ্ যা চেয়েছেন অতঃপর আপনি যা চেয়েছেন' একথা বলে।

(হাদীসটি নাসাঈ বর্ণনা করে সহীহ্ বলেছেন, সুনান নাসাঈ, হাদীস নং ৩৭০৪)

২. ইবনে আব্বাস (রা) হতে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে–

وَلَهُ اَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِىِّ ﷺ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ، فَقَالَ : اَجَعَلْتَنِىْ لِلّٰهِ نِدًّا؟ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهُ ـ

জনৈক ব্যক্তি রাসূল ﷺ এর উদ্দেশ্যে বলল, مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ (আপনি এবং আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন) তখন রাসূল ﷺ বললেন, أَجَعَلْتَنِيْ لِلّٰهِ نِدًّا "তুমি কি আল্লাহর সাথে আমাকে অংশীদার সাব্যস্ত করে ফেলেছ?" আসলে আল্লাহ্ যা ইচ্ছা পোষণ করেছেন, তা এককভাবেই করেছেন।

(নাসাঈ, হাদীস নং ৯৭৭; মুসনাদ আহমদ, ১/২১৪)

৩. আয়েশা (রা)-এর মায়ের দিক দিয়ে ভাই, তোফায়েল থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি স্বপ্নের দেখতে পেলাম, আমি কয়েকজন ইয়াহুদীর কাছে এসেছি। আমি তাদেরকে বললাম–

وَلِابْنِ مَاجَةَ عَنِ الطُّفَيْلِ أَخَا عَائِشَةَ لِأُمِّهَا قَالَ : رَأَيْتُ كَأَنِّيْ أَتَيْتُ عَلٰى نَفَرٍ مِّنَ الْيَهُوْدِ فَقُلْتُ : إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عُزَيْرُ ابْنُ اللّٰهِ قَالُوْا وَأَنْتُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ ثُمَّ مَرَرْتُ بِنَفَرٍ مِّنَ النَّصَارٰى فَقُلْتُ : إِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ : الْمَسِيْحُ ابْنُ اللّٰهِ قَالُوْا : وَإِنَّكُمْ لَأَنْتُمُ الْقَوْمُ، لَوْلَا أَنَّكُمْ تَقُوْلُوْنَ مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، فَلَمَّا أَصْبَحْتُ أَخْبَرْتُ بِهَا مَنْ أَخْبَرْتُ، ثُمَّ أَتَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَخْبَرْتُهُ، قَالَ : هَلْ أَخْبَرْتَ بِهَا أَحَدًا؟ فَقُلْتُ : نَعَمْ، قَالَ : فَحَمِدَ اللّٰهَ وَأَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ طُفَيْلًا رَاى رُؤْيَا أَخْبَرَ بِهَا مَنْ أَخْبَرَ مِنْكُمْ وَإِنَّكُمْ قُلْتُمْ كَلِمَةً كَانَ

يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا اَنْ اَنْهَاكُمْ عَنْهَا فَلاَ تَقُوْلُوْا : مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ، وَلٰكِنْ قُوْلُوْا : مَا شَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ ـ

তোমরা অবশ্যই একটা ভালো জাতি, যদি তোমরা ওযাইরকে আল্লাহর পুত্র না বলতে। তারা বলল, 'তোমরাও অবশ্যই একটি ভালো জাতি যদি তোমরা مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ (আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন) এ কথা না বলতে! অতঃপর নাসারাদের কিছু লোকের কাছে আমি গেলাম এবং বললাম, 'ঈসা (আ) আল্লাহর পুত্র' এ কথা না বললে তোমরা একটি উত্তম জাতি হতে। তারা বললো, 'তোমরাও ভালো জাতি হতে, যদি তোমরা এ কথা না বলতে, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ যা ইচ্ছা করেছেন।' সকালে এ (স্বপ্নের) খবর যাকে পেলাম তাকে দিলাম। তারপর রাসূল ﷺ এর কাছে এলাম এবং তাকে আমার স্বপ্নের কথা বললাম। তিনি বললেন, 'এ স্বপ্নের কথা কি আর কাউকে বলেছ?" বললাম, হ্যাঁ। তখন তিনি আল্লাহর প্রশংসা করলেন এবং গুণ বর্ণনা করলেন। তারপর বললেন, "তোফায়েল একটা স্বপ্ন দেখেছে, যার খবর তোমাদের মধ্যে যাকে বলার বলেছে। তোমরা এমন কথাই বলেছ, যা বলতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। আর আমিও তোমাদেরকে এভাবে বলতে নিষেধ করছি। অতএব তোমরা مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ مُحَمَّدٌ অর্থাৎ, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন এবং মুহাম্মদ (স) যা ইচ্ছা করেছেন' একথা বল না বরং তোমরা বল, অর্থাৎ 'একক আল্লাহ যা ইচ্ছা করেছেন।" مَاشَاءَ اللّٰهُ وَحْدَهٗ

এ অধ্যায় থেকে ৬টি মাসয়ালা জানা যায়

১. ছোট শিরক সম্পর্কে ইহুদীরাও অবগত আছে।

২. কুপ্রবৃত্তি সম্পর্কে মানুষের উপলব্ধি থাকা।

৩. 'তুমি কি আমাকে আল্লাহর اَجَعَلْتَنِىْ لِلّٰهِ نِدًّا রাসূল ﷺ এর উক্তি শরিক বানিয়েছ?' [অর্থাৎ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشِئْتَ এ কথা বললেই যদি

শিরক হয়] তাহলে সে ব্যক্তি অবস্থা কি দাঁড়ায়, যে ব্যক্তি বলে, হে সৃষ্টির সেরা, আপনি ছাড়া আমার আশ্রয়দাতা কেউ নেই এবং (এ কবিতাংশের) পরবর্তী দুটি লাইন। (অর্থাৎ উপরিউক্ত কথা বললে অবশ্যই বড় ধরনের শিরকী গুনাহ হবে।)

৪. দ্বারা বুঝা যায় যে, এটা শিরকে يَمْنَعُنِي كَذَا وَكَذَا নবী ﷺ-এর বাণী আকবার (বড় শিরক)-এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

৫. নেক স্বপ্ন অহীর শ্রেণীর্ভুক্ত।

৬. স্বপ্ন শরিয়তের কোন কোন বিধান জারির কারণ হতে পারে।

৪৫শ অধ্যায়

যে ব্যক্তি যমানাকে গালি দেয় সে আল্লাহকে কষ্ট দেয়

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَقَالُوْا مَا هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَا اِلَّا الدَّهْرُ .

"অবিশ্বাসীরা বলে, 'শুধু পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন। আমরা এখানেই মরি ও বাঁচি। যমানা ব্যতীত অন্য কিছুই আমাদেরকে ধ্বংস করতে পারে না।" (সূরা জাসিয়া : আয়াত- ২৪)

২. সহীহ্ হাদীসে আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ বলেছেন, আল্লাহ্ তাআলা ইরশাদ করেন–

يُؤْذِيْنِي ابْنُ اٰدَمَ يَسُبُّ الدَّهْرَ، وَاَنَا الدَّهْرُ اُقَلِّبُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَفِيْ رِوَايَةٍ : لَا تَسُبُّوا الدَّهْرَ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ .

"আদম সন্তান আমাকে পীড়া দেয়। কারণ, সে যুগ বা সময়কে গালি দেয়। অথচ আমিই হচ্ছি (যুগ) সময়। আমিই সময়ের রাত দিনে পরিবর্তন করি।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭২৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪৬)

এ অধ্যায় থেকে ৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. কাল বা যমানাকে গালি দেয়া নিষেধ।

২. যমানাকে গালি দেয়া আল্লাহকে কষ্ট দেয়ারই নামান্তর।

৩. 'আল্লাহই হচ্ছেন যমানা' রাসূল ﷺ এর বাণীর فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ الدَّهْرُ মধ্যে গভীর চিন্তার বিষয় নিহিত আছে।

৪. বান্দার অন্তরে আল্লাহকে গালি দেয়ার ইচ্ছা না থাকলেও অসাবধানতা বশতঃ মনের অগোচরে তাঁকে গালি দিয়ে ফেলতে পারে।

৪৬শ অধ্যায়

কাযীউল কুযাত (মহা বিচারক) প্রভৃতি নামকরণ প্রসঙ্গে

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত, সহীহ হাদীসে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِكِ الْأَمْلَاكِ لَا مَالِكَ إِلَّا اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

"আল্লাহ তা'আলার কাছে ঐ ব্যক্তির নাম সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার নামকরণ করা হয় 'রাজাধিরাজ' বা 'প্রভুর প্রভু'। আল্লাহ ব্যতীত কোন প্রভু নেই"।

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬২০৬; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১০৬)

সুফিয়ান সওরী বলেছেন, 'রাজাধিরাজ' কথাটি 'শাহানশাহ' এর মতোই একটি নাম। আরো একটি বর্ণনা মতে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ قَوْلُهُ أَخْنَعُ يَعْنِيْ أَوْضَعُ.

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং খারাপ ব্যক্তি হচ্ছে (যার নামকরণ করা হচ্ছে রাজাধিরাজ)। উল্লেখিত হাদীসে أَخْنَعُ يَعْنِيْ أَوْضَعُ শব্দের অর্থ হচ্ছে সবচেয়ে নিকৃষ্ট।

এ অধ্যায় থেকে ৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. 'রাজাধিরাজ' নামকরণের প্রতি নিষেধাজ্ঞা।

২. 'রাজাধিরাজ' এর অর্থ সুফিয়ান সওরী কর্তৃক বর্ণিত 'শাহানশাহ' এর অর্থের অনুরূপ।

৩. বর্ণিত ব্যাপারে এবং এ জাতীয় বিষয়ে সাবধানতা অবলম্বন করা। এক্ষেত্রে অন্তরে কি নিয়ত আছে তা বিবেচ্য নয়।

৪. বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতা সবই আল্লাহর উদ্দেশ্যে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪৭শ অধ্যায়

আল্লাহর সম্মানার্থে (শিরকী) নামের পরিবর্তন

১। আবু শুরাইহ (রা) হতে বর্ণিত আছে– এক সময় তার কুনিয়াত ছিল আবুল হাকাম (জ্ঞানের পিতা) রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَكَمُ وَإِلَيْهِ الْحُكْمُ ، فَقَالَ إِنَّ قَوْمِيْ إِذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ أَتَوْنِيْ فَحَكَمْتُ بَيْنَهُمْ فَرَضِيَ كِلَا الْفَرِيْقَيْنِ فَقَالَ مَا أَحْسَنَ هٰذَا فَمَا لَكَ مِنَ الْوَلَدِ، قُلْتُ : شُرَيْحٌ وَمُسْلِمٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ، قَالَ : فَمَنْ أَكْبَرُهُمْ، قُلْتُ : شُرَيْحٌ، قَالَ : فَأَنْتَ أَبُوْ شُرَيْحٍ .

"আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছে জ্ঞান সত্তা এবং তিনিই জ্ঞানের আধার।" তখন আবু শুরাইহ বললেন, 'আমার কওমের লোকেরা যখন কোন বিষয়ে মতবিরোধ করে, তখন ফয়সালার জন্য আমার কাছে চলে আসে। তারপর আমি তাদের মধ্যে ফয়সালা করে দেই। এতে উভয় পক্ষই সন্তুষ্ট হয়ে যায়।' রাসূল ﷺ একথা শুনে বললেন, এটা কতই না ভালো! তোমার কি সন্তানাদি আছে? আমি বললাম, 'শুরাইহ' 'মুসলিম' এবং আবদুল্লাহ' নামের তিনটি ছেলে আছে।' তিনি বললেন, 'তাদের মধ্যে সবার বড় কে?' আমি বললাম,'শুরাইহ'। তিনি বললেন, "অতএব তুমি আবু শুরাইহ" (শুরাইহের পিতা)।

(আবু দাউদ, সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৯০০; আদাবুল মুফরাদ, হাদীস নং ৩৫৭৯)

এ অধ্যায় থেকে ৩টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আল্লাহর আসমা ও সিফাত অর্থাৎ নাম ও গুণাবলীর সম্মান করা; যদিও এর অর্থ বান্দার উদ্দেশ্য না হয়।

২. আল্লাহর নাম ও সিফাতের সম্মানার্থে নাম পরিবর্তন করা।

৩. কুনিয়াতের জন্য বড় সন্তানের নাম পছন্দ করা।

৪৮শ অধ্যায়

আল্লাহর যিকির, কুরআন এবং রাসূল সম্পর্কিত কোন বিষয় নিয়ে খেল-তামাশা করা প্রসঙ্গে

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ .

"আপনি যদি তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেন, তবে তারা অবশ্যই বলবে, আমরা খেল-তামাশা করছিলাম।" (সূরা ফুসসিলাত : আয়াত-৫০)

২. আব্দুল্লাহ্ ইবনে ওমর, মুহাম্মদ বিন কা'ব, যায়েদ বিন আসলাম এবং কাতাদাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, (তাদের একের কথা অপরের কথার মধ্যে সামঞ্জস্য আছে) তাবুক যুদ্ধে একজন লোক বলল, এ ক্বারীদের (কুরআন পাঠকারীর) মতো এত অধিক পেটুক, কথায় এত অধিক মিথ্যুক এবং যুদ্ধের ময়দানে শত্রুর সাক্ষাতে এত অধিক ভীরু আর কোন লোক দেখিনি। অর্থাৎ লোকটি তার কথা দ্বারা মুহাম্মদ ﷺ এবং তাঁর ক্বারী সাহাবায়ে কেরামের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। আওফ বিন মালেক লোকটিকে বললেন, 'তুমি মিথ্যা কথা বলেছো। কারণ, তুমি মুনাফিক।'

আমি অবশ্যই রাসূল ﷺ-কে এ খবর জানাব। আওফ তখন এ খবর জানানোর জন্য রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে গেলেন। গিয়ে দেখলেন, কুরআন, তাঁর চেয়েও অগ্রগামী (অর্থাৎ আওফ পৌছার পূর্বেই অহীর মাধ্যমে রাসূল ﷺ ব্যাপারটি জেনে ফেলেছেন) এ ফাঁকে মুনাফিক লোকটি তার উটে চড়ে রাসূল ﷺ-এর কাছে চলে আসল। তারপর সে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল,

চলার পথে আমরা অন্যান্য পথচারীদের মতো পরস্পরের হাসি, রং- তামাশা করছিলাম' যাতে করে আমাদের পথ চলার কষ্ট লাঘব হয়। ইবনে ওমর (রা) বলেন, এর উটের গদির রশির সাথে লেগে আমি যেন তার দিকে তাকিয়ে দেখছিলাম। পাথর তার পায়ের উপর পড়ছিল, আর সে বলছিল, 'আমরা হাসি ঠাট্টা করছিলাম।' তখন রাসূল ﷺ তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন–

أَبِاللّٰهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُوْلِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِؤُوْنَ .

"তোমরা কি আল্লাহ্, তাঁর আয়াত (কুরআন) এবং তাঁর রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করছিলে? (সূরা তাওবা : আয়াত-৬৫)

তিনি তার দিকে (মুনাফিকের দিকে) দৃষ্টিও দেননি। এর অতিরিক্ত কোন কথাও বলেননি।

এ অধ্যায় থেকে ৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. এখানে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে একথা অনুধাবন করা যে, আল্লাহ্, কুরআন ও রাসূলের সাথে যারা ঠাট্টা বিদ্রূপ করে তারা কাফের।

২. এ ঘটনা সংশ্লিষ্ট আয়াতের তাফসীর ঐ ব্যক্তির জন্য যে, এ ধরনের কাজ করে অর্থাৎ আল্লাহ্, কুরআন ও রাসূলের সাথে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে।

৩. চোগলখুরী এবং আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যে নসীহতের মধ্যে পার্থক্য।

৪. এমন ওযরও রয়েছে যা গ্রহণ করা উচিত নয়।

৪৯শ অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার নে'আমতের নাশোকরী করা অহংকারের প্রকাশ ও অনেক বড় অপরাধ

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

وَلَئِنْ اَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ بَعْدِ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُوْلَنَّ هٰذَا لِىْ

"দুঃখ-দুর্দশার পর যদি আমি মানুষকে আমার রহমতের আস্বাদ গ্রহণ করাই, তাহলে সে অবশ্যই বলে, এ নে'আমত আমারই জন্য হয়েছে।"

(সূরা ফুসসিলাত : আয়াত-৫০)

বিখ্যাত মুফাসসির মুজাহিদ বলেন, 'এটি আমারই জন্য' এর অর্থ হচ্ছে, 'আমার নেক আমলের বদৌলতেই এ নে'আমত দান করা হয়েছে, আমিই এর হকদার।' ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সে এ কথা বলতে চায়, 'নে'আমত আমার আমলের কারণেই' এসেছে অর্থাৎ এর প্রকৃত হকদার আমিই।

আল্লাহ্ তা'আলা আরো বলেছেন–

قَالَ اِنَّمَا اُوْتِيْتُهٗ عَلٰى عِلْمٍ عِنْدِىْ ـ

"সে বলে, 'নিশ্চয়ই এ নে'আমত আমার ইলম ও জ্ঞানের জন্য আমাকে দেয়া হয়েছে।" (সূরা কাসাস : আয়াত-৭৮)

কাতাদাহ্ (র) বলেন, 'উপার্জনের রকমারী পন্থা সম্পর্কিত জ্ঞান থাকার কারণে আমি এ নে'আমত প্রাপ্ত হয়েছি।' অন্যান্য মুফাসসিরগণ বলেন 'আল্লাহ্ তা'আলার ইলম মোতাবেক আমি এর [নে'আমতের] হকদার। আমার মর্যাদার বদৌলতেই এ নে'আমত প্রাপ্ত হয়েছি।'

মুজাহিদের এ কথার অর্থই উপরিউক্ত বক্তব্য দ্বারা বুঝানো হয়েছে।

২. আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, তিনি রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছেন–

إِنَّ ثَلَاثَةً مِّنْ بَنِيْ إِسْرَائِيْلَ أَبْرَصَ وَأَقْرَعَ وَأَعْمٰى، فَأَرَادَ اللّٰهُ أَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ، فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ مَلَكًا فَأَتَى الْأَبْرَصَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : لَوْنٌ حَسَنٌ، وَجِلْدٌ حَسَنٌ، وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِيَ النَّاسُ بِهٖ، قَالَ : فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَأُعْطِيَ لَوْنًا حَسَنًا وَجِلْدًا حَسَنًا، قَالَ : فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : اَلْإِبِلُ أَوِ الْبَقَرُ، شَكَّ إِسْحَاقُ فَأُعْطِيَ نَاقَةً عَشْرَاءَ، وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا، قَالَ : فَأَتَى الْأَقْرَعَ فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّي الَّذِيْ قَدْ قَذِرَنِيَ النَّاسُ بِهٖ فَمَسَحَهُ، فَذَهَبَ عَنْهُ وَأُعْطِيَ شَعْرًا حَسَنًا، فَقَالَ أَيُّ الْمَالَ أَحَبُّ إِلَيْكَ قَالَ الْبَقَرُ أَوِ الْإِبِلُ، فَأُعْطِيَ بَقَرَةً حَامِلًا، قَالَ : بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا، فَأَتَى الْأَعْمٰى. فَقَالَ : أَيُّ شَيْءٍ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : أَنْ يَّرُدَّ اللّٰهُ إِلَيَّ بَصَرِيْ فَأُبْصِرُ بِهِ النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ إِلَيْهِ بَصَرُ. قَالَ فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ : اَلْغَنَمُ، فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأَنْتَجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا، فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ

مِّنَ الْاِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍمِّنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ، قَالَ : ثُمَّ اِنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِىْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ، فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلَا بَلَاغَ لِىَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ بِهٖ فِىْ سَفَرِىْ فَقَالَ : اَلْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ، فَقَالَ لَهٗ : كَاَنِّىْ اَعْرِفُكَ اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمَالَ؟ فَقَالَ : اِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ، فَقَالَ : اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتَ، قَالَ : وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِىْ صُوْرَتِهٖ، فَقَالَ لَهٗ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ عَلَيْهِ هٰذَا، فَقَالَ اِنْ كُنْتُمْ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتُمْ قَالَ : وَاَتَى الْاَعْمٰى فِىْ صُوْرَتِهٖ فَقَالَ : رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ، قَدِ انْقَطَعَتْ بِىَ الْحِبَالُ فِىْ سَفَرِىْ فَلاَ بَلاَغَ بِىَ الْيَوْمَ اِلَّا بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْاَلُكَ بِالَّذِىْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِىْ سَفَرِىْ، فَقَالَ : قَدْ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ لِىْ بَصَرِىْ فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ، فَوَاللّٰهِ لَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ

بِشَيْءٍ اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ، فَقَالَ : اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ .

আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত, ইসরাইল বংশে তিনজন লোক ছিল, যাদের একজন ছিল কুষ্ঠরোগী, আরেকজন টাক পড়া, অপরজন ছিল অন্ধ। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে পরীক্ষা করতে চাইলেন। তখন তাদের কাছে তিনি ফেরেশতা পাঠালেন। কুষ্ঠরোগীর কাছে ফেরেশতা এসে জিজ্ঞেস করলো, 'তোমার সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি? সে বলল, 'সুন্দর চেহারা এবং সুন্দর ত্বক (শরীরের চামড়া)। আর যে রোগের কারণে মানুষ আমাকে ঘৃণা করে তা থেকে মুক্তি আমার কাম্য। তখন ফেরেশতা তার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলো। এতে তার রোগ দূর হয়ে গেল। তাকে সুন্দর রং আরো সুন্দর ত্বক দেয়া হল।

তারপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করল, "তোমার প্রিয় সম্পদ কি? সে বলল, "উট অথবা গরু"। (ইসহাক অর্থাৎ হাদীস বর্ণনাকারী উট কিংবা গরু এ দু'য়ের মধ্যে সন্দেহ করছেন) তখন তাকে দশটি গর্ভবতী উট দেয়া হল। ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করে বলল, "আল্লাহ্ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।"

তারপর ফেরেশতা টাক পড়া লোকটির কাছে গিয়ে বলল, "তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় জিনিস কি?" লোকটি বলল, "আমার প্রিয় জিনিস হচ্ছে সুন্দর চুল। আর লোকজন আমাকে যার জন্য ঘৃণা করে তা থেকে মুক্ত হতে চাই।" ফেরেশতা তখন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিল। এতে তার মাথার টাক দূর হয়ে গেল। তাকে সুন্দর চুল দেয়া হলো। অতঃপর ফেরেশতা তাকে জিজ্ঞেস করল, "কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়? সে বলল, "উট অথবা গরু।" তখন তাকে গর্ভবতী গাভী দেয়া হলো। ফেরেশতা তার জন্য দোয়া করে বলল, "আল্লাহ্ এ সম্পদে তোমাকে বরকত দান করুন।"

তারপর ফেরেশতা অন্ধ লোকটির কাছে এসে বলল, "তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি?" লোকটি বলল, "আল্লাহ্ যেন আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দেন।

যার ফলে আমি লোকজনকে দেখতে পাব, এটাই আমার প্রিয় জিনিস।" ফেরেশতা তখন তার চোখে হাত বুলিয়ে দিল। এতে লোকটির দৃষ্টিশক্তি আল্লাহ তা'আলা ফিরিয়ে দিলেন। ফেরেশতা তাকে বলল, "কি সম্পদ তোমার কাছে প্রিয়? সে বললো, "ছাগল আমার বেশি প্রিয়।" তখন তাকে একটি গর্ভবতী ছাগল দেয়া হলো। তারপর ছাগল বংশ বৃদ্ধি করতে লাগল। এমনিভাবে উট ও গরু বংশ বৃদ্ধি করতে লাগল। অবশেষে অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, একজনের উট দ্বারা মাঠ ভরে গেল, আরেকজনের গরু দ্বারা মাঠ পূর্ণ হয়ে গেল এবং আরেকজনের ছাগল দ্বারা মাঠ ভর্তি হয়ে গেল।

এমতাবস্থায় একদিন ফেরেশতা তার স্বীয় বিশেষ আকৃতিতে কুষ্ঠ রোগীর কাছে উপস্থিত হয়ে বললো, "আমি একজন মিসকিন।" আমার সফরের সম্বল শেষ হয়ে গেছে (আমি খুবই বিপদগ্রস্ত) আমার গন্তব্যে পৌছার জন্য প্রথমে আল্লাহর তারপর আপনার সাহায্য দরকার। যে আল্লাহ্ আপনাকে এত সুন্দর রং এবং সুন্দর ত্বক দান করেছেন, তাঁর নামে আমি আপনার কাছে একটা উট সাহায্য চাই, যাতে আমি নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারি।

তখন লোকটি বলল, 'দেখুন, আমার অনেক দায়-দায়িত্ব আছে, হকদার আছে।' ফেরেশতা বলল, 'আমার মনে হয়, আমি আপনাকে চিনি।' আপনি কি কুষ্ঠ রোগী ছিলেন না? আপনি খুব গরীব ছিলেন? লোকজন আপনাকে খুব ঘৃণা করত। তারপর আল্লাহ্ আপনাকে এ সম্পদ দান করেছেন। তখন লোকটি বলল, 'এ সম্পদ আমার পূর্ব পুরুষ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি। ফেরেশতা তখন বলল, "তুমি যদি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ্ যেন তোমাকে পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে দেন।"

তারপর ফেরেশতা মাথায় টাক পড়া লোকটির কাছে গেল এবং ইতোপূর্বে কুষ্ঠরোগীর সাথে যে ধরনের কথা বলেছিল, তার (টাক পড়া লোকটির) সাথেও সে ধরনের কথা বলল। প্রতি উত্তরে কুষ্ঠরোগী যে ধরনের জবাব দিয়েছিলে, এ লোকটিও সেই একই ধরনের জবাব দিল। তখন ফেরেশতাও আগের মতই বলল, 'যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ্ তা'আলা যেন

তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেন।' অতঃপর ফেরেশতা স্বীয় আকৃতিতে অন্ধ লোকটির কাছে গিয়ে বলল, 'আমি এক গরীব মুসাফির। আমার পথের সম্বল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে।

প্রথমত আল্লাহর তারপর আপনার সাহায্য কামনা করছি। যিনি আপনার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন, তাঁর নামে একটি 'ছাগল' আপনার কাছে সাহায্য চাই, যাতে আমার সফরে নিজ গন্তব্যস্থানে পৌছতে পারি।' তখন লোকটি বলল, 'আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ্ তা'আলা আমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন। আপনার যা খুশি নিয়ে যান, আর যা খুশি রেখে যান। আল্লাহর কসম, আল্লাহর নামে আপনি আজ যা নিয়ে যাবেন, তার বিন্দুমাত্র আমি বাধা দেব না।' তখন ফেরেশতা বলল, 'আপনার মাল আপনি রাখুন। আপনাদেরকে শুধুমাত্র পরীক্ষা করা হলো। আপনার আচরণে আল্লাহ্ সন্তুষ্ট হয়েছেন, আপনার সঙ্গীদ্বয়ের আচরণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন।"

(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৬৪; সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ২৯৬৪)

এ অধ্যায় থেকে ৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা ফুসসিলাতের ৫০ নং আয়াতের তাফসীর।

২. إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ عِنْدِي -এর অর্থ।

৩. لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي -এর অর্থ।

৪. আশ্চর্য ধরনের কিসসা এবং তাতে নিহিত উপদেশাবলী।

৫০শ অধ্যায়
সন্তানাদি পাওয়ার পর আল্লাহর সাথে অংশীদার করা

১. আল্লাহ্ তা'আলার বাণী–

فَلَمَّا اٰتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهٗ شُرَكَآءَ فِيْمَآ اٰتَاهُمَا .

"অতঃপর আল্লাহ্ যখন উভয়কে একটি সুস্থ ও নিখুঁত সন্তান দান করলেন, তখন তারা তাঁর দানের ব্যাপারে অন্যকে তাঁর অংশীদার সাব্যস্ত গণ্য করতে শুরু করল।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত- ১৯০)

ইবনে হাযম (র) বলেন, উলামায়ে কেরাম এ ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, এমন প্রত্যেক নামই হারাম, যা দ্বারা গাইরুল্লাহর ইবাদত করার অর্থ বুঝায়। যেমন, আবদু ওমর, আবদুল কা'বা এবং এ জাতীয় অন্যান্য নাম। তবে আবদুল মোত্তালিব এর ব্যতিক্রম।

ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'আদম (আ) যখন বিবি হাওয়ার সাথে মিলিত হলেন, তখন হাওয়া গর্ভবতী হলেন। এমতাবস্থায় শয়তান আদম ও হাওয়ার কাছে এসে বলল, 'আমি তোমাদের সেই বন্ধু ও সাথী, যে নাকী তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বের করেছে।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى الْاٰيَةِ قَالَ لَمَّا تَغَشَّاهَا اٰدَمُ حَمَلَتْ فَاَتَاهُمَا اِبْلِيْسُ فَقَالَ اِنِّىْ صَاحِبُكُمَا الَّذِىْ اَخْرَجْتُكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ لِتُطِيْعَانِىْ اَوْ لَاَجْعَلَنَّ لَهٗ قَرْنَىْ اَيِّلٍ، فَيَخْرُجُ مِنْ بَطْنِكِ فَيَشُقُّهٗ وَلَاَفْعَلَنَّ وَلَاَفْعَلَنَّ يُخَوِّفُهُمَا، سَمِّيَاهُ

عَبْدَ الْحَارِثِ فَأَبَيَا أَنْ يُّطِيعَاهُ فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا، وَقَالَ : مِثْلَ قَوْلِهِ، فَأَبَيَا أَنْ يُّطِيْعَاهُ فَخَرَجَ مَيِّتًا، ثُمَّ حَمَلَتْ فَأَتَاهُمَا فَذَكَرَ فَهُمَا فَأَدْرَكَهُمَا حُبُّ الْوَالَدِ فَسَمَّيَاهُ عَبْدَ الْحَارِثِ، فَذٰلِكَ قَوْلُهُ : جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا ـ

তোমরা অবশ্যই আমার আনুগত্য করো, নতুবা গর্ভস্থ সন্তানের মাথায় উটের শিং গজিয়ে দিব, তখন সন্তান তোমার পেট কেটে বের করতে হবে। আমি অবশ্যই একাজ করে ছাড়ব।" শয়তান এভাবে তাদেরকে ভয় দেখাতে লাগল। শয়তান বলল, তোমরা তোমাদের সন্তানের নাম 'আব্দুল হারিছ' রাখবে। তখন তাঁরা শয়তানের আনুগত্য করতে অস্বীকার করলেন। অতঃপর তাদের একটি মৃত সন্তান ভূমিষ্ট হলো। আবারো বিবি হাওয়া গর্ভবতী হলেন। শয়তানও পুনরায় তাঁদের কাছে এসে পূর্বের কথা স্মরণ করিয়ে দিল। এর ফলে তাঁদের অন্তরে সন্তানের প্রতি ভালোবাসা তীব্র হয়ে দেখা দিল। তখন তাঁরা সন্তানের নাম 'আবদুল হারিস' রাখলেন। এভাবেই তাঁরা আল্লাহ প্রদত্ত নে'আমতের মধ্যে তাঁর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করে ফেললেন। এটাই হচ্ছে جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيْمَا آتَاهُمَا আয়াতের তাৎপর্য।

(ইবনে আবি হাতিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে এ হাদীসটি যঈফ। দেখুন, তাফসীর ইবনে কাসীর, ২/২৭৪; আলবানী, সিলসিলা যঈফ, হাদীস নং ৩৪২)

কাতাদাহ থেকে সহীহ সনদে অপর একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, তাঁরা আল্লাহর সাথে অংশীদার সাব্যস্ত করেছিলেন আনুগত্যের ক্ষেত্রে ইবাদতের ক্ষেত্রে নয়।'

মুজাহিদ থেকে সহীহ সনদে لَئِنْ اٰتَيْتَنَا صَالِحًا এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সন্তানটি মানুষ না হওয়ার আশংকা তাঁরা (পিতা-মাতা) করেছিলেন। (হাসান, সাঈদ প্রমুখের কাছ থেকে এর অর্থ উল্লেখ করা হয়েছে।)

এ অধ্যায় থেকে ৫টি মাসয়ালা জানা যায়

১. যেসব নামের মধ্যে গাইরুল্লাহর ইবাদতের অর্থ নিহিত রয়েছে সে নাম রাখা হারাম।

২. সূরা আ'রাফের ১৯০ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. আলোচিত অধ্যায়ে বর্ণিত শিরক হচ্ছে শুধুমাত্র নাম রাখার জন্য। এর দ্বারা হাকীকত [অর্থাৎ শিরক করা] উদ্দেশ্য ছিল না।

৪. আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ কন্যা সন্তান লাভ করা একজন মানুষের জন্য নে'আমতের বিষয়।

৫. আল্লাহর আনুগত্যের মধ্যে শিরক এবং ইবাদতের মধ্যে শিরকের ব্যাপারে সালফে-সালেহীন পার্থক্য নির্ধারণ করে দিয়েছেন।

৫১শ অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার আসমায়ে হুসনা (বা সুন্দরতম নামসমূহ)

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَآءُ الْحُسْنٰى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ أَسْمَآئِهٖ.

"আল্লাহ্ তা'আলা সুন্দর সুন্দর অনেক নাম রয়েছে। তোমরা এসব নামে তাঁকে ডাক। আর যারা তাঁর নামগুলোকে বিকৃত করে তাদেরকে পরিহার করে চল।" (সূরা আ'রাফ : আয়াত-১৮০)

২. ইবনে আবি হাতিম ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন– يُلْحِدُوْنَ فِيْٓ أَسْمَآئِهٖ ('তারা তাঁর নামগুলো বিকৃত করা) এর অর্থ হচ্ছে তারা শিরক করে।

৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে আরো বর্ণিত আছে, মুশরিকরা 'ইলাহ্' থেকে 'লাত' আর 'আজীজ' থেকে 'উযযা' নামকরণ করছে।

৪. আ'মাশ থেকে বর্ণিত আছে, মুশরিকরা আল্লাহ্‌র নামসমূহের মধ্যে এমন কিছু (শিরকী বিষয়) ঢুকিয়েছে যার অস্তিত্ব আদৌ তাতে নেই।

এ অধ্যায় থেকে ৫টি মাসয়ালা জানা যায় :

১. আল্লাহ্‌র নামসমূহের যথাযথ স্বীকৃতি।

২. আল্লাহ্‌র নামসমূহ সুন্দরতম হওয়া।

৩. সুন্দর ও পবিত্র নামে আল্লাহ্‌কে ডাকার নির্দেশ।

৪. যেসব মূর্খ ও বেঈমান লোকেরা আল্লাহ্‌র পবিত্র নামের বিরুদ্ধাচারণ করে তাদেরকে পরিহার করে চলা।

৫. আল্লাহ্‌র নামে বিকৃতি ঘটানোর ব্যাখ্যা।

৫২শ অধ্যায়

"আসসালামু আলাল্লাহ"(আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক) বলা যাবে না

১. সহীহ্ বুখারীতে ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেছেন, আমরা রাসূল ﷺ-এর সাথে সালাতেরত ছিলাম। তখন আমরা বললাম-

اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ مِنْ عِبَادِهٖ، اَلسَّلَامُ عَلٰى فُلَانٍ

"আল্লাহর ওপর তাঁর বান্দাদের পক্ষ থেকে শান্তি বর্ষিত হোক, অমুক অমুকের ওপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

তখন রাসূল ﷺ বললেন-

لَا تَقُوْلُوْا : اَلسَّلَامُ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ هُوَ السَّلَامُ .

"আল্লাহর ওপর শান্তি বর্ষিত হোক, এমন কথা তোমরা বল না। কেননা আল্লাহ নিজেই 'সালাম' (শান্তি)"(সহীহ্ বুখারী, হাদীস নং ৭৩১, ৭৩৫, ১২০২, ৬২৩; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৪০২)

এ অধ্যায় থেকে ৬টি মাসয়ালা জানা যায়

১. 'সালাম' এর ব্যাখ্যা।

২. 'সালাম' হচ্ছে সম্মানজনক সম্ভাষণ।

৩. এ ('সালাম') সম্ভাষণ আল্লাহর ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়।

৪. আল্লাহর ব্যাপারে 'সালাম' প্রযোজ্য না হওয়ার কারণ।

৫. বান্দাহগণকে এমন সম্ভাষণ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যা আল্লাহর জন্য সমীচীন ও শোভনীয় এবং এটা প্রশংসা ও গুণকীর্তন।

৫৩শ অধ্যায়

'হে আল্লাহ তোমার মর্জি হলে আমাকে মাফ করো' প্রসঙ্গে

১. সহীহ হাদীসে আবু হুরায়রা (রা) হতে বর্ণিত আছে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

لَا يَقُلْ أَحَدُكُمُ اللَّهُمَّ اغْفِرْلِي إِنْ شِئْتَ اللَّهُمَّ ارْحَمْنِي إِنْ شِئْتَ لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا مُكْرِهَ لَهُ.

"তোমাদের মধ্যে কেউ যেন একথা না বলে, 'হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে মাফ করে দাও, 'হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে করুণা করো'। বরং দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করবে। কেননা আল্লাহর ওপর জবরদস্তী করার মতো কেউ নেই।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৩৯, ৭৪৬৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৯)

২. সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত আছে–

وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ.

"আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করার উৎসাহ উদ্দীপনাকে বৃদ্ধি করা উচিত। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যাই দান করেন না কেন তার কোনটাই তাঁর কাছে বড় কিংবা কঠিন কিছুই নয়।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৬৭৯)

এ অধ্যায় থেকে ৫টি মাসয়ালা জানা যায়

১. দু'আয় কোন শর্ত নিষিদ্ধ।

২. কোন শর্ত করা নিষিদ্ধ তার কারণ বর্ণনা করা।

৩. প্রার্থনা করার বিষয় সংকল্প রাখা।

৪. প্রার্থনা করার সময় উৎসাহ থাকা। (অর্থাৎ পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর নিকট চাইতে হবে।)

৫. দু'আয় উৎসাহ দেখানোর কারণ ব্যাখ্যা।

৫৪শ অধ্যায়

আমার দাস-দাসী বলা যাবে

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে রাসূল (সা) ইরশাদ করেছেন-

لَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ وَلْيَقُلْ : سَيِّدِيْ وَمَوْلَايَ وَلَا يَقُلْ أَحَدُكُمْ عَبْدِيْ وَأَمَتِيْ وَلْيَقُلْ : فَتَايَ وَفَتَاتِيْ وَغُلَامِيْ.

"তোমাদের কেউ যেন না বলে, 'তোমার প্রভুকে খাইয়ে দাও' 'তোমার প্রভুকে অজু করাও'। বরং সে যেন বলে, 'আমার নেতা' 'আমার মনিব'। তোমাদের কেউ যেন না বলে 'আমার দাস' 'আমার দাসী'। বরং সে যেন বলে, 'আমার ছেলে, আমার মেয়ে, আমার চাকর।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২৫৫২; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২৪৯)

এ অধ্যায় থেকে ৫টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আমার দাস-দাসী বলা নিষিদ্ধ।

২. কোন গোলাম যেন তার মনিবকে না বলে, 'আমার প্রভু'। এ কথাও যেন না বলে, 'তোমার রবকে আহার করাও'।

৩. প্রথম শিক্ষণীয় বিষয় হলো, 'আমার ছেলে' 'আমার মেয়ে' 'আমার চাকর' বলতে হবে।

৪. দ্বিতীয় শিক্ষণীয় বিষয় হলো, 'আমার নেতা,' 'আমার মনিব' বলতে হবে।

৫. লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি সতর্কতা অবলম্বন। আর তা হচ্ছে, শব্দ ব্যবহার ও প্রয়োগের মধ্যেও তাওহীদের শিক্ষা বাস্তবায়ন করা।

৫৫শ অধ্যায়

আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য চাইলে বিমুখ না করা

১. ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছে–

مَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْ وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتّٰى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ تَرَكْتُمُوْهُ ـ

"যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে কিছু চায় তাকে দান কর। যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাকে আশ্রয় দাও। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে ডাকে, তার ডাকে সাড়া দাও। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য ভালো কাজ করে, তার যথোপযুক্ত প্রতিদান দাও। তার প্রতিদানের জন্য যদি তোমরা কিছুই না পাও, তাহলে তার জন্য এমন দোয়া কর, যার ফলে এটাই প্রমাণিত হয় যে, তোমরা তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬৭২; সুনান নাসায়ী, হাদীস নং ২৫৬৮)

এ অধ্যায় থেকে ৬টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আল্লাহর ওয়াস্তে আশ্রয় প্রার্থনাকারীকে আশ্রয় প্রদান করা।

২. আল্লাহর ওয়াস্তে সাহায্য প্রার্থনাকারীকে সাহায্য প্রদান।

৩. (নেক কাজের) আহ্বানে সাড়া দেয়া।

৪. ভালো কাজের প্রতিদান দেয়া।

৫. ভালো কাজের প্রতিদানে অক্ষম হলে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা।

৬. এমন খালেসভাবে উপকার সাধনকারীর জন্য দোয়া করা, যাতে মনে হয়, যথোপযুক্ত প্রতিদান দেয়া হয়েছে। রাসূল ﷺ-এর বাণী : حَتّٰى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ تَرَكْتُمُوْهُ দ্বারা এটাই বুঝানো হয়েছে।

৫৬শ অধ্যায়

'বি ওয়াজহিল্লাহ' বলে একমাত্র জান্নাত ব্যতীত আর কিছুই প্রার্থনা করা যায় না।

১. জাবের (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

لَا يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ اِلَّا الْجَنَّةُ .

"বিওয়াজহিল্লাহ (আল্লাহর চেহারার ওসীলা) দ্বারা একমাত্র জান্নাত ছাড়া অন্য কিছুই চাওয়া যায় না।"

(সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ১৬৭১। তবে এ হাদীসটি বিশুদ্ধ নয়। দেখুন, যঈফুল জামে', আলবানী, হাদীস নং ৬৩৫১, ফায়জুল কাদীর, ইবনুল কাত্তান, ২/২২০)

এ অধ্যায় থেকে ২টি মাসয়ালা জানা যায়

১. চূড়ান্ত লক্ষ্য ব্যতীত 'বিওয়াজহিল্লাহ" দ্বারা অন্য কিছু চাওয়া যায় না।

২. আল্লাহর 'চেহারা' নামক সিফাত বা গুণের স্বীকৃতি।

৫৭শ অধ্যায়

বাক্যের মধ্যে 'যদি' ব্যবহার সংক্রান্ত আলোচনা

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْئٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ـ

"তারা বলে, 'যদি' এ ব্যাপারে আমাদের করণীয় কিছু থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।" (সূরা আলে ইমরান : আয়াত-১৫৪)

২. আল্লাহ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন–

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَا قُتِلُوْا ـ

"যারা ঘরে বসে থেকে (যুদ্ধে না গিয়ে তাদের (যোদ্ধা) ভাইদেরকে বলে, আমাদের কথা মতো যদি তারা চলত। তবে তারা নিহত হতো না।

(সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১৬৮)

৩. সহীহ বুখারীতে আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلَا تَعْجِزَنَّ وَاِنْ اَصَابَكَ شَيْئٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ اِنِّيْ فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ ، فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ ـ

"যে জিনিস তোমার উপকার সাধন করবে, তার ব্যাপারে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর, আর কখনো অক্ষমতা প্রকাশ করো না। যদি তোমার ওপর কোন বিপদ পতিত হয়, তবে এ কথা বল না, 'যদি আমি এরকম করতাম, তাহলে অবশ্যই এমন হতো'। বরং তুমি এ কথা বল, 'আল্লাহ্ যা তাকদীরে রেখেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই হয়েছে। কেননা 'যদি' কথাটি শয়তানের জন্য কুমন্ত্রণার পথ খুলে দেয়।"

(বুখারী, সহীহ মুসলিম হাদীস নং ২৬৬৪; মুসনাদ আহমদ, ২/৩৬৬, ৩৭০)

এ অধ্যায় থেকে ৬টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা আলে-ইমরানের ১৫৪ নং আয়াত এবং ৬৮ নং আয়াতের উল্লেখিত অংশের তাফসীর।

২. কোন বিপদাপদ হলে 'যদি' প্রয়োগ করে কথা বলার ওপর সুস্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা।

৩. শয়তানের (কুমন্ত্রণামূলক) কাজের সুযোগ তৈরির কারণ।

৪. উত্তম কথার প্রতি দিক নির্দেশনা।

৫. উপকারী ও কল্যাণজনক বিষয়ে আগ্রহী হওয়ার সাথে সাথে আল্লাহর কাছে সাহায্য কামনা করা।

৬. এর বিপরীত অর্থাৎ ভালো কাজে অপারগতা ও অক্ষমতা প্রদর্শনের ওপর নিষেধাজ্ঞা।

৫৮-শ অধ্যায়

বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ

১. উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

لَا تَسُبُّوا الرِّيحَ، فَاِذَا رَاَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ فَقُوْلُوْا .

"তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। তোমরা যদি বাতাসের মধ্যে তোমাদের অপছন্দনীয় কিছু প্রত্যক্ষ করো তখন তোমরা বল-

اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْاَلُكَ مِنْ خَيْرِ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا اُمِرَتْ بِهٖ وَنَعُوْذُ بِكَ شَرِّ هٰذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا اُمِرَتْ بِهٖ .

"হে আল্লাহ! এ বাতাসের যা কল্যাণকর, এতে যে মঙ্গল নিহিত আছে এবং যতটুকু কল্যাণ করার জন্য সে আদিষ্ট হয়েছে ততটুকু কল্যাণ ও মঙ্গল আমরা তোমার কাছে প্রার্থনা করি। আর এ বাতাসের যা অনিষ্টকর, তাতে যে অমঙ্গল লুকায়িত আছে, এবং যতটুকু অনিষ্ট সাধনের ব্যাপারে সে আদিষ্ট হয়েছে তা (অমঙ্গল ও অনিষ্টতা) থেকে আমরা তোমার কাছে আশ্রয় চাই।

(জামে' তিরমিযী, হাদীস নং ২২৫১; তিরমিযী হাদীসটিকে সহীহ্ বলেছেন।)

এ অধ্যায় থেকে ৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ।

২. মানুষ যখন কোন অপছন্দনীয় জিনিস দেখবে তখন কল্যাণকর কথার মাধ্যমে দিক নির্দেশনা দান করবে।

৩. বাতাস আল্লাহর পক্ষ থেকে আদিষ্ট, একথার দিক নির্দেশনা।

৪. বাতাস কখনো কল্যাণ সাধনের জন্য আবার কখনো অকল্যাণ করার জন্য আদিষ্ট হয়।

৫৯শ অধ্যায়

আল্লাহ্ তা'আলার ফায়সালা সম্পর্কে ভুল ধারণা নিষিদ্ধতা

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন−

يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهُ لِلّٰهِ ـ

"তারা জাহেলী যুগের ধারণার মতো আল্লাহ্ সম্পর্কে অবাস্তব ধারণা পোষণ করে। তারা বলে, 'আমাদের জন্য কি কিছু করণীয় আছে? (হে রাসূল!) আপনি বলে দিন, 'সব বিষয়ই আল্লাহ্র ইখতিয়ারর্ভুক্ত।"

[সূরা আলে-ইমরান : আয়াত-১৫৪]

২. আল্লাহ্ তা'আলা আরো ইরশাদ করেছেন−

اَلظَّانِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوْءِ ـ

"তারা মুনাফিকরা আল্লাহ্ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে, তারা নিজেরাই খারাপ ও দোষের ঘূর্ণিপাকে পতিত রয়েছে।" (সূরা আল-ফাতাহ : আয়াত- ৬]

প্রথম আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনুল কাইয়্যিম বলেছেন, ظَنٌّ-এর ব্যাখ্যা এটাই করা হয়েছে যে, মুনাফিকদের ধারণা হচ্ছে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলকে সাহায্য করেন না। তাঁর বিষয়টি অচিরেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

ব্যাখ্যায় আরো বলা হয়েছে যে, নবী করীম ﷺ-এর ওপর যে সব বিপদাপদ এসেছে তা আদৌ আল্লাহ্র ফয়সালা, তাকদীর এবং হিকমত মোতাবেক হয়নি।

উপরিউক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় আরও বলা হয়েছে যে, মুনাফিকরা আল্লাহর হিকমত, তাকদীর, রাসূল ﷺ পূর্ণাঙ্গ রিসালত এবং সকল দ্বীনের ওপর আল্লাহর দ্বীন তথা ইসলামের বিজয়কে অস্বীকার করেছে। আর এটাই হচ্ছে সেই খারাপ ধারণা যা সূরা 'ফাতহে' উল্লেখিত মুনাফিক ও মুশরিকরা পোষণ করত। এ ধারণা খারাপ হওয়ার কারণ এটাই যে, আল্লাহ তাআলার সুমহান মর্যাদার জন্য এটি শোভনীয় ছিল না। তাঁর হিকমত প্রশংসা এবং সত্য ওয়াদার জন্যও উক্ত ধারণা ছিল বেমানান, অসৌজন্যমূলক।

যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ্ তা'আলা বাতিলকে হকের ওপর এতটুকু বিজয় দান করেন, যাতে হক অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে, অথবা যে ব্যক্তি আল্লাহর ফয়সালা, তাকদীরের নিয়মকে অস্বীকার করে, অথবা তাকদীর যে আল্লাহর হক মহা কৌশল এবং প্রশংসার দাবিদার এ কথা অস্বীকার করে, সাথে সাথে এ দাবিও করে যে, এসব আল্লাহ্ তা'আলার নিছক অর্থহীন ইচ্ছামাত্র; তার এ ধারণা কাফেরদের ধারণা বৈ কিছু নয়। তাই জাহান্নামের কঠিন শাস্তি এ সব কাফেরদের জন্যই নির্ধারিত রয়েছে।

অধিকাংশ লোকই নিজেদের (সাথে সংশ্লিষ্ট) বিষয়ে এবং অন্যান্য লোকদের বেলায় আল্লাহ্ তা'আলার ফয়সালার ব্যাপারে খারাপ ধারণা পোষণ করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর আসমা ও সিফাত (নাম ও গুণাবলী) এবং তাঁর হিকমত ও প্রশংসা সম্পর্কে অবগত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত থাকতে পারে।

যে ব্যক্তি প্রজ্ঞা, বুদ্ধিমান এবং নিজের জন্য কল্যাণকামী, তার উচিত এ আলোচনা দ্বারা বিষয়টির অপরিসীম গুরুত্ব অনুধাবন করা। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি স্বীয় রব সম্পর্কে খারাপ ধারণা করে, তার উচিৎ নিজ বদ-ধারণার জন্য আল্লাহর নিকট তওবা করা।

আল্লাহর প্রতি খারাপ ধারণা পোষণকারী কোন ব্যক্তিকে যদি তুমি পরীক্ষা কর, তাহলে দেখতে পাবে তার মধ্যে রয়েছে তাকদীরের প্রতি হিংসাত্মক বিরোধিতা এবং দোষারোপ করার মানসিকতা। তারা বলে, বিষয়টি এমন

হওয়া উচিত ছিল। এ ব্যাপারে কেউ বেশি, কেউ কম বলে থাকে তুমি তোমার নিজেকে পরীক্ষা করে দেখো, তুমি কি এ খারাপ ধারণা থেকে মুক্ত? কবির ভাষায়-

মুক্ত যদি থাকো তুমি এ খারাবী থেকে,
বেঁচে গেলে তুমি এক মহাবিপদ থেকে।
আর যদি নাহি পারো ত্যাগিতে এ রীতি,
বাঁচার তরে তোমার লাগি নাইকো কোন গতি।

এ অধ্যায় থেকে ৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. সূরা আলে-ইমরানের ১৫৪ নং আয়াতের তাফসীর।

২. সূরা "ফাতাহ" এর ৬ নং আয়াতের তাফসীর।

৩. আলোচিত বিষয়ের প্রকার সীমাবদ্ধ নয়।

৪. যে ব্যক্তি আল্লাহর আসমা ও সিফাত, (নাম ও গুণাবলী) এবং নিজের জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত রয়েছে, কেবলমাত্র সেই আল্লাহর প্রতি কু-ধারণা পোষণ করা থেকে বাঁচতে পারে।

৬০শ অধ্যায়

তাকদীর অস্বীকারকারীদের পরিণতি

১. ইবনে ওমর (রা) বলেছেন-

وَالَّذِيْ نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لَوْ كَانَ لِأَحَدِهِمْ مِثْلُ أُحُدٍ ذَهَبًا ثُمَّ أَنْفَقَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ مَا قَبِلَهُ اللّٰهُ مِنْهُ.

"সেই সত্তার কসম, যার হাতে ইবনে ওমরের জীবন, তাদের (তাকদীর অস্বীকারীদের) কারো কাছে যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ স্বর্ণও থাকে, অতঃপর তা আল্লাহর পথে দান করে দেয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'আলা উক্ত দান গ্রহণ করবেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে"। অতঃপর তিনি রাসূল ﷺ-এর বাণী দ্বারা নিজ বক্তব্যের পক্ষে দলীল পেশ করেন-

اَلْإِيْمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

"ঈমান হচ্ছে এই যে, তুমি আল্লাহ্ তা'আলা, তাঁর সমুদয় ফেরেশতা, তাঁর যাবতীয় (আসমানী) কিতাব, তাঁর সমস্ত রাসূল এবং আখেরাতের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে সাথে সাথে তাকদীর এবং এর ভালো-মন্দের প্রতি ঈমান আনয়ন করবে।" (সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ৮)

২. উবাদা বিন সামেত (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি তার ছেলেকে বললেন, "হে বৎস! তুমি ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমানের স্বাদ অনুভব করতে পারবে

না, যতক্ষণ না তুমি এ কথা বিশ্বাস করবে, 'তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটারই ছিল। আর তোমার জীবনে যা ঘটেনি তা কোনদিন তোমার জীবনে ঘটার ছিলোনা।" রাসূল ﷺ-কে আমি এ কথা বলতে শুনেছি-

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ : اُكْتُبْ، فَقَالَ : رَبِّ وَمَاذَا اَكْتُبُ قَالَ اكْتُبْ؟ مَقَادِيْرَ كُلِّ شَيْئٍ حَتّٰى تَقُوْمَ السَّاعَةُ ـ

"সর্বপ্রথম আল্লাহ্ তা'আলা যা সৃষ্টি করেন তা হচ্ছে 'কলম'। সৃষ্টির পরই তিনি কলমকে বললেন, "লিখ"। কলম বলল, 'হে আমার রব! 'আমি কি লিখব?' তিনি বললেন, 'কেয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সব জিনিসের তাকদীর লিপিবদ্ধ কর।"

হে বৎস! রাসূল ﷺ-কে আমি বলতে শুনেছি,

مَنْ مَاتَ عَلٰى غَيْرِ هٰذَا فَلَيْسَ مِنِّىْ ـ

"যে ব্যক্তি তাকদীরের ওপর বিশ্বাস ব্যতীত মৃত্যুবরণ করল, সে আমার উম্মতের মধ্যে গণ্য নয়।" (সুনান আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭০০)

অন্য একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে-

إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْقَلَمَ فَقَالَ لَهُ : اُكْتُبْ فَجَرٰى فِىْ تِلْكَ السَّاعَةِ بِمَا هُوَ كَائِنٌ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ـ

"আল্লাহ্ তা'আলা সর্বপ্রথম যা সৃষ্টি করলেন তা হচ্ছে 'কলম'। এরপরই তিনি কলমকে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'লিখ'। কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সে সময় থেকে কলম তা লিখতে শুরু করে দিল। (মুসনাদ আহমদ, ৫/৩১৮)

৩. ইবনে ওয়াহাবের একটি বর্ণনা মতে রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

فَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ أَحْرَقَهُ اللّٰهُ بِالنَّارِ .

"যে ব্যক্তি তাকদীর এবং তাকদীরের ভালো-মন্দ বিশ্বাস করে না, তাকে আল্লাহ্ তা'আলা জাহান্নামের আগুনে জ্বালাবেন।"

(ইবনে ওয়াহব এর আল-কদর: ২৬; ইবনে আবী আসেম এর কিতাবুস সুন্নাহ; হাদীস নং ১১১)

ইবনু দ্দাইলামী থেকে বর্ণিত আছে, কাতাদাহ (র) বলেন, 'আমি ইবনে কা'ব এর কাছে আসলাম। তারপর বললাম, 'তাকদীরের ব্যাপারে আমার মনে কিছু কথা আছে। আপনি আমাকে তাকদীর সম্পর্কে কিছু উপদেশমূলক কথা বলুন। এর ফলে হয়তো আল্লাহ্ তা'আলা আমার অন্তর থেকে উক্ত জমাট বাধা কাদা দূর করে দিবেন। তখন তিনি বললেন, 'তুমি যদি উহুদ (পাহাড়) পরিমাণ স্বর্ণও আল্লাহ্র রাস্তায় দান করো, আল্লাহ্ তোমার এ দান ততক্ষণ পর্যন্ত কবুল করবেন না, যতক্ষণ না তুমি তাকদীরকে বিশ্বাস করবে। আর এ কথা জেনে রাখো, তোমার জীবনে যা ঘটেছে তা ঘটতে কখনো ব্যতিক্রম হতো না। আর তোমার জীবনে যা সম্পর্কিত এ বিশ্বাস পোষণ না করে মৃত্যুবরণ কর, তা হলে অবশ্যই জাহান্নামী হবে'। তিনি বলেন, অতঃপর আমি আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ, হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান এবং যায়েদ বিন ছাবিত (রা)-এর নিকট গেলাম। তাঁদের প্রত্যেকেই রাসূল ﷺ থেকে এরকম হাদীসই বর্ণনা করেছেন।" (হাকিম)

এ অধ্যায় থেকে ৯টি মাসয়ালা জানা যায়

১. তাকদীরের প্রতি ঈমান আনা ফরজ এর বর্ণনা।

২. তাকদীরের প্রতি কিভাবে ঈমান আনতে হবে এর বর্ণনা।

৩. তাকদীরের প্রতি যার ঈমান নেই তার আমল বাতিল।

৪. যে ব্যক্তি তাকদীরের প্রতি ঈমান আনে না সে ঈমানের স্বাদ অনুধাবন করতে অক্ষম।

৫. সর্বাগ্রে যা সৃষ্টি হয়েছে তার উল্লেখ।

৬. কেয়ামত পর্যন্ত যা সংঘটিত হবে, সৃষ্টির পর থেকেই কলম তা লিখতে শুরু করেছে।

৭. যে ব্যক্তি তাকদীরে বিশ্বাস করে না তার ব্যাপারে রাসূল ﷺ দায়িত্বমুক্ত।

৮. সালফে সালেহীনের রীতি ছিল, কোন বিষয়ের সংশয় নিরসনের জন্য জ্ঞানী ও বিজ্ঞজনকে প্রশ্ন করা।

৯. উলামায়ে কেরাম এমনভাবে প্রশ্নকারীকে জবাব দিতেন যা দ্বারা সন্দেহ দূর হয়ে যেতো। জবাবের নিয়ম এই যে, তাঁরা নিজেদের কথাকে শুধুমাত্র রাসূল ﷺ এর [কথা ও কাজের] দিকে সম্পৃক্ত করতেন।

৬১শ অধ্যায়

ছবি অঙ্কনকারী বা চিত্র শিল্পীদের পরিণাম

১. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِيْ فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً اَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً ـ

"আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মতো সৃষ্টি করতে চায়। তাদের শক্তি থাকলে তারা একটা অণু সৃষ্টি করুক অথবা একটি খাদ্যের দানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি গমের দানা তৈরি করুক।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫৩, ৭৫৫৯; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১১১)

২. আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهِئُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ ـ

"কেয়ামতের দিন সবচেয়ে শাস্তি পাবে তারাই যারা আল্লাহ্ তা'আলার সৃষ্টির মতো ছবি বা চিত্র অঙ্কন করে।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৫৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১০৭)

৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি–

كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يَجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَتُعَذِّبُهُ فِى جَهَنَّمَ -

"প্রত্যেক চিত্র অঙ্কনকারীই জাহান্নামবাসী। চিত্রকর যতটি (প্রাণীর) চিত্র এঁকেছে ততটি প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এর মাধ্যমে তাকে জাহান্নামের শাস্তি দেয়া হবে।"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২২২৫, ৫৯৬৩, ৭০৪২, সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২১১০)

৪. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে 'মারফু' হাদীসে বর্ণিত আছে-

مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا كُلِّفَ أَنْ يَّنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ -

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন (প্রাণীর) চিত্র অঙ্কন করবে, কেয়ামতের দিন তাকে ঐ চিত্রে আত্মা দেয়ার জন্য বাধ্য করা হবে। অথচ সে আত্মা দিতে সক্ষম হবে না।" (সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৫৯৬৩ সহীহ মুসলিম, হাদীস ২১১০)

৫. আবুল হাইয়াজ থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আলী (রা) আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে এমন কাজে পাঠাব না, যে কাজে রাসূল ﷺ আমাকে পাঠিয়েছিলেন? সে কাজটি হচ্ছে, 'তুমি কোন চিত্রকে ধ্বংস না করে ছাড়বে না। আর কোন উঁচু কবরকে (মাটির) সমান না করে ছাড়বে না।,

(মুসলিম)

এ অধ্যায় থেকে ৭টি মাসয়ালা জানা যায়

১. চিত্রকরদের ব্যাপারে খুব কঠোরতা অবলম্বন।

২. কঠোরতা অবলম্বনের কারণ সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করে দেয়া। এখানে কঠোরতা অবলম্বনের কারণ হচ্ছে, আল্লাহর সাথে আদব রক্ষা না করা। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী-

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِى

৩. সৃষ্টি করার ব্যাপারে আল্লাহর কুদরত বা সৃজনশীল ক্ষমতা। অপরদিকে সৃষ্টির ব্যাপারে বান্দার অক্ষমতা। তাই আল্লাহ চিত্রকরদেরকে বলেছেন, 'তোমাদের ক্ষমতা থাকলে তোমরা একটা অণু অথবা একটা দানা কিংবা গমের দানা তৈরি করে নিয়ে এসো।'

৪. চিত্রকরের সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হওয়ার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৫. চিত্রকর যতটা (প্রাণীর) ছবি আঁকবে, শাস্তি ভোগ করার জন্য ততটা প্রাণ তাকে দেয়া হবে। এবং এর দ্বারাই জাহান্নামে তাঁকে শাস্তি দেয়া হবে।

৬. অঙ্কিত ছবিতে রূহ বা আত্মা দেয়ার জন্য চিত্রকরকে বাধ্য করা হবে।

৭. (প্রাণীর) ছবি পাওয়া গেলেই তা ধ্বংস করার নির্দেশ।

৬২শ অধ্যায়
অধিক কসম সম্পর্কে শরীয়তের বিধান

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন-

وَاحْفَظُوْآ اَيْمَانَكُمْ .

"তোমাদের শপথসমূহকে তোমরা হেফাজত করো"।

(সূরা মায়েদা : আয়াত- ৮৯)

২. আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত আছে- তিনি বলেন, আমি রাসূল ﷺ-কে একথা বলতে শুনেছি-

اَلْحَلِفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْكَسْبِ .

"(অধিক) শপথ, সম্পদ বিনষ্টকারী এবং উপার্জন ধ্বংসকারী।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ২০৮৭; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৬০৬)

৩. সালমান (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ : اُشَيْمِطٌ زَانٍ، وَعَائِلٌ مُسْتَكْبِرٌ، وَرَجُلٌ جَعَلَ اللّٰهُ بِضَاعَتَهُ، لَا يَشْتَرِيْ اِلَّا بِيَمِيْنِهِ، وَلَا يَبِيْعُ اِلَّا بِيَمِيْنِهِ .

"তিন শ্রেণীর লোকদের সাথে আল্লাহ্ তা'আলা (কেয়ামতের দিন) কথা বলবেন না, তাদেরকে (গুনাহ্ মাফের মাধ্যমে) পবিত্র করবেন না, বরং তাদের জন্য রয়েছে কঠিন শাস্তি। তারা হচ্ছে বৃদ্ধ যিনাকারী, অহংকারী গরীব, আর যে ব্যক্তি তার ব্যবসায়ী পণ্যকে খোদা বানিয়েছে অর্থাৎ কসম

করা ব্যতীত সে পণ্য ক্রয়ও করে না, কসম করা ব্যতীত পণ্য বিক্রয়ও করে না।" (তাবরানী, ৬১১১)

৪. ইমরান বিন হুসাইন (রা) থেকে বর্ণিত আছে তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُ أُمَّتِى قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ، قَالَ عِمْرَانُ : فَلاَ أَدْرِىْ أَذَكَرَ بَعْدَ قَرْنِهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا؟ ثُمَّ إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَشْهَدُوْنَ وَلَا يُسْتَشْهَدُوْنَ وَيَخُوْنُوْنَ وَلَا يُؤْتَمَنُوْنَ وَيَنْذُرُوْنَ وَلَا يُوْفُوْنَ وَيَظْهَرُ فِيْهِمُ السِّمَنُ.

"আমার উম্মতের মধ্যে সর্বোত্তম হচ্ছে আমার যুগ, তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের পরবর্তীতে যারা আসবে তারা। তারপর উত্তম হচ্ছে তাদের, পরবর্তীতে যারা আসবে তারা"। ইমরান বলেন, 'রাসূল ﷺ তাঁর পরে দু'যুগের কথা বলেছেন নাকি তিন যুগের কথা বলেছেন তা আমি বলতে পারছি না। অতঃপর তিনি (রাসূল ﷺ) বলেন, 'তোমাদের পরে এমন কওম আসবে যারা সাক্ষ্য দিবে, কিন্তু তাদের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। তারা বিশ্বাসঘাতকতা করবে, আমানত রক্ষা করবে না। তারা মান্নত করবে, কিন্তু তা পূর্ণ করবে না। আর তাদের শরীরে চর্বি দেখা দিবে।"

(সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৬৫০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৩৫)

৫. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন-

خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ يَجِيْءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِيْنَهُ وَيَمِيْنُهُ شَهَادَتَهُ.

"সর্বোত্তম মানুষ হচ্ছে আমার যুগের মানুষ। এরপর উত্তম হলো এর পরবর্তীতে আগমনকারী লোকেরা। তারপর উত্তম হলো যারা তাদের

পরবর্তীতে আসবে তারা। অতঃপর এমন এক জাতির আগমন ঘটবে যাদের কারো সাক্ষ্য কসমের আগেই হয়ে যাবে, আবার কসম সাক্ষ্যের আগেই হয়ে যাবে।" [অর্থাৎ কসম ও সাক্ষ্যের মধ্যে কোন মিল থাকবে না। কসম ও সাক্ষ্য উভয়টাই মিথ্যা হবে।]

ইবরাহীম নখয়ী বলেন, আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন মিথ্যা সাক্ষ্যের জন্য আমাদের অভিভাবকগণ শাস্তি প্রদান করতেন।

এ অধ্যায় থেকে ৭টি মাসয়ালা জানা যায়

১. ঈমান রক্ষা করার জন্য উপদেশ দান।

২. মিথ্যা কসম বাণিজ্যিক পণ্যের ক্ষতি টেনে আনে, কামাই রোজগারের বরকত নষ্ট করে।

৩. যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম ছাড়া ক্রয়-বিক্রয় করে না তার প্রতি কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

৪. স্বল্প কারণেও গুনাহ বিরাট আকার ধারণ করতে পারে, এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

৫. বিনা প্রয়োজনে কসমকারীদের প্রতি নিন্দা জ্ঞাপন।

৬. রাসূল ﷺ কর্তৃক তিন অথবা চার যুগ বা কালের লোকদের প্রশংসা জ্ঞাপন এবং এর পরবর্তীতে যা ঘটবে তার উল্লেখ।

৭. মিথ্যা সাক্ষ্য ও ওয়াদার জন্য সালফে সালেহীন কর্তৃক ছোটদেরকে শাস্তি প্রদান।

৬৩শ অধ্যায়

আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী সম্পর্কিত বিবরণ

১. আল্লাহ্ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَّلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا .

"আল্লাহ্র নামে যখন তোমরা কোন শক্ত ওয়াদা করো তখন তা পূর্ণ কর এবং দৃঢ়তার সাথে কোন কসম করলে তা ভঙ্গ কর না।

(সূরা নাহল : আয়াত-৯১)

২. বুরাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'রাসূল ﷺ ছোট হোক, বড় হোক (কোন যুদ্ধে) যখন সেনাবাহিনীতে কাউকে আমীর বা সেনাপতি নিযুক্ত করতেন, তখন তাকে 'তাকওয়ার' উপদেশ দিতেন এবং তার সাথে যে সব মুসলমান থাকত তাদেরকেও উত্তম উপদেশ দান করতেন। তিনি বলতেন–

اُغْزُوْا بِسْمِ اللّٰهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ، قَاتِلُوْا مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ اُغْزُوْا وَّلَا تَغُلُّوْا وَّلَا تَغْدِرُوْا وَّلَا تُمَثِّلُوْا وَّلَا تَقْتُلُوْا وَلِيْدًا وَاِذَا لَقِيْتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ فَادْعُهُمْ اِلٰى ثَلَاثِ خِصَالٍ - اَوْخِلَالٍ - فَاَيَّتَهُنَّ مَا اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ، وَكُفَّ عَنْهُمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ فَاِنْ هُمْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ ثُمَّ

ادْعُهُمْ اِلَى التَّحَوُّلِ مِنْ دَارِهِمْ اِلٰى دَارِالْمُهَاجِرِيْنَ اَخْبِرْهُمْ
اَنَّهُمْ اِنْ فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَلَهُمْ مَا لِلْمُهَاجِرِيْنَ وَعَلَيْهِمْ مَا
عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ فَاِنْ اَبَوْا اَنْ يَّتَحَوَّلُوْا مِنْهَا فَاَخْبِرْهُمْ
اَنَّهُمْ يَكُوْنُوْنَ كَاَعْرَابِ الْمُسْلِمِيْنَ يَجْرِيْ عَلَيْهِمْ حُكْمُ
اللّٰهِ تَعَالٰى، وَلَا يَكُوْنَ لَهُمْ فِى الْغَنِيْمَةِ وَالْفَىْءِ شَيْئٍ اِلَّا
اَنْ يُّجَاهِدُوْا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا فَاسْأَلْهُمُ الْجِزْيَةَ
فَاِنْ اَجَابُوْكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ فَاِنْ هُمْ اَبَوْا
فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَقَاتِلْهُمْ وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ فَاَرَادُوْكَ
اَنْ تَجْعَلَ لَهُمْ ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهٖ فَلاَ تَجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّةَ
اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهٖ وَلٰكِنْ اِجْعَلْ لَهُمْ ذِمَّتَكَ وَذِمَّةَ اَصْحَابِكَ
فَاِنَّكُمْ اَنْ تُخْفِرُوْا ذِمَمَكُمْ وَذِمَّةَ اَصْحَابِكُمْ اَهْوَنُ مِنْ اَنْ
تُخْفِرُوْا ذِمَّةَ اللّٰهِ وَذِمَّةَ نَبِيِّهٖ وَاِذَا حَاصَرْتَ اَهْلَ حِصْنٍ
فَاَرَادُوْكَ اَنْ تُنْزِلَهُمْ عَلٰى حُكْمِ اللّٰهِ فَلاَ تُنْزِّلْهُمْ عَلٰى حُكْمِ
اللّٰهِ وَلٰكِنْ اَنْزِلْهُمْ عَلٰى حُكْمِكَ فَاِنَّكَ لَا تَدْرِىْ اَتُصِيْبُ
فِيْهِمْ حُكْمَ اللّٰهِ اَمْ لَا ـ

"তোমরা আল্লাহর নামে যুদ্ধ কর। যারা আল্লাহকে অস্বীকার করে তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর। তোমরা যুদ্ধ কর, কিন্তু বাড়াবাড়ি কর না, বিশ্বাস

ঘাতকতা কর না। তোমরা শত্রুর নাক-কান কেটো না বা অঙ্গ বিকৃত কর না। তুমি যখন তোমার মুশরিক শত্রুদের মোকাবেলা করবে, তখন তিনটি বিষয়ের দিকে তাদেরকে আহ্বান জানাবে। যে কোন একটি বিষয়ে তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দিলে তা গ্রহণ করে নিও, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করে দিও। অতঃপর তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান কর। যদি তারা তোমার আহ্বানে সাড়া দেয়, তাহলে তাদেরকে গ্রহণ করে নিও। এরপর তাদেরকে তাদের বাড়ি-ঘর ছেড়ে দারুল মুহাজিরীনে স্থানান্তরিত হওয়ার জন্য হিজরত করার জন্য আহ্বান জানাও।

হিজরত করলে তাদেরকে একথা জানিয়ে দাও, 'মুহাজিরদের জন্য যে অধিকার রয়েছে, তাদেরও সে অধিকার আছে, সাথে সাথে মুহাজিরদের যা করণীয় তাদেরও তাই করণীয়। আর যদি তারা হিজরতের মাধ্যমে স্থান পরিবর্তন করতে অস্বীকার করে, তাহলে তাদেরকে বলে দিও যে, তারা গ্রাম্য সাধারণ মুসলিম বেদুঈনদের মর্যাদা পাবে। তাদের ওপর আল্লাহর হুকুম আহকাম (বিধিনিষেধ) জারি হবে। তবে 'গনিমত' বা যুদ্ধ-লব্ধ অতিরিক্ত সম্পদের ভাগ তারা মুসলমানদের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ ব্যতীত পাবে না। এটাও যদি তারা অস্বীকার করে তবে তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, 'তারা কর দিতে সম্মত কিনা। যদি কর দিতে সম্মত হয়, তবে তা গ্রহণ করো, আর তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ কর। কিন্তু যদি কর দিতে তারা অস্বীকার করে, তবে তাদের বিরুদ্ধে আল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর।

তুমি যদি কোন দুর্গের লোকদেরকে অবরোধ কর, আর দুর্গের লোকেরা যদি তখন চায় যে, তুমি তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখে দাও, তবে তুমি কিন্তু তাদেরকে আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মায় রেখো না বরং তোমার এবং তোমার সঙ্গী সাথীদের জিম্মায় রেখে দিও। কারণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের জিম্মাদারী রক্ষা করার চেয়ে তোমার এবং তোমার সাথীদের জিম্মাদারী রক্ষা করা অনেক সহজ। তুমি যদি কোন দুর্গের অধিবাসীদেরকে অবরোধ কর। আর তুমি আল্লাহর ফয়সালার ব্যাপারে তাদের কথায় সম্মতি

দিও না। বরং তোমার নিজের ফয়সালাতে দিও। কারণ তুমি জাননা তাদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালার ক্ষেত্রে তুমি সঠিক ভূমিকা নিতে পারবে কিনা।" (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭৩১)

এ অধ্যায় থেকে ৭টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আল্লাহর জিম্মা, নবীর জিম্মা এবং মুমিনদের জিম্মার মধ্যে পার্থক্য।

২. দু'টি বিষয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত কম বিপদজনক বিষয়টি গ্রহণ করার প্রতি দিক নির্দেশনা।

৩. আল্লাহর নামে আল্লাহর পথে যুদ্ধ করা।

৪. আল্লাহর কাছে সাহায্য চাওয়া এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা।

৬. আল্লাহর হুকুম এবং আলেমদের হুকুমের মধ্যে পার্থক্য।

৭. সাহাবী কর্তৃক প্রয়োজনের সময় এমন বিচার ফয়সালা হয়ে যাওয়া যা আল্লাহর সাথে সংগতিপূর্ণ কিনা তাও তিনি জানেন না।

৬৪শ অধ্যায়

আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে কসম করার পরিণতি

১। জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

قَالَ رَجُلٌ، وَاللّٰهِ لَا يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلَانٍ فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ ذَا الَّذِيْنَ يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَنْ لَّا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ فَإِنِّىْ قَدْ غَفَرْتُ لَهٗ وَأَحْبَطْتُّ عَمَلَكَ ـ

"জনৈক ব্যক্তি বলল, "আল্লাহর কসম, অমুক ব্যক্তিকে আল্লাহ্ ক্ষমা করবেন না। তখন আল্লাহর তা'আলা বললেন, 'আমি অমুককে ক্ষমা করব না' একথা বলে দেয়ার সাহস কার আছে? আমি তাকেই ক্ষমা করে দিলাম। আর তোমার (কসম কারীর) আমল বরবাদ করে দিলাম।"

(সহীহ্ মুসলিম, হাদীস নং ২৬২১)

আবু হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আছে, "যে ব্যক্তি কসম করে উল্লেখিত কথা বলেছিলো, সে ছিলো একজন আবেদ। আবু হুরায়রা বলেন ঐ ব্যক্তি একটি মাত্র কথার মাধ্যমে তাঁর দুনিয়া এবং আখেরাত উভয়টাই বরবাদ করে ফেলেছে।

এ অধ্যায় থেকে ৫টি মাসয়ালা জানা যায়

১. আল্লাহর ইচ্ছাধীন বিষয়ে মাতব্বরী করার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন করা।
২. ফিতার চেয়েও অধিক নিকটবর্তী। আমাদের কারো জাহান্নাম তার জুতার
৩. জান্নাতও অনুরূপ নিকটবর্তী।
৪. এ অধ্যায়ে এ কথার প্রমাণ রয়েছে যে, একজন লোক মাত্র একটি কথার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখেরাত বরবাদ করে ফেলেছে।
৫. কোন কোন সময় মানুষকে এমন সামান্য কারণেও মাফ করে দেয়া হয়, যা তার কাছে সবচেয়ে অপছন্দের বিষয়।

৬৫শ অধ্যায়
সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশ করা যায় না

১. জুবাইর ইবনে মুতয়িম (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, নবী করীম ﷺ-এর কাছে আরব বেদুঈন এসে বলল, 'হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের জীবন ওষ্ঠাগত, পরিবার পরিজন ক্ষুধার্ত, সম্পদ ধ্বংস প্রাপ্ত। অতএব আপনি আপনার প্রতিপালকের কাছে বৃষ্টির জন্য প্রার্থনা করুন। আমরা আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি, আর আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ করছি'। এভাবে তিনি আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করতে লাগলেন যে তাঁর এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় ক্রোধ প্রতিভাত হচ্ছিল। অতঃপর রাসূল ﷺ বললেন–

وَيْحَكَ أَتَدْرِىْ مَا اللّٰهُ؟ إِنَّ اللّٰهَ أَعْظَمُ مِنْ ذٰلِكَ إِنَّهُ لَا يُسْتَشْفَعُ بِاللّٰهِ عَلٰى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ.

"তোমার ধ্বংস হোক, আল্লাহর মর্যাদা কত বড়, তা কি তুমি জান? তুমি যা মনে করছ আল্লাহর মর্যাদা ও শান এর চেয়ে অনেক বেশি। কোন সৃষ্টির কাছেই আল্লাহর সুপারিশ করা যায় না।"

(আবু দাউদ, হাদীস নং ৪৭২৬; এ হাদীসটি যঈফ। দেখুন তাখরীজ কিতাবুস সুন্নাহ, আলবানী, হাদীস নং ৫৭৫,৫৭৬)

এ অধ্যায় থেকে ৫টি মাসয়ালা জানা যায় :

১. نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ 'আপনার কাছে আল্লাহর সুপারিশ করছি' এ কথা যে ব্যক্তি বলেছিল, রাসূল ﷺ কর্তৃক সে প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

২. সৃষ্টির কাছে আল্লাহর সুপারিশের কথায় রাসূল ﷺ এবং সাহাবায়ে কেরামের চেহারায় লক্ষণীয় পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়েছিল।

৩. [আমরা আল্লাহর কাছে আপনার সুপারিশ نَسْتَشْفِعُ بِاللهِ عَلَيْكَ কামনা করছি] এ কথা রাসূল ﷺ প্রত্যাখ্যান করেননি।

৪. "সুবহানাল্লাহ' এর তাফসীরের ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন।

৫. মুসলমানগণ নবী ﷺ-কে আল্লাহর কাছে বৃষ্টি চাওয়ার জন্য আবেদন করতেন।

৬৬শ অধ্যায়

রাসূল ﷺ কর্তৃক তাওহীদ সংরক্ষণ এবং শিরকের মূলোৎপাটন

১. আবদুল্লাহ ইবনে আশশিখখির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, আমি বনী আমেরের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে রাসূল ﷺ-এর নিকট গেলাম। আমরা তাকে উদ্দেশ্য করে বললাম, اَنْتَ سَيِّدُنَا [আপনি আমাদের প্রভু] তখন রাসূল ﷺ বললেন, اَلسَّيِّدُ اَللّٰهُ [আল্লাহ তা'আলাই হচ্ছেন প্রভু]। আমরা বললাম, 'আমাদের মধ্যে মর্যাদার দিক থেকে আপনি সর্বশ্রেষ্ঠ এবং আমাদের মধ্যে সর্বাধিক দানশীল ও ধৈর্যশীল।' এরপর তিনি বললেন−

قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ اَوْ بَعْضِ قَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَجْرِمَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ.

"তোমরা তোমাদের বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদের ওপর সওয়ার না হতে পারে।" (সুনান-ই আবী দাউদ, ৪৮০৬; মুসনাদ আহমাদ, ৪/২৪,২৫)

২. আনাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, কতিপয় লোক রাসূল ﷺ-কে লক্ষ্য করে বলল, "হে আল্লাহর রাসূল! কে আমাদের মধ্যে সর্বোত্তম ব্যক্তি এবং আমাদের প্রভু তনয়" তখন তিনি বললেন,

يَا اَيُّهَا النَّاسُ، قُوْلُوْا بِقَوْلِكُمْ وَلَا يَسْتَهْوِيَنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اَنَا مُحَمَّدٌ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهٗ مَا اُحِبُّ اَنْ تَرْفَعُوْنِىْ فَوْقَ مَنْزِلَتِىَ الَّتِىْ اَنْزَلَنِىَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ.

হে লোক সকল! তোমরা তোমাদের কথা বলে যাও। শয়তান যেন তোমাদেরকে বিভ্রান্ত ও প্রতারিত করতে না পারে। আমি হচ্ছি মুহাম্মদ, আল্লাহর বান্দা এবং তাঁর রাসূল। আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন, তোমরা এর উর্ধ্বে আমাকে স্থান দিবে এটা আমি পছন্দ করি না। (নাসায়ী, হাদীস নং ২৪৮; মুসনাদ আহমদ, ৩/১৫৩, ২৪১, ২৪৯)

এ অধ্যায় থেকে ৪টি মাসয়ালা জানা যায়

১. দ্বীনের ব্যাপারে সীমালংঘন না করার জন্য মানুষের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ।

২. 'আপনি আমাদের প্রভু বা মনিব' বলে সম্বোধন করা হলে জবাবে তার কি বলা উচিত, এ ব্যাপারে জ্ঞান লাভ।

৩. লোকেরা রাসূল ﷺ-এর প্রতি সম্মান ও মর্যাদার ব্যাপারে কিছু কথা বলার পর তিনি বলেছিলেন, "শয়তান যে তোমাদের ওপর চড়াও না হয়।" অথচ তারা তাঁর ব্যাপারে হক কথাই বলেছিল। এর তাৎপর্য অনুধান করা।

৪. مَا اُحِبُّ اَنْ تَرْفَعُوْنِىْ فَوْقَ مَنْزِلَتِىْ রাসূল ﷺ-এর বাণী অর্থাৎ তোমরা আমাকে স্বীয় মর্যাদার ওপরে স্থান দাও এটা আমি পছন্দ করি না। একথার তাৎপর্য উপলব্ধি করা।

৬৭শ অধ্যায়

মানুষ আল্লাহ্ তা'আলার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা নিরূপনে অক্ষম

১. আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেছেন–

وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهٖ وَالْاَرْضُ جَمِيْعًا قَبْضَتُهٗ يَوْمَ الْقِيَامَةِ-

"তারা আল্লাহর যথার্থ মর্যাদা নিরূপন করতে পারেনি। কেয়ামতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোতে থাকবে।" (সূরা যুমার : আয়াত-৬৭)

২. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন–

عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ (رضى) قَالَ جَاءَ حَبْرٌ مِّنَ الْاَحْبَارِ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ اِنَّا نَجِدُ اَنَّ اللّٰهَ يَجْعَلُ السَّمٰوَاتِ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْاَرَضِيْنَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالشَّجَرَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالْمَاءَ عَلٰى اِصْبَعٍ وَالثَّرٰى عَلٰى اِصْبَعٍ، وَسَائِرَ الْخَلْقِ عَلٰى اِصْبَعٍ، فَيَقُوْلُ اَنَا الْمَلِكُ، فَضَحِكَ النَّبِىُّ ﷺ حَتّٰى بَدَتْ نَوَاجِذُهٗ تَصْدِيْقًا لِقَوْلِ الْحَبْرِ ثُمَّ قَرَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ

একজন ইহুদী পণ্ডিত রাসূল ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'হে মুহাম্মদ, আমরা (তাওরাত কিতাবে) দেখতে পাই যে, আল্লাহ্ তা'আলা সমস্ত আকাশ

মণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে, সমস্ত যমীনকে এক আঙ্গুলে, বৃক্ষরাজিকে এক আঙ্গুলে, পানি এক আঙ্গুলে ভূতলের সমস্ত জিনিসকে এক আঙ্গুলে এবং সমস্ত সৃষ্টি জগতকে এক আঙ্গুলে রেখে বলবেন, আমিই সম্রাট।'

এ কথা শুনে রাসূল ﷺ ইহুদী পণ্ডিতের কথার সমর্থনে এমনভাবে হেসে দিলেন যে তাঁর দন্ত মোবারক দেখা যাচ্ছিল। অতপর তিনি

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

এ আয়াতটুকু পাঠ করলেন।

সহীহ মুসলিমের হাদীসে বর্ণিত আছে, পাহাড়-পর্বত এবং বৃক্ষরাজি এক হাতে থাকবে তারপর এগুলোকে নাড়াচাড়া দিয়ে তিনি বলবেন, 'আমি রাজাধিরাজ, আমিই আল্লাহ।' (সূরা যুমার : আয়াত-৬৭)

সহীহ বুখারীর এক বর্ণনায় আছে, সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে এক আঙ্গুলে রাখবেন। পানি এবং ভূতলে যা কিছু আছে তা এক আঙ্গুলে রাখবেন। আরেক আঙ্গুলে রাখবেন সমস্ত সৃষ্টি। (বুখারী ও মুসলিম)

ইবনে ওমর (রা) থেকে বর্ণিত মারফু হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত আকাশমণ্ডলীকে ভাঁজ করবেন। অতঃপর সাত তবক যমীনকে ভাঁজ করবেন এবং এগুলোকে বাম হাতে নিবেন। তারপর বলবেন, "আমি হচ্ছি রাজাধিরাজ। অত্যাচারীরা কোথায়? অংহকারীরা কোথায়? (মুসলিম)

৩. ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, সাত তবক আসমান ও যমীন আল্লাহ তা'আলার হাতের তালুতে ঠিক যেন তোমাদের কারো হাতে এটা সরিষার দানার মতো।

৪. ইবনে যায়েদ বলেন, "আমার পিতা আমাকে বলেছেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِى الْكُرْسِيِّ اِلَّا كَدَارَاهِمَ سَبْعَةٍ اُلْقِيَتْ فِىْ تُرْسٍ،

"কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, একটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের (মুদ্রার) মতো।" তিনি বলেন, 'আবু যর (রা) বলেছেন, 'আমি রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি–

مَا السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ فِى الْكُرْسِيِّ اِلَّا كَدَارَاهِمَ سَبْعَةٍ اُلْقِيَتْ فِىْ تُرْسٍ، قَالَ : وَقَالَ اَبُوْ ذَرٍّ (رضى) : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : مَا الْكُرْسِىُّ فِى الْعَرْشِ اِلَّا كَحَلْقَةٍ مِنْ حَدِيْدٍ اُلْقِيَتْ بَيْنَ ظَهْرَىْ فَلَاةٍ مِنَ الْاَرْضِ -

"কুরসীর মধ্যে সপ্তাকাশের অবস্থান ঠিক যেন, এটি ঢালের মধ্যে নিক্ষিপ্ত সাতটি দিরহামের মতো। তিনি বলেন, আবু যর (রা) বলেছেন, 'আমি রাসূল ﷺ-কে এ কথা বলতে শুনেছি, 'আরশের মধ্যে কুরসীর অবস্থান হচ্ছে ঠিক ভূ-পৃষ্ঠের কোন উন্মুক্ত স্থানে পড়ে থাকা একটি আংটির মতো।

(তাফসীরে ত্বাবারানী, হাদীস নং ৪৫২২; বায়হাকী, হাদীস নং ৫১০)

৫. ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, 'দুনিয়ার আকাশ এবং এর পরবর্তী আকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। আর এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। এমনিভাবে সপ্তমাকাশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। একইভাবে কুরসী এবং

পানির মাঝখানে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের। আরশ হচ্ছে পানির উপরে। আর আল্লাহ তা'আলা সমাসীন রয়েছেন আরশের উপর। তোমাদের আমলের কোন কিছুই তাঁর কাছে গোপন নেই। (ইবনে মাহদী হাম্মাদ বিন সালামা হতে তিনি আসেম হতে, তিনি যিরর হতে, এবং যিরর আবদুল্লাহ হতে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। (অনুরূপ হাদীস মাসউদী আসেম হতে তিনি আবু ওয়ায়েল হতে, এবং তিনি আবদুল্লাহ হতে বর্ণনা করেছেন।)

৬. আব্বাস ইবনে আবদুল মোত্তালিব (রা) থেকে বর্ণিত আছে, তিনি বলেন, রাসূল ﷺ ইরশাদ করেছেন–

هَلْ تَدْرُوْنَ كَمْ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ؟ قُلْنَا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ ، قَالَ : بَيْنَهُمَا مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ، وَمِنْ كُلِّ سَمَاءٍ اِلٰى سَمَاءٍ مَسِيْرَةَ خَمْسِمِائَةٍ، وَكَثْفُ كُلِّ سَمَاءٍ مَسِيْرَةُ خَمْسِمِائَةٍ. وَبَيْنَ السَّمَاءِ السَّابِعَةِ وَالْعَرْشِ بَحْرٌ بَيْنَ اَسْفَلِهِ وَاَعْلَاهُ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ واللّٰهُ تَعَالٰى فَوْقَ ذٰلِكَ وَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ اَعْمَالِ بَنِىْ اٰدَمَ ـ

"তোমরা কি জান, আসমান ও যমীনের মধ্যে দূরত্ব কত?" আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সবচেয়ে ভালো জানেন। তিনি বললেন, "আসমান ও যমীনের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ বছরের পথ। এক আকাশ থেকে অন্য আকাশের দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ। প্রতিটি আকাশের ঘনত্বও (পুরু ও মোটা) পাঁচশ' বছরের পথ। সপ্তমাকাশ ও আরশের মধ্যখানে রয়েছে একটি সাগর। যার উপরিভাগ ও তলদেশের মাঝে দূরত্ব হচ্ছে আকাশ ও

যমীনের মধ্যকার দূরত্বের সমান। আল্লাহ তা'আলা এর ওপরে সমাসীন রয়েছেন। আদম সন্তানের কোন কর্মকাণ্ডই তাঁর অজানা নয়।"

(আবু দাউদ হাদীস নং ৪৭২৩; মুসনাদ আহমদ, ১/২০৬, ২০৭)

এ অধ্যায় থেকে ১৯টি মাসয়ালা জানা যায়

১. وَمَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ -এর তাফসীর

২. এ অধ্যায়ে আলোচিত জ্ঞান ও এতদসংশিষ্ট জ্ঞানের চর্চা রাসূল ﷺ-এর যুগের ইহুদীদের মধ্যেও বিদ্যমান ছিল। তারা এ জ্ঞানকে অস্বীকারও করত না।

৩. ইহুদী পণ্ডিত ব্যক্তি যখন কেয়ামতের দিনে আল্লাহর ক্ষমতা সংক্রান্ত কথা বলল, তখন রাসূল ﷺ তার কথাকে সত্যায়িত করলেন এবং এর সমর্থনে কুরআনের আয়াতও নাযিল হলো।

৪. ইহুদী পণ্ডিত কর্তৃক আল্লাহর ক্ষমতা সম্পর্কিত মহাজ্ঞানের কথা উল্লেখ করা হলে রাসূল ﷺ-এর হাসির উদ্রেক হওয়ার রহস্য।

৫. আল্লাহ তা'আলার দু'হস্ত মোবারকের সুস্পষ্ট উল্লেখ্য। আকাশ মণ্ডলী তাঁর ডান হাতে, আর সমগ্র যমীন তাঁর অপর হাতে নিবদ্ধ থাকবে।

৬. অপর হাতকে বাম হাত বলে নামকরণ করার সুস্পষ্ট ঘোষণা।

৭. কেয়ামতের দিন অত্যাচারী এবং অহংকারীদের প্রতি আল্লাহর শাস্তির উল্লেখ।

৮. আকাশের তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

৯. "তোমাদের কারো হাতে একটা সরিষা দানার মতো" রাসূল ﷺ-এর এ কথার তাৎপর্য।

১০. কুরসীর তুলনায় আরশের বিশালতার উল্লেখ।

১১. কুরসী এবং পানি থেকে আরশ সম্পূর্ণরূপে আলাদা।

১২. প্রতিটি আকাশের মধ্যে দূরত্ব ও ব্যবধানের উল্লেখ।

১৩. সপ্তমাকাশ ও কুরসীর মধ্যে ব্যবধান।

১৪. কুরসী এবং পানির মধ্যে দূরত্ব।

১৫. আরশের অবস্থান পানির উপর।

১৬. আল্লাহ্ তা'আলা আরশের উপরে সমাসীন।

১৭. আকাশ ও যমীনের দূরত্বের উল্লেখ।

১৮. প্রতিটি আকাশের ঘনত্ব (পুরু) পাঁচশ বছরের পথ।

১৯. আকাশমণ্ডলীর উপরে যে সমুদ্র রয়েছে তার ঊর্ধ্বদেশ ও তলদেশের মধ্যে দূরত্ব হচ্ছে পাঁচশ' বছরের পথ।

ক্র/নং	বইয়ের নাম	মূল্য
৩১.	মানব জীবনে আমিষ খাদ্য বৈধ না নিষিদ্ধ?	৪৫
৩২.	ইসলামের কেন্দ্র বিন্দু	৫০
৩৩.	সন্ত্রাসবাদ ও জিহাদ	৫০
৩৪.	বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব	৫০
৩৫.	কেন ইসলাম গ্রহণ করছে পশ্চিমারা?	৫০
৩৬.	সন্ত্রাসবাদ কি শুধু মুসলমানদের জন্য প্রযোজ্য?	৫০
৩৭.	বিজ্ঞানের আলোকে বাইবেল ও কুরআন	৫০
৩৮.	সুদমুক্ত অর্থনীতি	৫০
৩৯.	সালাত : রাসূলুল্লাহ (স.)-এর নামায	৬০
৪০.	ইসলাম ও খৃষ্ট ধর্মের সাদৃশ্য	৫০
৪১.	ধর্মগ্রন্থসমূহের আলোকে হিন্দু ধর্ম এবং ইসলাম	৫০
৪২.	আল কুরআন বুঝে পড়া উচিৎ	৫০
৪৩.	চাঁদ ও কুরআন	৫০
৪৪.	মিডিয়া এন্ড ইসলাম	৫৫
৪৪.	সুন্নাত ও বিজ্ঞান	৫৫
৪৬.	পোশাকের নিয়মাবলী	৪০
৪৭.	ইসলাম কি মানবতার সমাধান?	৬০
৪৮.	বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মুহাম্মদ (সা.)	৫০
৪৯.	বাংলার তাসলিমা নাসরীন	৫০
৫০.	ইসলাম এবং সেকিউল্যারিজম	৫০
৫১.	যিশু কি সত্যই ক্রুশ বিদ্ধ হয়েছিল?	৫০
৫২.	সিয়াম : আল্লাহ'র রাসূল (স.) রোজা রাখতেন যেভাবে	৫০
৫৩.	আল্লাহ'র প্রতি আহ্বান তা না হলে ধ্বংস	৪৫
৫৪.	মুসলিম উম্মাহর ঐক্য	৫০
৫৫.	জ্ঞানার্জন : জাকির নায়েক স্কুল পরিচালনা করেন যেভাবে	৫০
৫৬.	ঈশ্বরের স্বরূপ ধর্ম কী বলে?	৫০
	ডা. জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	
৫৭.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-১	৪০০
৫৮.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-২	৪০০
৫৯.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৩	৩৫০
৬০.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৪	৩৫০
৬১.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৫	৪০০
৬২.	জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র-৬	২৫০
৬৩.	বাছাইকৃত জাকির নায়েক লেকচার সমগ্র	৭৫০
৬৪.	রমজানের ত্রিশ শিক্ষা ডা. জাকির নায়েক	২০০

পিস পাবলিকেশন
Peace Publication
৩৮/৩ কম্পিউটার মার্কেট (২য় তলা)
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।

মোবাইল : ০১৭১৫৭৬৮২০৯, ০১৯১১০০৫৭৯৫
ওয়েব সাইট : www.peacepublication.com
ই-মেইল : peacerafiq@yahoo.com